নবোদয়

বার্ষিকী- ২০২৩

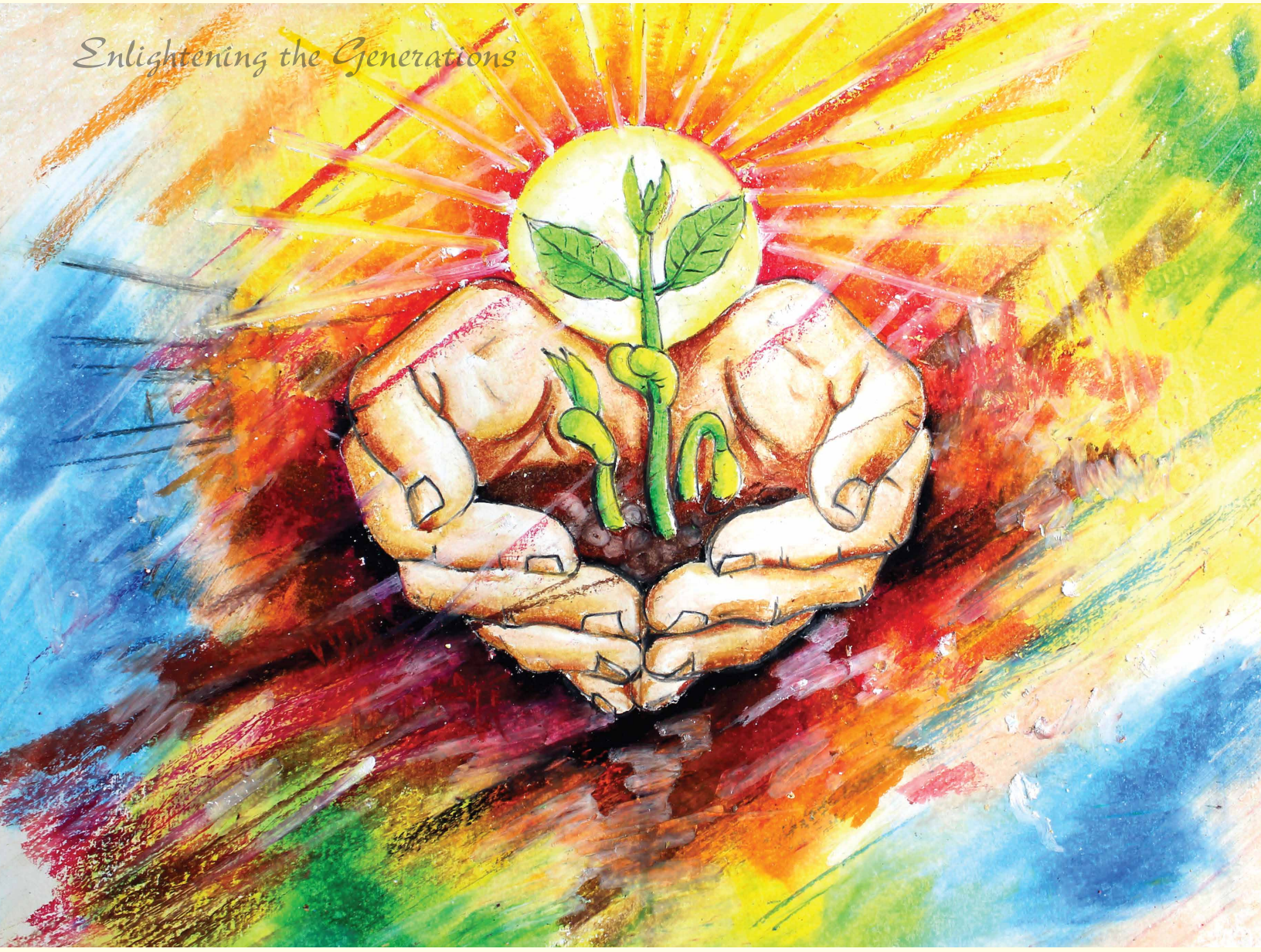

SKS SCHOOL & COLLEGE
ESTD-2017
EIIN-138400

এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা

নবোদয় | Nabodoy
২০২৩

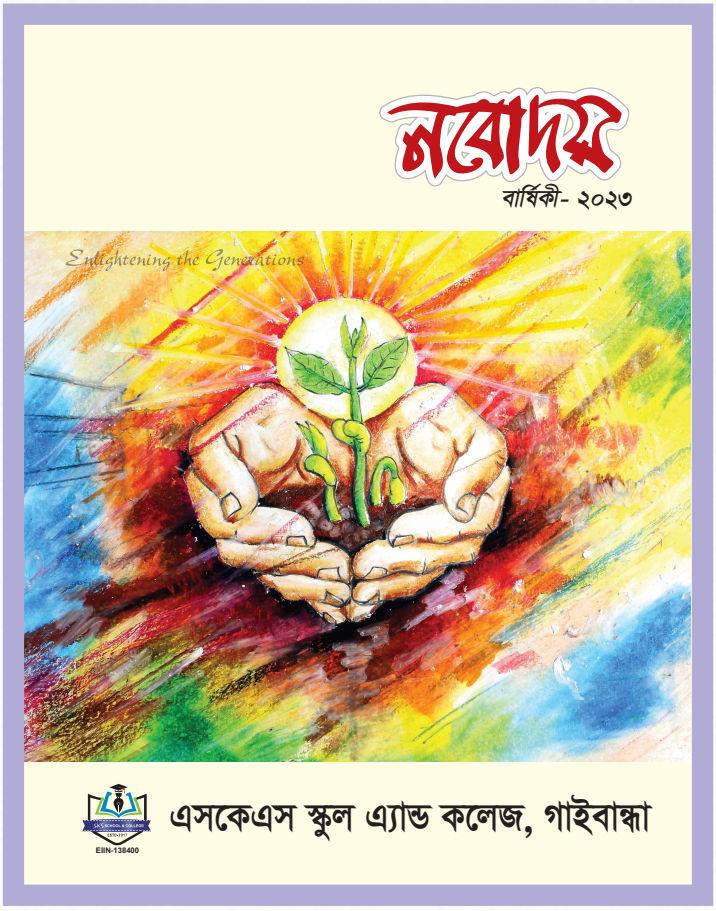

এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ
SKS SCHOOL & COLLEGE

কলেজ রোড, উত্তর হরিণ সিংহা, গাইবান্ধা-৫৭০০
ফোন: +৮৮-০২৫৮৮৮৭৭৬৩৩, মোবা: ০১৭৩০-০৭২৫০০, ০১৭৩০-০৭২৫৭৬
www.skssc.edu.bd

নবোদয়

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
০১ ডিসেম্বর ২০২৩
১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩০

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
রাসেল আহম্মেদ লিটন
সভাপতি, এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ

উপদেষ্টা
আব্দুস সাত্তার
অধ্যক্ষ, এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ

সম্পাদক
ড. অনামিকা সাহা
উপাধ্যক্ষ, এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ

সহযোগী সম্পাদকবৃন্দ
মো. ফরহাদ হোসেন প্রভাষক, বাংলা
মো. পলাশ মিয়া প্রভাষক, অর্থনীতি
মোছা. আকিমা হোসেন লিজা প্রভাষক, মনোবিজ্ঞান
রেনেসা করিম সহকারী শিক্ষক, জীববিজ্ঞান
মিহির সরকার সহকারী শিক্ষক, চারু ও কারুকলা
মো. আব্দুর রাজ্জাক সরকার সহকারী শিক্ষক, ইংরেজি
দেবাশীষ রায় সহকারী শিক্ষক, বাংলা
তাহমিদ হাসান দ্বাদশ, মানবিক
এস. ডি. রুপা রানি দ্বাদশ, বিজ্ঞান
আফিয়া আমিন নুবাহ্ একাদশ, মানবিক
মাহবুব রব্বানী মিজান নবম, ডালিয়া

শিল্প নির্দেশনা
মো. ফরহাদ হোসেন প্রভাষক, বাংলা
প্রচ্ছদ
মিহির সরকার সহকারী শিক্ষক, চারু ও কারুকলা

ডিজাইন
মো. রোকনুজ্জামান রোকন

সহযোগিতায়
এসকেএস ফাউন্ডেশন

মুদ্রণ
এসকেএস প্রিন্টার্স
শনি মন্দির রোড, গাইবান্ধা
কথা: ০১৭৩০ ৭৯৪৯৭৬

সূচিপত্র

বাণী	০৫ - ০৭
সম্পাদকীয়	০৮
এক সুতোয় গাঁথা	০৯ - ১৮
শিক্ষার্থী কর্নার	১৯ - ৩৩
সৃজনের স্রোতে	৩৪ - ৭৯
তুলির আঁচড়	৮০ - ১০৪
স্মৃতির পাতারা	১০৫ - ১১৬

একুশে পদকপ্রাপ্ত নন্দিত কথা সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলনের এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন

সভাপতির বাণী

‘জাতির উন্নয়ন, অগ্রগতি তথা সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী।’ একবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্রোতধারায় জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে সম্মানের সাথে দাঁড়াতে প্রয়োজন সুশিক্ষিত মানবসম্পদ। আর মানুষকে সুশিক্ষিত সম্পদ হিসাবে গড়ে তুলতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধু লেখাপড়া ও সনদ অর্জনে সহায়তা করে না; বরং শিক্ষার্থীদের মননশীলতা, সৃজনশীলতা, বুদ্ধিদীপ্ত চেতনা ও আত্মোপলব্ধির সৃজনভূমিও। বই-পুস্তকের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার চর্চা ও তা প্রকাশের প্রধান মাধ্যম ‘ম্যাগাজিন’। আজকের সম্ভাবনাময় ক্ষুদে লেখক ও আঁকিয়েরাই আগামী দিনের স্বনামধন্য কবি, সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পী হিসেবে বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করবে। দেশ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

‘নবোদয়’ এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ- এর ছাত্র-ছাত্রীদের গুনগত মান ও মননশীলতার প্রামাণ্য দর্পণ। ‘নবোদয়’ চতুর্থ সংখ্যায় যেমন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তুলির আঁচড় দিয়েছে, লিখেছে বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে, তেমনি সৃজনশীল কাজে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে লিখেছেন শিক্ষকমণ্ডলীও। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার ফসল এই ম্যাগাজিন, এই প্রতিষ্ঠানকে নতুন স্তরে পৌঁছে দেয়ার একটি প্রয়াস।

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের যৌথ উদ্যোগে আগামীতে ‘নবোদয়’ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা হিসেবে চিহ্নিত হোক। এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ- এর এ প্রয়াস সকলের কাছে সমাদৃত হোক। ‘নবোদয়’ এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করি।

রাসেল আহম্মেদ লিটন
সভাপতি
এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ মাহাবুব আরা বেগম গিনি এমপি মহোদয়ের
এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর এর উপ-বিদ্যালয় পরিদর্শক
মো. মাহামুদুর রহমান মহোদয়ের এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন

অধ্যক্ষের বাণী

শিক্ষা হচ্ছে মানুষের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থায় পরিব্যাপ্ত জ্ঞানার্জনের একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে মানুষের চারিত্রিক ও মানসিক গুণাবলির উন্নয়ন ঘটে। এর ফলে একজন শিক্ষিত মানুষ ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ এবং সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সহজেই সমর্থ হয়। মানবীয় মূল্যবোধ, কর্তব্যপরায়ণ, শিষ্টাচার, সহনশীলতা, দেশপ্রেম ইত্যাদি শিক্ষার মাধ্যমে জাগ্রত হয়। এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা জ্ঞান বিকাশের সেই পথে ধাবমান। প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ম্যাগাজিন 'নবোদয়'র চতুর্থ সংখ্যা তারই একটি উজ্জ্বল প্রয়াস। শিশু কিশোরদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ, মুক্তবুদ্ধি ও সাহিত্য চর্চা, ভাবের আদান-প্রদান এবং মনোবিকাশের এক অনন্য মাধ্যম ম্যাগাজিন। ভবিষ্যত লেখক হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এটি অনেকটা বীজতলার মতো।

'নবোদয়'র চতুর্থ সংখ্যার পাতায় পাতায় বিধৃত হয়েছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর তারুণ্য উচ্ছল স্মৃতিকথা। তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর হোক, সফল হোক, এই শুভ কামনা রইল।

মো. আব্দুস সাত্তার
অধ্যক্ষ
এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা
প্রাক্তন অধ্যক্ষ
ক্যান্ট, পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর

সম্পাদকীয়

এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মৌলিক চেতনা প্রকাশের লক্ষ্যেই প্রকাশ হল বার্ষিক মুখপত্র "নবোদয়"র চতুর্থ সংখ্যা। কাঁচা হাতের লেখা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জন, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রম তারায় তারায় খচিত রয়েছে এতে। আমাদের এই প্রচেষ্টা বৃহৎ সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলবে বলে আমরা আশাবাদী।

"ম্যাগাজিন" প্রকাশে শিক্ষার্থীদের বিপুল সাড়া আমাদের অভিভূত করেছে। চিন্তিত করেছে লেখা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে। পরিসরের স্বল্পতায় সুন্দর ও পরিকল্পিত অবয়বের স্বার্থে অনেক লেখা রয়ে গেছে অপ্রকাশিত।

"নবোদয়" চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশে অধ্যক্ষ মহোদয়ের সার্বক্ষণিক প্রয়োজনীয় উপদেশ ও দিক-নির্দেশনা, শিক্ষকমণ্ডলীর প্রচেষ্টা, শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে এ বৃহৎ কর্মযজ্ঞ সম্পাদন।

এ জন্যে আমরা তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ড. অনামিকা সাহা
উপাধ্যক্ষ
এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা
প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ
ভারতেশ্বরী হোমস, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল
সম্পাদক
নবোদয়, বার্ষিকী- ২০২৩

এক সুতোয় গাঁথা...

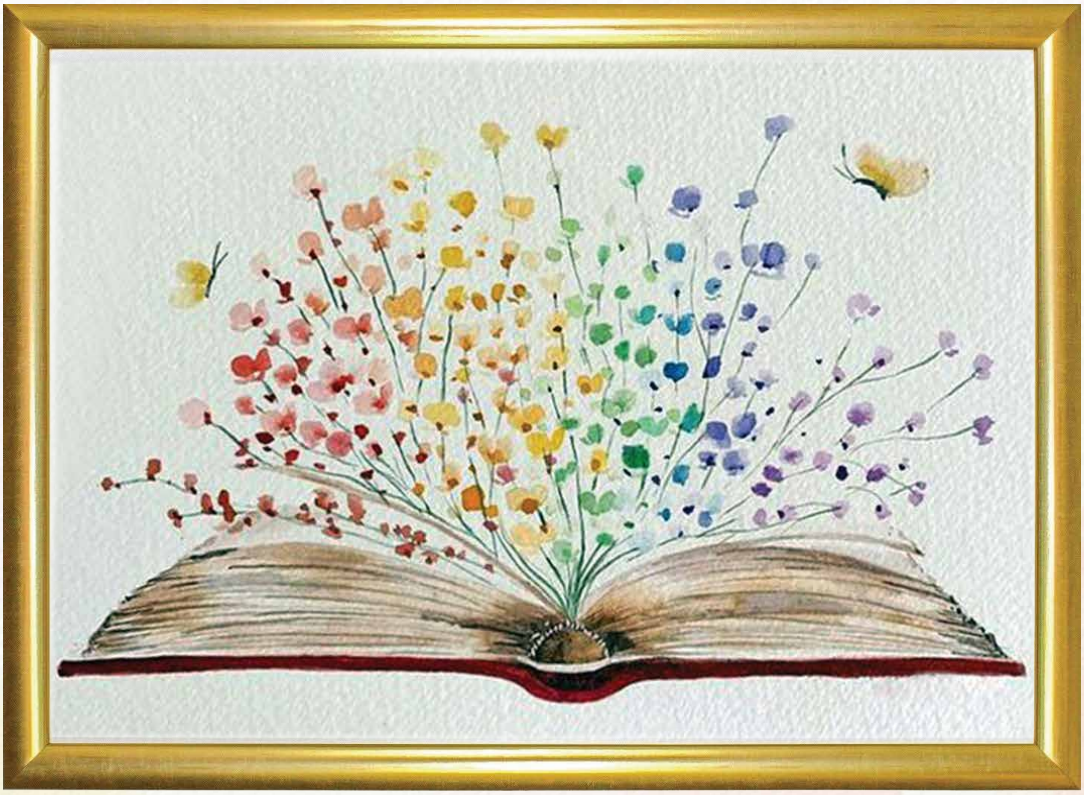

গভর্নিং বডি

রাসেল আহম্মেদ লিটন
সভাপতি
এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ

খন্দকার জাহিদ সরওয়ার
অভিভাবক সদস্য

ধীরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী
অভিভাবক সদস্য

আছমা আরজু
অভিভাবক সদস্য

মো. ফরহাদ হোসেন
শিক্ষক প্রতিনিধি
প্রভাষক (বাংলা)
এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা

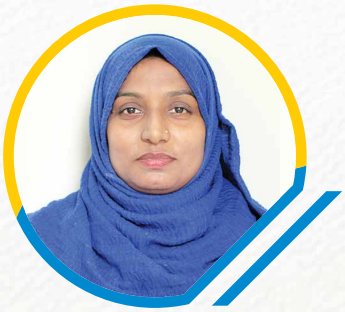

মোছা. লায়লা সানজিদা পারভীন
শিক্ষক প্রতিনিধি
সহ. শিক্ষক (বাংলা)
এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা

মো. আব্দুস সাত্তার
সদস্য সচিব
অধ্যক্ষ
এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা

নবোদয়
m¤úv`bv cI`

ড. অনামিকা সাহা
উপাধ্যক্ষ

মো. ফরহাদ হোসেন
প্রভাষক (বাংলা)

মো. পলাশ মিয়া
প্রভাষক (অর্থনীতি)

মোছা. আকিমা হোসেন লিজা
প্রভাষক (মনোবিজ্ঞান)

রেনেসা করিম
সহ. শিক্ষক (জীববিজ্ঞান)

মিহির সরকার
সহ. শিক্ষক (চারু ও কারুকলা)

মো. আব্দুর রাজ্জাক সরকার
সহ. শিক্ষক (ইংরেজি)

দেবাশীষ রায়
সহ. শিক্ষক (বাংলা)

তাহমিদ হাসান
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: মানবিক

এস. ডি. রুপা রানি
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: বিজ্ঞান

আফিয়া আমিন নুবাহ্
একাদশ শ্রেণি, শাখা: মানবিক

মাহবুব রব্বানী মিজান
শ্রেণি: নবম, শাখা: ডালিয়া

প্রতিষ্ঠানের প্রশাসকবৃন্দ

মো. আব্দুস সাত্তার
অধ্যক্ষ

ড. অনামিকা সাহা
উপাধ্যক্ষ

শিক্ষকবৃন্দ

কলেজ শাখা

মো. গোলাম রসুল
প্রভাষক (গণিত)

মো. ফরহাদ হোসেন
প্রভাষক (বাংলা)

মো. পলাশ মিয়া
প্রভাষক (অর্থনীতি)

মো. মিজানুর রহমান
প্রভাষক (রসায়ন)

মো. সামিউল হক সৈকত
প্রভাষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি)

মো. ছিদ্দিকুর রহমান
প্রভাষক (পৌরনীতি ও সুশাসন)

মোছা. আঞ্জুমান আরা আভা
প্রভাষক (জীববিজ্ঞান)

মোছা. আকিমা হোসেন লিজা
প্রভাষক (মনোবিজ্ঞান)

মোহাম্মদ শিশির তালুকদার
প্রভাষক (ইংরেজি)

মো. মেফতাহুল বারী
প্রভাষক (গণিত)

নারায়ন কুমার
প্রভাষক (পদার্থবিজ্ঞান)

মো. শাহজাহান মিয়া
প্রভাষক (ইংরেজি)

কে এম রায়হানুল ইসলাম
প্রভাষক (রসায়ন)

শিক্ষকবৃন্দ

স্কুল শাখা

মো. সাখাওয়াত হোসেন
সহ. শিক্ষক (গণিত)

মোছা. লুৎফুন নাহার
সহ. শিক্ষক (গার্হস্থ)

মো. মতিউর রহমান
সহ. শিক্ষক (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা)

পলাশ চন্দ্র মোদক
সহ. শিক্ষক (সংগীত)

মোছা. লায়লা সানজিদা পারভীন
সহ. শিক্ষক (বাংলা)

মোছা. ক্যামেলিয়া ফেরদৌসী
সহ. শিক্ষক (বাংলা)

শারমিন আক্তার
সহ. শিক্ষক (সমাজবিজ্ঞান)

রেনেসা করিম
সহ. শিক্ষক (জীববিজ্ঞান)

দিলজাহান দিপ্তী
সহ. শিক্ষক (জীববিজ্ঞান)

মহসিনা মাহাবুবা
সহ. শিক্ষক (সমাজবিজ্ঞান)

মিহির সরকার
সহ. শিক্ষক (চারু ও কারুকলা)

মোছা. রুম্মান আক্তার তন্বী
সহ. শিক্ষক (সমাজবিজ্ঞান)

শিক্ষকবৃন্দ

স্কুল শাখা

মো. মাহামুদার রহমান
সহ. শিক্ষক (শা.শি)

মীনা রানী সাহা
সহ. শিক্ষক (হিন্দু ধর্ম)

মো. মোতাছিম বিল্লাহ্
সহ. শিক্ষক (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা)

মো. আবুল কালাম আজাদ
সহ. শিক্ষক (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা)

মোছা. শারমিন আখতার
সহ. শিক্ষক (সমাজবিজ্ঞান)

মো. আব্দুর রাজ্জাক সরকার
সহ. শিক্ষক (ইংরেজি)

মো. আমিনুল ইসলাম
সহ. শিক্ষক (ইংরেজি)

দেবাশীষ রায়
সহ. শিক্ষক (বাংলা)

প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

সন্ধ্যা রাণী চৌহান
অ্যাকাউন্টস অফিসার

মো. পামেল চৌধুরী
সেকশন অফিসার

শিরীন আক্তার লিজা
কাউন্সিলর অ্যান্ড রিলেশন অফিসার

মো. বোরহান কবির
হিসাব সহকারী

আকতার হামিদ
বাস ড্রাইভার

মো. শফিক আহম্মেদ
বাস ড্রাইভার

মো. পারভেজ বাবু
বাস ড্রাইভার

মো. দুখু মিয়া
বাস ড্রাইভার

মো. আতিকুর রহমান
বাস ড্রাইভার

মো. নবিরুল হক
বাস ড্রাইভার

মো. গোলাম মোস্তফা
বাস ড্রাইভার

মো. আতিকুর রহমান
অটো ড্রাইভার

মো. শাহিন মিয়া
সাপোর্ট স্টাফ

মো. হারুন অর রশিদ
সাপোর্ট স্টাফ

মোছা. আলো আক্তার
সাপোর্ট স্টাফ

মোছা. তহমিনা খাতুন
সাপোর্ট স্টাফ

প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

মো. সুইট মিয়া
সাপোর্ট স্টাফ

মো. সুমন মিয়া
সাপোর্ট স্টাফ

আশিকুর রহমান ইদুল
সাপোর্ট স্টাফ

আশিকুর রহমান
সাপোর্ট স্টাফ

মো. শাকিল মিয়া
ইলেকট্রিশিয়ান

মো. আব্দুর রশিদ
মালী

মোছা. সাথি আক্তার
আয়া

মোছা. শারমিন আক্তার
আয়া

মোছা. আর্জিনা বেগম
ক্লিনার

মোছা. মরিয়ম বেগম
ক্লিনার

মোছা. রমেনা বেগম
ক্লিনার

মোছা. শিল্পী বেগম
ক্লিনার

সাধনা রানী
ক্লিনার

মোছা. কাকুলী বেগম
ক্লিনার

মো. নুরুল ইসলাম
সুপারভাইজার, নিরাপত্তা প্রহরী

মো. সাহেব উদ্দিন
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. সামছুল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. রাশেদ মিয়া
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. জাকির হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী

এমআরএ এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মো. ফসিউল্লাহ মহোদয়ের
এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন

পিকেএসএফ এর এমডি মিসেস নমিতা হালদার মহোদয়ের
এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন

শিক্ষার্থী কর্নার...

SKS School & College, Gaibandha

SSC Result-2023

(At a glance)

Appeared	GPA-5	GPA 4.00>5.00	GPA 3.00>4.00	GPA 2.00>3.00	F	Total Pass	Percentage
146	83	53	06	04	-	146	100%

HSC Result-2022

(At a glance)

Appeared	GPA-5	GPA 4.00>5.00	GPA 3.00>4.00	GPA 2.00>3.00	F	Total Pass	Percentage
65	11	33	18	-	03	62	95.38%

২০২৩ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের সাফল্য

প্রতিযোগিতার পর্যায়	মোট অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	বিজয়ী শিক্ষার্থীর সংখ্যা
উপজেলা পর্যায়	৮০	৬০ (৩২ জন প্রথম স্থান)
জেলা পর্যায়	১২০	৮৭ (৩২ জন প্রথম স্থান)
বিভাগীয় পর্যায়	০৭	০৫ (২ জন প্রথম স্থান)
জাতীয় পর্যায়	০২	-

আমাদের তারকারা
পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা

অপূর্ব কুমার চাকী কনক

আফিয়া ইসলাম মেঘলা

এ এম শামীন ইয়াসার শামস

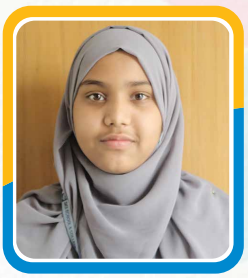
ফাহমিদা হুমায়রা

মেহ্‌জাবিন সরকার রপ্ত

সিয়াম শামস বাপন

মো. ইফতেখার আহম্মেদ

মো. শাদমান তাহমিদ

মোছা. উম্মে জান্নাতুল আতিয়া আকিলা সুলতানা শিমু

মোছা. তাবাসসুম কবির

মোছা. তাহসীন রহমান মৌরী

মোছা. নওশিন জাহান

মোছা. ফারহানা সুলতানা তুবা

শাম্মী আফরোজ সারাফাত

শারীকা যাহরা

আমাদের তারকারা

এসএসসি- ২০২৩ সালের জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা

আফিয়া আমিন নুবাহ্

আলিশা বর্মন তুলি

ইয়াসির জাহান রনক

এস এম মোস্তাফিজুর রহমান

কিরণ চন্দ্র অধিকারী

খন্দকার তাওসিফ আবরার

তাজুন নাহার তুফা

তাসনিমা আক্তার

নাজমুস সাকিব তুলন

মো. আবু রায়হান সৈকত

মো. আরাফাত রহমান

মো. আশাদুজ্জামান আসিক

মো. আসাদুল্লা আল গালিব

মো. ওমর ফারুক

মো. তানজিদ হাসান রিফাত

মো. তাহসান আহমেদ স্বজয়

মো. নাঈম হাসান

মো. নাজিম উদ্দিন

খন্দকার ফেরদৌস করিম কাব্য

তনিমা শীল তমা

আমাদের তারকারা

এসএসসি- ২০২৩ সালের জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা

তাসফিয়া জাহিন ফারিহা

নুঝাত জান্নাতি

নুরে-এ- জান্নাত

মো. আদনান উদ্দিন তাসিফ

মো. জুবায়ের হাসান

মো. জুহায়ের মাহাতাব বকশি

মো. নিয়ামুল হাসান নোমান

মো. মনির হোসেন

মো. মহিবুল্লা মুজাহিদ মৃধা

মো. মাইদুল ইসলাম মিয়াদ

মো. মারুফ মিয়া

মো. মাহমুদুল হাসান

মো. মিজানুর রহমান মিজান

মো. মুজাহিদ সর্দার

মো. মুশফিকুর রহমান আকন্দ

মো. মুশফিকুর রহমান মাহি

মো. মেজবাউল ইসলাম

মো. মোস্তফা মন্ডল লিংকন

মো. রিয়াদ মিয়া

মো. রুহুল আমিন

আমাদের তারকারা

এসএসসি- ২০২৩ সালের জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা

মো. রেজওয়ান হোসেন মন্ডল

মো. সাদমান রহমান

মো. মোত্তাসিম বিল্লাহ হিমেল

মো. রবিউল ইসলাম অনিক

মো. রাজিন সালেহ

মো. শাহরিয়ার ইসলাম শুভ

মো. শাহারিয়ার রহমান শিহাব

মো. শাহাদাত মন্ডল

মো. শিবলী সাদিক

মো. সাব্বির হাসান

মো. সামিউম সিয়াম

মো.আশিকুর রহমান

মোছা. অনন্যা আজম অর্পি

মোছা. ইশমত জাহান সালমা

মোছা. ইশরাত জাহান লিয়া

মোছা. উম্মে সাদিয়া

মোছা. ফাওজিয়া ফারিহা সিলভি

মোছা. ফাতেমা আক্তার কেয়া

মো. সোহাইব রায়হান

মো: তাহসান হাবিব চৌধুরী দিগন্ত

আমাদের তারকারা

এসএসসি- ২০২৩ সালের জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা

মোছা. আফরা ইবনাতি অরনি

মোছা. আরিফা জান্নাত

মোছা. উম্মে কুলছুম আক্তার

মোছা. তাওহিদা আক্তার

মোছা. তাসনিম জান্নাত

মোছা. তাসমিরা আক্তার লিমা

মোছা. নাজমুন নাহার নিঝুম

মোছা. নাদিয়া সুলতানা নিপা

মোছা. নাফিজা আনজুম নুশরাত

মোছা. নুরে জান্নাত তাসনিম

মোছা. নুরে ফাতেমা রওজা

মোছা. মুশরাত জাহান মমি

মোছা. সুরাইয়া ইয়াসমিন

মোছা. রহিমা আক্তার বুশরা

মোছা. রিতু মনি

মোছা. রুবাইয়া জাহান মওশি

মোছা. শাফিয়া আক্তার

মোছা. মাহবুবা আক্তার মিথিলা

মোছা. সাদিয়া আফরোজ ইভা

মোছা. সানজিদা আক্তার লজ্জিতা

মোছা. সাবিয়া আক্তার সেতু

মোছা. সুমাইয়া আক্তার সুমা

রনা মিত্রা সরকার ভগশ্রী

আমাদের তারকারা

এসএসসি- ২০২৩ সালের বোর্ড বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা

মো. নাঈম হাসান

এস এম মোস্তাফিজুর রহমান

মো. শিবলী সাদিক

মো. জুবায়ের হাসান

মো. তাহসান আহমেদ স্বজয়

মো. মুশফিকুর রহমান

নাজমুস সাকিব তুলন

মো. মনির হোসেন

মো. শাহাদাত মন্ডল

কিরণ চন্দ্র অধিকারী

মো. নিয়ামুল হাসান নোমান

মোছা. তাসনিম জান্নাত

মো. মাহামুদুল হাসান

মো. ওয়াজেদুল হক চৌধুরী

সিনহা মাহমুদ বিজয়

আমাদের তারকারা

এইচএসসি- ২০২২ সালের জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা

মালিহা আরবী

মো. আরিফ হাসান

মো. আসাদুজ্জামান আপেল

মো. শাকিব হোসেন

মোছা. রোজ দানিয়া

সাদিয়া আক্তার

মো.মুজাদ্দিদ আল ফিসানী

মো.শহিদ হোসেন

মোছা. তায়িবা বিনতে তুবা

শ্রী সবুজ রবিদাস

মোছা. মরিয়ম আক্তার সীমা

আমাদের তারকারা
বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া শিক্ষার্থীবৃন্দ

মোছা. রোজ দানিয়া
ইংরেজি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সাদিয়া আক্তার
গণ যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রী সবুজ রবিদাস
ভূগোল বিভাগ
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

মো. আরিফ হাসান
রসায়ন বিভাগ
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

মো. মুজাদ্দিদ আল ফিসানী
ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্র সংসদ-২০২৩

মো. আব্দুস সাত্তার, অধ্যক্ষ
সভাপতি

ড. অনামিকা সাহা, উপাধ্যক্ষ
উপদেষ্টা

মো. গোলাম রসুল, প্রভাষক (গণিত)
কো-অর্ডিনেটর, কলেজ শাখা
উপদেষ্টা

মো. সাখাওয়াত হোসেন, সহ. শিক্ষক (গণিত)
কো-অর্ডিনেটর, স্কুল শাখা
উপদেষ্টা

তাহমিদ হাসান
সহ-সভাপতি
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: মানবিক

মো. মেহেদী হাসান তুষার
সাধারণ সম্পাদক
শ্রেণি: দশম, শাখা: ডালিয়া

এস. ডি. রুপা রানি
সহ-সাধারণ সম্পাদক
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: বিজ্ঞান

সজিবুর রহমান
ক্রীড়া সম্পাদক
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: বিজ্ঞান

খন্দকার আসিয়ানা নাজনীন দিবা
সহ-ক্রীড়া সম্পাদক
শ্রেণি: দশম, শাখা: ডালিয়া

নুসরাত জাহান ইভা
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: মানবিক

ভাবনা রায় লিমানা
সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক
শ্রেণি: দশম, শাখা: ডালিয়া

কামরুল হাসান
লাইব্রেরি সম্পাদক
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: মানবিক

মো. মাহমুদুল হাসান অরণ্য
সহ-লাইব্রেরি সম্পাদক
শ্রেণি: দশম, শাখা: ডালিয়া

তাওসিফ আহমেদ
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: বিজ্ঞান

মো. জিয়াউর রহমান জিম
সহ-সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
শ্রেণি: দশম, শাখা: ডালিয়া

মো. হুমায়ূন কবির
প্রচার সম্পাদক
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: বিজ্ঞান

সামিউল সাদিয়া রিদি
সহ-প্রচার সম্পাদক
শ্রেণি: দশম, শাখা: ডালিয়া

মো. হোসাইন সাঈদ
সদস্য-১
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: বিজ্ঞান

ফাতেমা আক্তার
সদস্য-২
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: মানবিক

তাইয়িব পরশ
সদস্য-৩
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: মানবিক

মানতাসা রহমান
সদস্য-৪
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: মানবিক

মাহবুব রব্বানী মিজান
সদস্য-৫
শ্রেণি: নবম, শাখা: ডালিয়া

দিঘী সরকার
সদস্য-৬
শ্রেণি: নবম, শাখা: ডালিয়া

লুৎফর রহমান মাহদী
সদস্য-৭
শ্রেণি: নবম, শাখা: ডালিয়া

আমাদের স্বপ্ন-সারথি

শ্রেণিঃ প্লে

শ্রেণিঃ নার্সারি

শ্রেণিঃ প্রথম

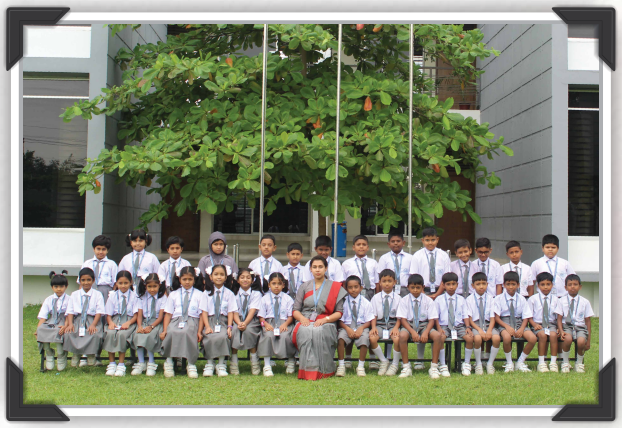

শ্রেণিঃ দ্বিতীয়

শ্রেণিঃ তৃতীয়

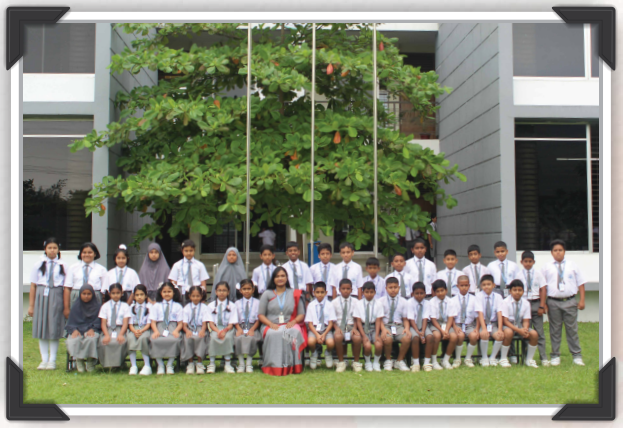

শ্রেণিঃ চতুর্থ

আমাদের স্বপ্ন-সারথি

শ্রেণিঃ পঞ্চম

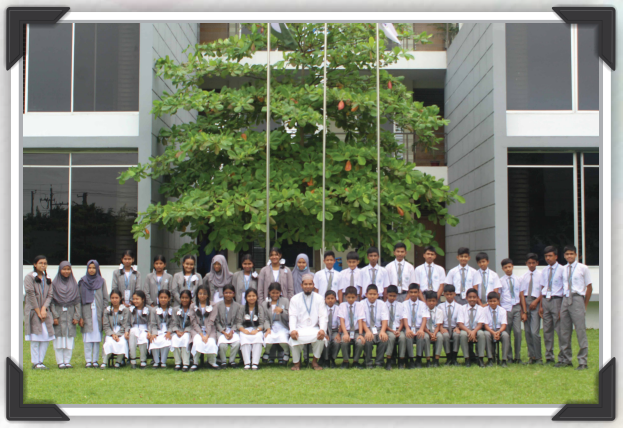

শ্রেণিঃ ষষ্ঠ, শাখাঃ ডালিয়া

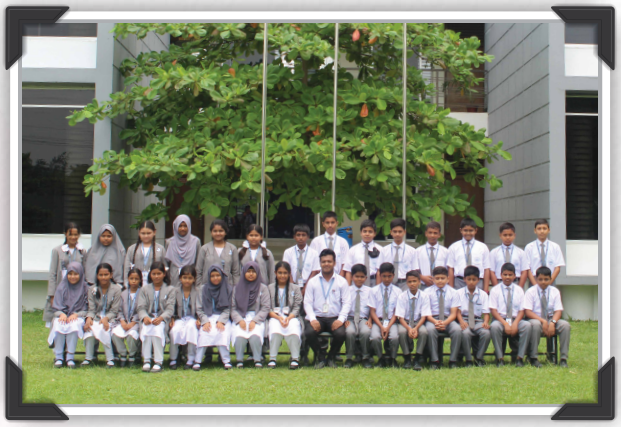

শ্রেণিঃ ষষ্ঠ, শাখাঃ ড্যাফোডিল

শ্রেণিঃ সপ্তম, শাখাঃ ডালিয়া

শ্রেণিঃ সপ্তম, শাখাঃ ড্যাফোডিল

শ্রেণিঃ অষ্টম, শাখাঃ ডালিয়া

আমাদের স্বপ্ন-সারথি

শ্রেণিঃ অষ্টম, শাখাঃ ড্যাফোডিল

শ্রেণিঃ নবম, শাখাঃ ডালিয়া

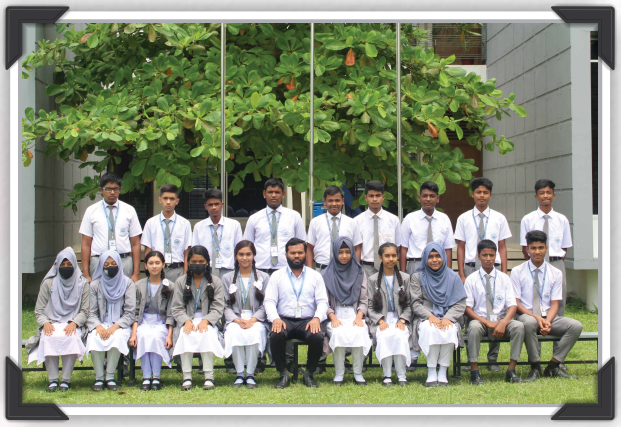

শ্রেণিঃ নবম, শাখাঃ ড্যাফোডিল

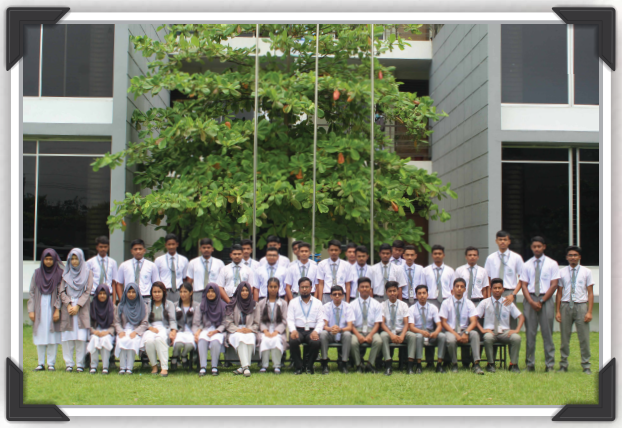

শ্রেণিঃ দশম, শাখাঃ ডালিয়া

আমাদের স্বপ্ন-সারথি

শ্রেণিঃ একাদশ, শাখাঃ বিজ্ঞান

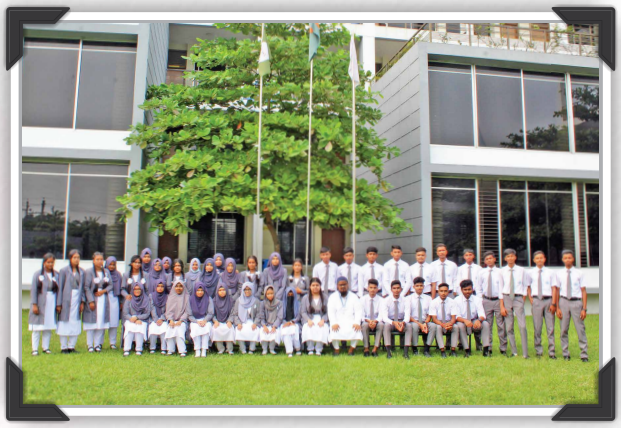

শ্রেণিঃ একাদশ, শাখাঃ মানবিক (এ)

শ্রেণিঃ একাদশ, শাখাঃ মানবিক (বি)

শ্রেণিঃ দ্বাদশ, শাখাঃ বিজ্ঞান

শ্রেণিঃ দ্বাদশ, শাখাঃ মানবিক

সৃজনের স্রোতে...

জান্নাতুল তাসনিম
শ্রেণি: প্রথম
রোল: ৩৮

শিক্ষক

শিক্ষক মানে-ই শিক্ষাগুরু
জ্ঞানের ছড়ায় আলো
সবার উপরে সম্মান তাহার
চায় যে সবার ভালো।
শিক্ষক হলো জাতির গর্ব
শিক্ষা দানে-ই ব্যস্ত
কিভাবে সে গড়বে মানুষ
সেই কাজেই ন্যস্ত।
শিক্ষক মানেই জ্ঞানের শ্লোগান
শিক্ষক মানেই প্রাণ
শিক্ষক মানেই নিঃস্বার্থ-বান
সারা পৃথিবীতেই প্রমাণ
শিক্ষক মানে-ই বিদ্যা-সাগর
কলমে দিয়েছে শান
তলোয়ারের চেয়ে কলম বড়
এটাই তার প্রমাণ।
শিক্ষক জাতির জনক
সবার কাছেই সম্মান
শিক্ষক মানেই আদর্শবান
শ্রদ্ধার শিরোনাম।

মোছা. সাবিহা তাব্বাসুম
শ্রেণি: দ্বিতীয়, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১৯

আমি হতে চাই

আমি হতে চাই সকাল বেলার পাখি
অলসতার কারণে আমি
ঘুম থেকে দেরিতে উঠি।
শিশির ভেজা সকাল বেলায়
ঘুমের তীব্রতা দেয় বাড়ায়
আমার অলস কাটবে কবে
আমার জানা নেই
হঠাৎ পাখির কিচিরমিচির শব্দে
আমার ঘুম নেই।

সুফিয়ান সাওরী তিহাম
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২৮

আমার শহর

আমার বাড়ি এই শহরে
আছে বাজার-হাট,
পাশে আছে ছোট নদী
নামটি তাহার ঘাঘট।
এই শহরে ছোট বড়
অনেক রঙ্গের বাড়ি,
গাইবান্ধার রসমঞ্জুরির খ্যাতি
আছে দেশ জুড়ি।
মাঠে মাঠে ভুট্টা, মরিচ
বুনছে কৃষক ভাই,
সবাই আছে মিলে মিশে
বলো আর কী চাই?

আবির হোসেন
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১২

বিজয় দিবস

সেই যে রাতে গেল খোকা
ফিরলো না আর ঘরে
দুঃখীনি মা আজো যে তার
জন্য কেঁদে কেঁদে মরে।
আর কেঁদো না ‘মাগো’ তুমি
মুছো চোখের পানি
রক্ত দিয়ে এনেছি আজ
দেশের ছবি খানি।
ডিসেম্বরের ষোলো তারিখ
আসবে খোকা ফিরে
রাঙ্গা হাসি ফুটবে তখন
তোমার ছোট্ট নীড়ে।

মোস্তারিন আক্তার লিসা
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২৪

বাবা মানে

বাবা মানে প্রথম প্রেম আমার ছেলেবেলা,
বাবা মানে সকাল বিকেল আমার সন্ধ্যে বেলা।
বাবা মানে খাতা কলম আমার পড়ালেখা,
বাবা মানে সেই খুঁটি আমার হাটতে শেখা।
বাবা মানে বট বৃক্ষ আশ্রয় ঠিকানা,
বাবা মানে সেই চোখ আমার ভবিষ্যৎ নিশানা।
বাবা মানে আসমান জমিন আমার পুরো ভুবন,
বাবা মানে জন্মদাতা তিনিই আমার জীবন।
বাবা মানে স্বাধীনতা আকাশ তারা রাশি,
বাবা মানে বিশালতা তোমায় ভালোবাসি ॥

মেধাশ্রী রায়
শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২৯

এই গরমে

হাত ঘামছে পা ঘামছে
ঘামছে মাথার চুল,
এই গরমে উঠলো নেয়ে
আমার কানের দুল।
আম পেঁকেছে, জাম পেঁকেচে
পেঁকেছে কাঁঠাল, লিচু,
এই গরম হতে মুক্তি দিতে
সৃষ্টিকর্তা করো কিছু।

তাহমিদা আক্তার (তুশমি)
শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১৫

আমাদের পড়াশোনা

আমাদের পড়াশোনা চলে বাঁকে বাঁকে
পরীক্ষার সময় তাই চাপ বেশি থাকে।
পার হয়ে যায় দিন পার হয় রাত
পরীক্ষার হলে তাই মাথায় দেই হাত।
সারা বছর দিলাম ফাঁকি এখনও পুরো সিলেবাস বাকি
পড়বো পড়া রাতারাতি রেজাল্ট হবে ফাটাফাটি।
এই আশায় আমি থাকি।

আফছানা আক্তার
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১০

সূর্য

তোমার জন্য সূর্য ওঠে
নতুন সকাল আসে দরজায়
তোমার জন্য দিনের শেষে
ক্লান্ত পাখি পথ হারায়।
তোমার জন্য বৃষ্টি পড়ে
সবুজ ছোয়া লাগে মনে,
তোমার জন্য ফাগুন আগুন
পাখির কূজন বনে বনে।

তাহসিন রহমান মৌরী
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০১

এসো হে বৈশাখ

এসো হে বৈশাখ
এসো হে বৈশাখ সকালবেলা,
তোমার সাথে করি খেলা সারাবেলা।
তুমি মোর আপন, তুমি মোর জীবন, তুমি মোর ভাবন।
বৈশাখ তুমি মোদের বছর শুরুর মাস
বৈশাখ তুমি মোদের জীবন শুরুর মাস।
বৈশাখ মানে প্রখর তাপ, ছেলেমেয়ে খেলার ঝাঁপ।
তপ্ত রোদে ঝড়ে আর ঝঞ্ঝায়
প্রাণ মোদের যায় যায়
তবুও এসো হে বৈশাখ এসো... এসো...।

শাহ্ আন্নুর
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৭৩

মা

মা আমার পৃথিবী,
মা আমার চলার গতি
মা মানেই কর্মের শক্তি
মা মানেই ভক্তি,
মা মানেই মুক্তি।
মা মানেই সৃষ্টিকর্তার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি,
মা আমার দু-চোখের দৃষ্টি।
মা মানেই শান্তির আশ্রয়,
মা মানেই ভালোবাসার নিখোঁজ প্রশ্রয়।
মা মানে অন্ধকারে আলো,
মা মানে সব কিছুই ভালো।
মা আমার স্বর্গ, মা আমার গর্ব।
মা আমার মুখে থাকা হাসি
আমি আমার মাকে অনেক ভালোবাসি।

জান্নাতুল নূর জেমি
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৫৭

করোনার শিক্ষা

করোনা ভাইরাস দেয় বুঝিয়ে এ বিশ্বের কেউ কারো নয়,
আপন জনও থাকে দূরে মনের ভেতর মৃত্যু ভয়।
করোনা বোঝায় মুক্ত লোকের বন্দী জীবন কেমন হয়,
জেলের পোশাক উঠলে দেহে অপরাধীর যেমন হয়।
করোনা শুধু শেখায় না ভয় শেখায় ভালোবাসাও,
কোয়ারেন্টাইনে খাদ্য দিয়ে বেঁচে থাকার আশাও।
করোনা থেকে মৃত্যু এবং মানবতার শিক্ষা পাই,
মানব সেবায় নিতে হবে মানবতার দীক্ষা তাই।

মাদ্রিছা আক্তার মুন

শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৭৪

চাঁদ ধরার সাধ

সকাল থেকে কাঁদছে দিপু ফুলে গেছে চোখ,
দিতে হবে চাঁদটা এনে যেমন করেই হোক।
চাঁদের আশায় খানা-পিনা সব দিয়েছে বাদ,
হঠাৎ করে জাগল মনে এমন আজব সাধ।
সবাই বলে ইমপসিবল হওয়ার মতো নয়,
সে সব শুনে কান্নাকাটি দ্বিগুন শুরু হয়।
অবশেষে দাদু বলেন পুকুর ঘাটে আয়,
দেখ চেয়ে ঐ পানির নিচে চাঁদটা দেখা যায়।
বড়শি দিয়ে মনের সুখে ধরতে পারিস চাঁদ,
বুদ্ধি শুনে হাসে দিপু জানায় ধন্যবাদ।

মোছা. ফারহানা রহমান (নুহা)

শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২৬

আমাদের দেশ

দেশ দেশ দেশ, দেশ মানে প্রাণ
দেশ ছাড়া আমাদের প্রাণ চলতে চায় না
দেশ হলো জননীর মতো।
দেশ আমাদের জননীর চেয়ে কত আদর করে।
দেশ আমাদের জীবন
দেশ ছাড়া জীবন যে আর বাঁচে না।
দেশ আমাদের চলার রাস্তা
দেশ আমাদের ভালোবাসা
আমরা আমাদের দেশকে অনেক ভালোবাসি।

শাম্মী আফরোজ

শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৩

প্রিয় বাবা

বাবার কাছেই হাঁটতে শিখি, শিখি চলা বলা,
সারাটা দিন কাটতো আমার জড়িয়ে তার গলা।
বাবার হাতেই হাতেখড়ি প্রথম পড়ালেখা,
বিশ্বটাকে প্রথম আমার বাবার চোখেই দেখা।
বাবা আমায় শিখিয়েছে সত্য কথা বলা,
বাবার কাছে শিখেছি আমি সৎপথে চলা।
বাবা আমার ভালোবাসা সকল সুখের আশা,
বাবা আমার ছোট্ট মনের গভীর ভালোবাসা।

মোছা. ইসরাত জাহান আইভি

শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২৭

শিক্ষা

শিক্ষা বাড়ায় জনশক্তি, শিক্ষাতে ভাই দেশের মান
শিক্ষা নিলে দূর হবে, দুঃখ কষ্ট অপমান।
ব্যবসাতে শিক্ষা লাগে, লাগে কৃষিতে
পরিবারকে গড়তে লাগে সকল সৃষ্টিতে।
তুমি আমি সাবাই মিলে শিক্ষা নিলে ভাই
দেশ ভক্তি উঠবে গড়ে তুলনা যার নাই।
দেশ গঠন সমাজ গঠন যতই বলি ভাই
শিক্ষা ছাড়া কোন কিছুর বাস্তবায়ন নাই।
শিশু পাঠাও স্কুলেতে আর তো দেরি নাই রে,
সোনার বাংলা গড়বো আমরা শিক্ষা দিয়ে ভাইরে।

জান্নাতুল ফিরদাউসি মাহী
শ্রেণিঃ ষষ্ঠ, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ৩১

কালো কালো মেঘগুলি

কালো কালো মেঘগুলি যেই ফিরে আসে,
খবর ছড়ায় তার ঠান্ডা বাতাসে।
আমরাও বুঝে যাই এইবার তবে,
ছিটে-ফোটা নয় ভারি বর্ষণ হবে।
শুধু কি আমরা বুঝি, গাছ-পালারাও সব বোঝে
বোঝে ঘাস, বৃক্ষ লতাও
আগাম খবর পেয়ে খুশি হয়ে বলে
ও বৃষ্টি এসো তাড়াতাড়ি,
আমাকে ভেজাতে তুমি কেন কর দেরি।
ভরা-ভরা, ঘড়া-ঘড়া জল ঢেলে দাও
ধুলো ধুয়ে ভালো করে স্নান করাও।
যারা করে চাষবাস তারাও সবাই
বলে যে ভেজাতে মাটি আরও জল চাই।
ঢেলা মাটি কাদা হোক, নইলে ফসল
কী করে অঢেল হবে আরও চাই জল।
সে তো ভালো কথা, তবে সকল সময়
অতি বর্ষণে জাগে মনে বন্যার ভয়।
আমরা মেঘের দিকে তাই রেখে চোখ,
বলি, যতটাই ভালো ততোটাই হোক।

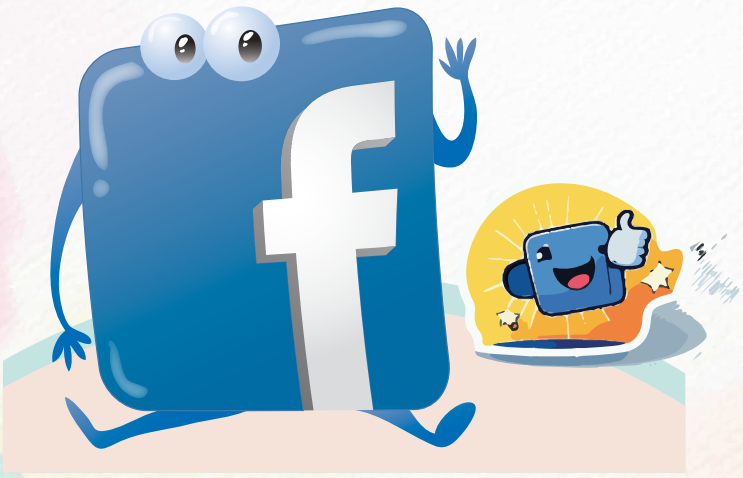

অপূর্ব
শ্রেণিঃ ষষ্ঠ, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ৩২

পানি

পানির অপর নাম জীবন
পানি না খাইলে হইবে মরণ।
পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ পানি
পানি সব মানুষের কাছে থাকা সোনার খনি।
পৃথিবীতে পানির জলধারার নেই শেষ
তৃষ্ণা পেলে পানি খেলে শক্তি পাওয়া যায় বেশ।
পানির উপকারিতা সবাই জানে
তাই সবাই খাবার সময় পানিকেই টানে।
পানি দিয়ে ক্লান্তি দূর করা যায় সব
মনে আসে প্রফুল্লতার ভাব।
তার পরও মানুষ অপচয় করে পানি
বোঝেনা পানি ছাড়া বাঁচতে পারবে না কোন দিনই।
তাই পানির অপচয় রোধ করবো
সুন্দর একটা পৃথিবী গড়বো।

মো. জাহিদ হাসান
শ্রেণিঃ সপ্তম, শাখাঃ ড্যাফোডিল
রোলঃ ৪৫

ফেসবুক

বিজ্ঞানীদের বিস্ময়কর আবিষ্কার ফেসবুক
পৃথিবীতে এনে দিল অনাবিল সুখ
সবাইকে জানতে হবে প্রযুক্তি
তাহলে জীবনে আসবে মুক্তি
সুখের সাগরে ভাসবে বুক
হায়রে ফেসবুক, হায়রে বুক।
কাউকে দেখি না আর পড়ার টেবিলে
সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে শুধু ডেটিং এ
বিশ্বকে চেনার জন্য চাই ফেসবুক
সুখ-দুঃখ যা-ই দাও ভালো লাগে খুব
মাঝে মাঝে মিথ্যা তথ্য দিয়ে কর তুমি ভুল
তবুও চাই আমরা ফেসবুক।

মো. শিরহান

শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১২

হিয়া মনি

হিয়া মনি এক বোন, খাবার খায় সারাক্ষণ
মাথায় তার কোকড়া চুল, পড়া-লেখায় নেই কোন ভুল।
সারাক্ষণ কুড়ায় সে রাস্তাঘাটের ফুল, তার বাগান ভরা কুল।
নয়ন দুটি তার টানা টানা, দেখে মনে হয় হরিণ ছানা
সে কানে পড়ে দুল, মাথায় ঝুমকো জবা ফুল।
পায়ে তার রুপার নুপুর বাজে তালে তালে
তার ঘরটি ভরা ধানে-চালে-চালে
তার বাড়ির পাশে ছোট্ট ডোবায় কৈ খল-খল করে
সে বাস করে নদীটির ঐ পারে
যেথায় নৌকা বাঁধা সারে সারে
সেথায় হিয়া মনির হাঁস বড় বড় ডিম ও পারে
সকাল হতেই হিয়া মনি ডিম কুড়িয়ে বেড়ায়
সেই ডিম বিক্রি করে সে তার সংসারও চালায়।

রিফাত শেখ

শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৪৮

সকাল

প্রতিদিন উঠি আমি ঘুম হতে,
হেঁটে চলি প্রতিদিন নদীপথে
অপরূপ সৌন্দর্য চিরতরে,
মনে হয় জন্মিলাম আমি নতুন করে।
পাখিরা জেগে করে কিচির-মিচির,
ঘাসে পড়ে থাকে বিন্দু বিন্দু শিশির।
উত্তরে হিমেল হাওয়া বয়ে যায়,
পাখিরা খাদ্য খুঁজতে উড়ে যায়
কালো মেঘলা আকাশ করে ঝলমল,
সূর্যের আলোয় যেন তা করে রং বদল।

মো. ইউসুফ সরকার

শ্রেণি: অষ্টম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১৮

পূর্বসূরি

লাঙল হারিয়ে গেছে কবে কার কথা।
তার কথা কেউ আর ভুলেও বলে না
অথচ- সেদিন তার অনেক সুনাম
ছিল এদেশের গ্রামে, এখন ট্রাক্টর মাঠ চাষে।
তার ফলে লাঙলের কথা আমাদের কৃষকেরা
আজ মনেও করে না।
অথচ তাদের ঘাম- লাঙলের বাঁট লেগে
অনেক বেদনা ছড়িয়েছে মাঠে
তবু মাঠজুড়ে ধান রাশি রাশি
পাশেই কোথাও ঘাসে কয়েকটি গরু
লাঙলের বিলুপ্তিতে গরু গুলো অনেক খুশি।

খাদিজা তুর তাহেরা

শ্রেণি: একাদশ (মানবিক), শাখা:
রোল: ৮০

বিবেকের বাণী

সিদ্ধান্ত নেওয়া কত কঠিন,
যা পারিনি আমি নিতে কোনোদিন
সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে ভাবি কত কথা,
ভেবে ভেবেই কেটে যায় সকাল সন্ধ্যা।
কি করতে কি করব বুঝি না,
কোনটা ছেড়ে কোনটা নিব তাও জানি না।
হয় যদি এমন অবস্থা কখনো,
ছুটে যাই মায়ের কাছে এখনো।
মাকে জিজ্ঞেস করি, কি করব ?
মা বলে বিবেকের বানী শুনো।
মায়ের কথা শুনে আমি সেই পথেই চলি,
তারপর একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি।

সাবিহা সরকার

শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৫

বঞ্চিত মানুষ

পৃথিবীতে মানুষ আছে হয়তো কোটি কোটি,
নিজের প্রয়োজনে শুধু টাকাওয়ালার পিছু ছুটি।
বলি না তো বঞ্চিত মানুষের হাত দুটি ধরে,
তোমরাও তো বাঁচতে পার আমাদের মতো করে।
চলার পথে বা চোখেও যে তাকায় না ওদের দিকে
কত স্বপ্ন কত যে আশা বাসা বাঁধে ওদের চোখে।
আমরা যদি পারতাম দিতে ওদের একটু আশ্বাস,
তাহলে ওদের ফেলতে হতো না কষ্টের দীর্ঘশ্বাস।
আমরা যদি তাদের প্রতি হই একটু খানি সদয়,
তবেই হয়তো দেখতে পাবে নতুন সূর্য উদয়।
আমাদের মতো তারাও মানুষ কেন বঞ্চিত হবে,
এই কি জ্ঞানী, এই কি গুণী হলাম আমরা তবে।
কে দাঁড়াবে তাদের পাশে, কে যে নেবে দায়,
সুখে দুঃখে তাদের জন্য আমরাই তো সহায়।

আফরিন আক্তার অরণ্য

শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৮

অনুরোধ

তুমি জন্মেছো যে মায়ের কোলে
তাকে কখনো বৃদ্ধ বলো না।
কালো সে তো সৃষ্টির আলো,
তাকে তুমি কুৎসিত বলো না।
তুমি জন্মেছো মৃত্যুর জন্য
সে কথা অস্বীকার করো না।
যে শিশু তুমি জন্ম দিয়েছো
তাকে অতি মায়ার জালে বেঁধে রেখ না।
আলোকিত ঝলমলে সকাল পেয়ে
মিষ্টি মধুর রাতকে ভুলে যেও না।

সৌরভী ইসলাম রিমা

শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০১

কী পড়বো?

যদি পড়ি বাংলা হয়ে যাই হ্যাংলা
যদি পড়ি অঙ্ক মাথায় আসে আতঙ্ক
যদি পড়ি বিজ্ঞান হয়ে যাই অজ্ঞান
পড়তে গেলে পদার্থ বাবা বলে অপদার্থ
যদি পড়ি ইতিহাস হয়ে যাই পাতিহাস
যদি পড়ি ভূগোল হয়ে যাই পাগল
যদি পড়ি সমাজ আদায় করি নামাজ
পড়বো এখন কোনটা সেটাই ভাবে মনটা।

অর্পন কুমার বর্মণ

শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৪৬

গরমের তাপ

গরমের অসহ্য তাপদাহে সবাই মরে জ্বলে পুড়ে
একাই বাঁচতে হলে ফ্যানের বাতাস লাগে।
শীতের প্রচণ্ড ঠান্ডা আর গ্রীষ্মের অসহ্য গরম
এ নিয়ে গঠিত পৃথিবীর মানুষের জীবন।
বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস মিলে হয় গ্রীষ্ম
এ মাসেই অনুভূত হয় নাতিশীতষ্ণ।
অসহ্য গরমে যদি হয় বিদ্যুৎ বিভ্রাট
শরীর ঠান্ডা করতে নাকি যেতে হবে নদীর ঘাট।
দিদি বলে “নাই” “নাই” মা বলে “গেল” “গেল”
গরমের কারণে সব লাগে এলোমেলো।

আফছানা মিমি (আভা)
শ্রেণিঃ সপ্তম, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ০৩

সুখের খোঁজে

সত্যিকারের সুখের দেখা চাও যদি ভাই পেতে
রঙের জীবন ছেড়ে তোমায় আসতে হবে পথে।
ঐ যে দেখ সবুজ ধানের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে
এঁকে বেঁকে ছোট্ট একটা নদী গেছে বয়ে।
তীর দিয়ে তার হেঁটে হেঁটে গভীর মাঠে যাও
মধ্য মাঠে দাঁড়িয়ে এবার চতুর্দিকে চাও।
দেখবে সেথা তুমি ছাড়া নেইকো যে আর কেউ
দমকা হাওয়ায় ধানের ক্ষেতে উঠছে শুধু ঢেউ।
দু'চোখ বুঝে হাওয়ায় এবার মেলে ধরে বুক
এবার বলো পাইছো কি না সত্যিকারের সুখ!

ঐ যে দেখ বৃদ্ধ চাচা পাকা পথের মোড়ে
রিক্সা নিয়ে দাড়িয়ে আছে কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে,
যাও গিয়ে ওই বৃদ্ধ চাচার রিক্সায় উঠে যাও
তারে নিয়ে যাও তুমি আজ যেথায় যেতে চাও।
যাত্রা শেষে দেখ এবার রিক্সা থেকে নেমে
বৃদ্ধ চাচার ক্লান্ত শরীর কেমনে গেছে ঘেমে।
ক্লান্ত হয়ে কাঁপছে দেখ রিক্সা চালক চাচা
ভাড়া ছাড়াও দাও তাহারে বাড়তি কিছু টাকা।
লক্ষ করে দেখ চাচার কাঁপন গেছে থেমে
বক্ষে চেপে ধরেছে তোমায় রিক্সা থেকে নেমে
যেই মুখে তার জড়িয়ে ছিল ক্লান্তি রাশি রাশি
সেই মুখেতেই ভরে উঠেছে মিষ্টি মধুর হাসি।
পরাণ ভরে দেখ তুমি চাচার হাসি মুখ
এবার বল পেয়েছো কিনা সেবার মহা সুখ!

আরাফাত হাসান নাফিস
শ্রেণিঃ সপ্তম, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ৩০

বন্ধু

বন্ধু আমার অনেক দামি
সবচেয়ে সেরা বন্ধু তুমি।
বন্ধু আমার কষ্ট বোঝে
বন্ধু শুধু আমায় খোঁজে।
বন্ধু তুমি থাকলে পাশে
কাঁদে না মন শুধুই হাসে।
বন্ধু আমার হাসি মুখে
যেন সারা জীবন বেঁচে থাকে।
থাকব মোরা মিলেমিশে
হাসি কান্না যাই-বা আসে।

শ্রাবনী রানী
শ্রেণিঃ ষষ্ঠ, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ২৩

মা

মা হলো সেই জন,
যে জন দশ মাস দশ দিন গর্ভে করেছে ধারণ।
জন্মের পর আমাকে করেছে লালন-পালন।
জন্মের পর থেকে আমি শুধু তোমায় চিনি,
তুমি আমার মা, তুমি আমার ভাবনা।
তুমি যে আমার সবকিছু।

আমি বড় হব, মানুষ হব, দেখবে সেদিন তুমি,
করবে তুমি আমায় নিয়ে গর্ব সবার বাড়ি।

মা... মা... মা...
এ জগতে যে তোমার কোনই তুলনা হয় না
তুমি যে অতুলনীয় মা...।
আমি তোমায় অনেক ভালোবাসি মা।

মো. রিফাত হাসান রিয়াদ
শ্রেণিঃ নবম, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ৩৪

ধর্ম ব্যবসা

যুগ যুগ জানিয়া আসিয়া জীবন মোহমায়া
একমাত্র ধর্ম হইল জীবনের ছায়া
লোকে প্রভুরে ডাকে হে খোদা হে ঈশ্বর
মোর জীবনখানি এমন সুন্দর করিয়া
ভরিয়া দাও, মোরে অভাবমুক্ত করিয়া দাও।
কিন্তু খোদা কিংবা ঈশ্বরে রহিয়াছে দাবি
তাহার দরবারে যাইয়া করিতে হইবে গোলামি।
এরই সুযোগ পেয়েছে যত ধর্ম ব্যবসায়ী
মসজিদে রহিয়াছে মোল্লা, মন্দিরে পূজারি।
মসজিদে সবে যাহি নামাজ পড়ি যবে
মোল্লা ডাকিয়া কহে দান কর আল্লাহর ঘরে।
মন্দিরে পূজার সময় এলো হয়ে
পূজারি সকলে ডাকিয়া কহে
মহোদয় বৃদ্ধ ও ব্যক্তিবর্গ সুনামি
পূজা সারিয়া বাক্সে দিবেন হাজার টাকা প্রণামি।
শীতল হইয়া বক্ষ, মেলিয়া দেখি দু'চক্ষ, ভাবি ক্ষীণ
যাহার সহিত চাহি মোরা নিখিল ভুবনের দাবি
সেই প্রভু মোর এতটাই হইলো অভাবি।
ধর্ম গ্রন্থ কহে প্রভু অর্থ নাহি চাহে
তবে মোল্লা পূজারি ঘরের হইয়া কেন অর্থ লহে।
মানিতেছি তাহাদের প্রয়োজন হইলো অর্থ
তাহা বলিয়া কি তাহারা বেচিয়া খাইবে ধর্ম?
যাহারা ধর্ম দিয়া অর্থ কামিয়া লহে
তাহাদের পর জীবন যাইবে অগ্নিদহে
এ উক্তি মনুষ্যকে ধর্মগ্রন্থ কহে।

মো. সোহানুর রহমান
শ্রেণিঃ নবম, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ৩৯

মধ্যবিত্ত

আমি মধ্যবিত্ত তাই তো আমি জানি,
জীবনের কঠিন মুহূর্ত।
আমি জানি না কোন
উচ্চবিত্ত পরিবারের বেড়ে ওঠা কেউ, জানে কী?
মধ্যবিত্তের বেড়ে ওঠা।

তবে আমি জানি গো,
পৃথিবীর বেশিরভাগ সফলতা এসেছে
মধ্যবিত্তের দ্বারা।

সমাজের আসল চিত্র বুঝতে হলে হতে হয় মধ্যবিত্ত
তাই তো আমি বেজায় খুশি হয়ে মধ্যবিত্ত।
মধ্যবিত্ত তারাই যারা দামাদামি করে সামান্য শাক কিনতে গিয়ে,
তাইতো আমি বলি, মধ্যবিত্ত ইমোশনের নাম
হয়তো তোমরা (উচ্চবিত্ত) বুঝবে না।

মধ্যবিত্ত বলে,
নিজের স্বপ্নের কথা বলতে পারি না'কো খুলে
পরিহাসের পাত্র হওয়ার কথা মনে করে।
তবে আজ চিৎকার করে বলি
আমিই মধ্যবিত্ত।

মো. আলিফ
শ্রেণিঃ দ্বাদশ (বিজ্ঞান)
রোলঃ ৬০

মহান

আল্লাহ তুমি বড়ই মহান আমরা সৃষ্টির সেরা জীব
বৈচিত্র্য জগতে আমরা সবাই তোমার কাছে খুবই গরীব।
আদম থেকে আজ অবধী যাকে যখন করেছ সৃষ্টি
পড়া লেখায় বিশ্বের সবাই মত্ত, দাও প্রভু মোর প্রতি তোমার নেক দৃষ্টি।
আমরা সবাই ছাত্র-ছাত্রী এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজে পড়ি,
শিক্ষা অর্জন করে আমরা যেন দেশের জন্য জীবন দিতে পারি।
এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ আমাদের গর্বিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
লিটন সাহেবের অক্লান্ত প্ররিশ্রমে আল্লাহ পাকের অশেষ অবদান।
আল্লাহ তুমি দয়া করো এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজের জন্য
জীবন দিয়ে করবো সেবা সু-শিক্ষাই জাতীর মেরুদণ্ড।

এস. ডি. রুপা রানি
শ্রেণিঃ দ্বাদশ (বিজ্ঞান)
রোলঃ ৩৯

পড়ালেখা

দায়িত্ব ভাই অনেক বড় দিয়েছো আমায় তুমি
সে জন্য তোমায় কিন্তু ভালোবাসি আমি।
দেহের ভিতর সবার মাঝে আছে সবার জীবন
থাকবো না ভাই এই দুনিয়ায় বাঁচবো কিছুক্ষণ।
পড়ার টেবিলে মন বসে না সবাই আমরা ছাত্র
অল্প বয়সে প্রেম করে তাই দু'দিন পরে হই পাত্র।
আমিও কিন্তু তোমাদের মতো এমনটাই ছিলাম
দুঃখ কষ্ট লেগেই আছে সব শেষে কি পেলাম।
তাই বলছি শোন সবাই আর করো না ভুল,
স্কুল ফাঁকি দিচ্ছো কেন পড়ালেখাই সব কিছুর মূল।
প্রাচীর টপকে কেন বাবা স্কুল ফাঁকি দাও
পরিশেষে কাঁদবে তুমি করবে হাউ মাউ।

মো. হুমায়ূন কবির
শ্রেণিঃ একাদশ (বিজ্ঞান)
রোলঃ ৩৭

তোমায় নিয়ে লিখছি রোজ

তোমায় নিয়ে লিখছি রোজ...
তবে উত্তর আজও নিখোঁজ...।
পৌষের শেষে মাঘে, কিংবা
বর্ষা বাদল শ্রাবণে
তবে বসন্তে একটু বেশি লিখি রোজ
কিন্তু তোমার কোন উত্তরের নেই খোঁজ....।

এক শীতের রাতে পাশে কেমিস্ট্রির বই খানা রেখে
তোমাকে নিয়ে অনেক বিক্রিয়া সাজালাম....
সবশেষে তুমি সোডিয়াম ক্লোরাইড হয়ে
খাবার লবণের নোনতা স্বাদ নিয়ে
আমার চোখের জলে মিশে গেলে
কিন্তু পরক্ষণেই পাইনি তোমার খোঁজ।

তবে কি তুমি নিজেই নিখোঁজ.....?

কবিতা তোমায় নিয়ে এখনো লিখছি রোজ
উত্তরের অপেক্ষায় বসে থাকি আমি
দিবা নিশি ভাবি তোমায় তবুও পাই না তোমার খোঁজ।

মাধুর্য রুপা
শ্রেণিঃ দ্বাদশ, শাখাঃ
রোলঃ ১৮

অন্তহীনা

অন্তহীনা
তার রুপ বৈকি ছিল তুখোড় সৌন্দর্যে অনাবৃত।
তার গায়ের রং ছিল রঙ্গিন সজীব সবুজ।
তাতে আবার হালকা লালচে বর্ণের ছোঁয়া।
সূর্যের কিরণে যেন সে ঝলমলিয়ে উঠে।
যেন প্রকৃতি তার সৌন্দর্যকে আরো প্রসংশিত করে।
যার ডালে-আবডালে জন্মে প্রেম, ভালোবাসা।
যে খুব যত্নে তার অঙ্গে ফুটায় কলি।
যে কলি ফুল হয়ে সুবাস ছড়ায় তার মাধুর্যের।
সে তো ছিল মনোহারিণী।
তার সৌন্দর্যের যশ ছিল প্রবল আবেগী।
সে শুধু নিজেতেই অনন্য নয় বরং ভিন্নতেও ছিল অন্যতম।
অন্তহীনা।
সে তো ছিল এক গোলাপ গাছ।
তার অন্তহীন রুপের ব্যাখ্যায় প্রেমিক দিয়েছে যার নাম।
অন্তহীনা আর নেই।
তার অগাধ প্রেমে পড়ে একবার তার রূপের ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম বটে।
তবে প্রকৃত প্রেমিক হতে পারিনি।
প্রেমে আমি পড়লেও উপহার ছিল সে অন্য কারোর।
তার কাঁধে দিয়েছিলাম এক অসীম দায়িত্বভার।
তার অঙ্গে ফুটানো প্রতিটা কলি হতে গোলাপের ঘ্রাণে,
আমার প্রিয়কে সুরভিত করা ছিল যার কাজ।
আমাকে দিয়েছিল সে দু'টি গোলাপ ভালোবেসে, বাকি চারটি ছিল কলি।
অবহেলা আর অনাদরে শুকিয়ে গেল সে কলি,
মুড়ে গেল ফুল।
আজ তার অঙ্গ শুকিয়েছে, ঝড়ে গেছে সব পাতা ।
তার গায়ের রসে আর নেই কোনো সজীবতা।
রূপের মাধুর্য খোয়া গেছে তার জীর্ণশীর্ণ কাহিল ডালে....
মনোহারিণীর মনোহারিত্ব রয়ে গেছে বাকি হয়তো, তবে করুণ বড়!
এখন বোধ হয়েছে অবশেষে
আমার দায়িত্বের বোঝা তলে এমন হাল হয়েছে তার।

মো. মাহবুব রব্বানী মিজান
শ্রেণি: নবম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০২

শীত

হেমন্তকে পেছনে ফেলে
শীত এসেছে সেজে
চারদিক তাই যায় না দেখা
ঘন কুয়াশার ভিরে

ধনীরা সব থাকে ঘরে
আরাম আয়েশ করে
গরীবরা হায় শীতের মাঝে
কাজ করে তাই মরে।

সকালে উঠে মিষ্টি রোজ
পোহায় বৃদ্ধরা
গল্প-গুজব বসে শোনে
ছোট আর যুবক ছেলেরা।

সরিষা ফুলের গন্ধে গন্ধে
মৌমাছিরা মাতে
ফুল থেকে তাই মধু নিয়ে
ঘরে তারা ফেরে।

অতিথি পাখি এলো দেশে
মুগ্ধ করল মন
আনন্দে তারা উড়ে বেড়ায়
পুরো শীতের ক্ষণ।

শহর থেকে গ্রামে এলো
রিনা কৃষাণীর ছেলে
আনন্দে তাই মেতে গেছে
মিঠাপুলির ধুমে।

রেজওয়ানা তাসনিম
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২৮

হৃদয় যদি বলে

আমি হৃদয় দিয়ে যা দেখি
ছন্দে অছন্দে তাই লেখি,
আমি অনুভবে যা ভাবি
মিলে অমিলে তাই লেখি।
আমি চলতে ফিরতে যা পাই
সুরে অসুরে তারে গেয়ে যাই,
আমি লেখি
মন যে ভাবে চায় আমার
বুঝতে চাই না অত
কবিতার গ্রামার।
তাইতো যা লেখি
অতি তুচ্ছ, নগণ্য মনে হয়,
কবিতা বলতেও হয় ভয়।

আফিফা নুবনাত তূবা
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: মানবিক
রোল: ৪২

ম্যাগাজিনের কাব্য

হঠাৎ দেখি পড়ে গেছে ম্যাগাজিনের ধুম
কি যে লিখব ভাবছি বসে
নাইকো চোখে ঘুম।

সকাল বেলা শুরু হয়
স্কুলে যাবার পাল্লা,
দু'টোর পর সবার পেটে
লেগে ক্ষুধার জ্বালা।

সন্ধ্যে হলে পড়তে হবে
নইকো কোন ভুল,
কখন লিখি কি যে লিখি
ভেবে না পাই কূল।

ভাবতে ভাবতে চোখের পাতায়
নেমে আসে ঘুম,
ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখি
কাব্য লেখার ধুম।

সকাল বেলা ওঠে দেখি
সময় যে আর নেই,
ম্যাগাজিনের কাব্য লেখা
শেষ হলো না তাই।

কে এম রায়হানুল ইসলাম
প্রভাষক
(রসায়ন)

পলাশ চন্দ্র মোদক
সহকারী শিক্ষক
(সংগীত)

উপহার বিনিময়

প্রণয় আনতে বিজন প্রান্তে
ধুধুময় সে মাঠে
ময়ূর নৃত্যে করুণ চিত্তে
পুষ্প আনিল গাঁটে।
হৃদয় ফুড়িয়া বাঁধন ছিঁড়িয়া
চাহে প্রতিদান দিতে।
কিন্তু কি দিব, কি দান দানিব
লাগিবে তোমার হিতে ?
নাহি কিছু তত দেওয়ার মতো
আছে শুধু মুখের ভাষা
প্রকাশিত আজ সংকোচ ত্যাজি
হৃদয়ের ভালোবাসা।
পাথরের পরে বিনা শিকড়ে
উঠায়াছি তালগাছ
কি গান গাহিয়া লতাইয়া লতাইয়া
দেখাইব কোন নাচ?
ধরিব যে পিছু পাই নাই কিছু
আকাশে তুলিব শির
করেছে সাক্ষাৎ প্রচন্ড আঘাত
শিলাবৃষ্টির তীর।
আমার বলা হলো তুমি এবে বলো
আহা সখী কি চাও?
নাহি কিছু তবে নিঃস্ব হে যবে
ভালোবাসা নিয়ে যাও।

(সংগৃহীত)

দেবাশীষ রায়
সহকারী শিক্ষক
(বাংলা)

দুঃখী

সুখের নীড়টা আজ
ভেঙ্গে গেছে হায়,
যন্ত্রণায় দিনগুলো আজ
আমার কেঁটে যায়।
কষ্টগুলো ঘিরে ধরে
আমার চারিপাশ,
পরিয়ে দেয় মনে আমার
হতাশার গ্রাস।
বিনা দোষে, দোষী আমি
শাস্তি কেন পাই,
এ জগতে বোঝার মতো
আমার কি কেউ নাই ?
দুঃখী আমি বড় দুঃখী
কেউ তো জানে না,
আমার মতো দুঃখী প্রভু
কাউকে করো না।

"আমার প্রত্যাশা-আমার পণ"

ভালো মানুষ হবো, আমি ভালো মানুষ হবো
যখন পিতা-মাতার স্নেহ তলে সদা-সর্বদা রবো।
বড়দের সম্মান করবো আর ছোটদের স্নেহ
নিজের আচরনে যেন কষ্ট পায় না কেহ।
পড়াশুনায় মনটি দিয়ে হবো ভালো মানুষ
বিবেক-বুদ্ধি আর আত্মসংযমে থাকে যেন হুশ।
দেশটাকে ভালো বাসবো আমি,মায়ের মতন করে
সবার ঐক্য প্রচেষ্টায় দেশটি যাবো গড়ে।
সোনার বাংলা সোনার দেশ গোলা ভরা ধান
সবার মুখে হাসি ফুটবে, গান আর গান।
এই দিনটার স্বপ্ন দেখি ভীষণ রকম
এই আমার প্রত্যাশা, এই আমার পণ ॥

আহনাফ আদিল
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০২

আলি এবং ষাঁড়

এক গ্রামে ছিল এক কৃষক। কৃষকের ছিল একটি ষাঁড়। কৃষকের একমাত্র ছেলে আলি ষাঁড়টিকে দেখাশুনা করতো। কিন্তু তাহলে কি হবে ষাঁড়টি আলিকে মোটেই পছন্দ করতো না। সে প্রায়ই আলিকে শিং দিয়ে গুতো মারতো বা পা দিয়ে লাথি দিতো। কখনো বা দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে চাইতো।

একবার ঘটলো এক ভয়ঙ্কর কিন্তু মজার ঘটনা। ঘাস খাওয়ানোর জন্য আলি ষাঁড়টিকে মাঠে খুঁটি দিয়ে বেঁধে রেখে এসেছিল। এমন সময় ঈশান কোণে ঘন কালো মেঘে ঢেকে যায়। আকাশে ক্রমাগত বিজলি চমকাতে লাগলো। সেই সাথে মেঘের গর্জন। ষাঁড়টি ভয় পেয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করলো। কিন্তু কোনভাবেই দঁড়ি ছিঁড়তে পারলো না। এমন সময় আলি দৌড়ে গিয়ে ষাঁড়টিকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে এলো।

এরপর ষাঁড়টি তার ভুল বুঝতে পারলো। সে আলির সাথে তার বৈরি আচরণ ত্যাগ করলো। এখন ষাঁড়টি আর আলির সাথে খারাপ আচরণ করে না। সত্যি বলতে ষাঁড়টি আলির বন্ধু হয়ে গেল।

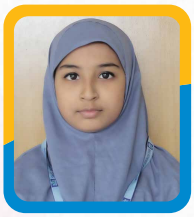

আতকিয়া বাশিরাহ্ আতফা
শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২০

সিংহ ও খরগোশ

এক বনে এক সিংহ ছিলো। সেই সিংহের বয়স হয়েছিল। সে আর শিকার করতে পারে না। সে বনের সব পশুকে একটি করে নম্বর দিল। যার নম্বর যে দিন সে সেই দিনেই সিংহের কাছে আসতো যাতে সিংহ তাকে খেতে পারে। এই রকম করতে করতে বনের অনেক প্রাণী মারা গেল। একদিন পালা এলো ছোট্ট খরগোশের মায়ের। মা খরগোশ তার ছেলেকে বললো "বাবা আমি তো সিংহের কাছে যাচ্ছি ওর খাবার হয়ে। তুই সাবধানে থাকিস। কোন দুষ্টুমি করিস না।" এই কথাগুলো মা খরগোশ কাঁদতে কাঁদতে বললো। ছোট্ট খরগোশ বললো, "মা তুমি কোন চিন্তা করিও না। আমি এক ছোট্ট খরগোশ সবই বুদ্ধির খেল।" এই কথা বলে খরগোশ তার মায়ের পরিবর্তে সিংহের কাছে চলে গেল। তার যাবার পথে শিয়ালের সাথে দেখা হলো। শিয়াল বললো, "এই ছোট্ট খরগোশ কোথায় যাও?" খরগোশ বললো, "সিংহের কাছে।" খরগোশ আবার বললো "আমি ছোট্ট খরগোশ সবই বুদ্ধির খেল।" খরগোশ আবারো বললো, "ঠিক দুপুরে পুকুরের ধারে চলে এসো। আসিও কিন্তু।" এই কথা বলে খরগোশ রওনা হলো। খরগোশের সাথে আবার দেখা হলো বানোরের। বানোরও একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো। খরগোশ ঠিক একই উত্তর দিল। খরগোশ শিয়ালকে যেখানে দেখা করতে বলেছে। সে একই রকম ভাবে তাকেও সেখানে আসতে বললো। খরগোশের সাথে আরো অনেকের দেখা হলো। সে সেই একই উত্তর দিয়েছে এবং একই স্থানে যেতে বলেছে। তারপর খরগোশ সিংহের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। সিংহ তো রেগে বসে আছে। সে খরগোশকে বললো "এই ছোট খরগোশ তোমার মা কই? তাকেতো দেখতে পাচ্ছি না। সে কোথায়?" খরগোশ বললো- "মহারাজ আমি আমার মায়ের পরিবর্তে এসেছি।" সিংহ বললো- "এতো দেরিতে এসেছো কেন?" "মহারাজ আমি অনেক কষ্টে বেঁচে এসেছি? খরগোশ আরও বললো- "মহারাজ আমাকে পুকুরের কাছে আরও একটি সিংহ বলল- এই খরগোশ এখানে এসো আমি তোমাকে খাবো।" এই কথা শুনে সিংহ আরো রেগে গেলো। সিংহকে এইভাবে খরগোশ বোকা বানালো। সিংহ বললো চলো খরগোশ আমিও তোমার সাথে যাবো। সিংহ ও খরগোশ পুকুরের ধারে গেল। সেখানের পানিতে সিংহ নিজের প্রতিবিম্বকে আরো একটি সিংহ মনে করেছিল। তারপর সিংহ জোরে গর্জন করে ওঠে এবং সে পানেতে ঝাপ দেয়। কিন্তু সিংহ তো আর সাঁতার পারে না। তাই সে সবার কাছ থেকে সাহায্য চায়। কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করে না। তখন আড়াল থেকে সব প্রাণীরা বেড়িয়ে আসে। তখন খরগোশ বলে "কি হলো সিংহ মশাই কি খবর? ডুবতে কী ভালো লাগছে?" তারপর সিংহ ডুবে যায়। এইভাবে খারাপ সিংহ মারা যায় ও বনের সব প্রাণী সুখে-শান্তিতে বাস করে। আর আমাদের ছোট্ট খরগোশ শান্তিতে নিজের মায়ের সাথে বাস করে।

জয়িতা বর্মণ
শ্রেণিঃ চতুর্থ, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ০৫

শিয়াল ও বুড়ির গল্প

একটি বিশাল বন। বনের পশ্চিম পার্শ্বে একটা ছোট মাটির ঘর। সে ঘরে দীর্ঘ কয়েক যুগ থেকে এক বুড়ি বাস করতো। তার ঘরের গা ঘেঁসে একটা বড় শিমুল গাছ ছিল। সেই গাছের গর্তে একটি মস্তবড় খেঁকশিয়াল বাস করতো। একদিন বুড়ি বলতে লাগলো প্রতি রাতেই শিয়ালের অত্যাচার। কি যে করি? ভেবেই পাই না। শিয়াল কোথাও চলেও যায় না আবার মরেও না শুধু রাত জেগে জেগে মুরগি ধরে আনে আর খায়। কার ঘরের মুরগি যে সাবার করছে কে জানে! শিয়াল সকাল সকাল ভুরিভোজ সেরে আরামে নাক ডাকতে ডাকতে ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ বুড়ির বকবকানিতে তার ঘুম ভেঙে যায়। জেগেই শিয়াল শুনতে পেল বুড়ি তাকে বকছে। শিয়াল বুড়ির উপর ভীষণ রেগে যায় এবং মনে মনে ভাবে 'বুড়ির মোরগ দু'টি খেয়ে বুড়িকে উচিৎ শিক্ষা দিতে হবে'।

পরদিন সকালে বুড়ি বললো 'আর পারি না বাপু! কি যে করি? আবার মোরগ দু'টো গেল কই? কোন সারা-শব্দ পাচ্ছি না কেন? মোরগ দু'টো না থাকলে যে আমি মহা বিপদে পড়বো। কারণ প্রতিদিন আমার ঘুম ভাঙ্গে মোরগের ডাকে। এতদিন মোরগ দু'টোকে চোখে চোখে রেখেছিলাম। আজ হঠাৎ তুলির বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। কতদিন পর মেয়েটাকে একনজর দেখলাম। নাতনি দু'টিকে আমার মনটা ভরে গেল। তবে মোরগ দু'টি এখনো কেন এলো না শিয়ালটা আবার খেয়ে ফেললো না তো? কথা শেষ হতে হতেই মোরগ দু'টি এসে হাজির।

শিয়াল মাদুর পেতে বসে বসে ভাবছিল কিভাবে মোরগ দু'টিকে খাওয়া যায়। শিয়াল মনে মনে বলল 'বুড়ি তুই যখন বিনা অপরাধে আমাকে বকেছিস এবার তোকে দেখাবো মজা উচিৎ শিক্ষা দিয়ে তবেই ছেড়ে দিব। বুড়ি বকবক করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল। সেদিন আবার বুড়ি মোরগের ঘরের দরজা লাগানোর কথা ভুলেই গিয়েছিল। শিয়াল সে রাতেই বুড়ির দু'টি মোরগ একে একে মজা করে খেয়ে ফেলল। প্রতিদিন মোরগের ডাকে বুড়ির ঘুম ভাঙ্গে। কিন্তু সেদিন মোরগও ডাকে না, বুড়ির ঘুম ও ভাঙ্গে না। বুড়ি হঠাৎ জাগার পর তাড়াতাড়ি মোরগের ঘরের দিকে যেতে লাগল। গিয়ে দেখে মোরগের ঘরের দরজা খোলা। মোরগ দু'টিও নেই। বুড়ি মনে মনে খুব কষ্ট পেল কারণ বিনা অপরাধে শিয়ালকে বকা দেওয়া ঠিক হয়নি। মোরগ দুটি ছোট থেকে রড় হলো কই শিয়াল তো কখনো তাদের খায়নি! তবে কি কাল রাতে শিয়ালকে বুড়ি বকা দিয়েছে বলে রেগে গিয়ে তার মোরগ দুটিকে খেয়ে ফেললো।
বুড়ি তার ভুল বুঝতে পারলো। তারপর শিয়ালের গর্তে সামনে গিয়ে বলে 'শিয়াল তুই কোথায় রে? বের হ তো গর্ত থেকে।'
শিয়াল বেড়িয়ে আসলো আর বলল 'কি হয়েছে রে বুড়ি?'
বুড়ি বলল 'তোকে না বুঝে বকা দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত।'
শিয়াল বললো 'ঠিক আছে বুড়ি। আমিও না বুঝে তোর মোরগ দুটিকে খেয়ে ফেলেছি। আমাকেও ক্ষমা করে দে।
বুড়ি বলল 'ক্ষমা করলাম, তবে আজ থেকে আমি শপথ করছি বিনা অপরাধে কাউকে কখনো বকা বা গালি দিব না।'

হাছনা মাহামুদ
শ্রেণিঃ চতুর্থ, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ০৮

আমার কক্সবাজার ভ্রমণ

আমি বাসে করে কক্সবাজারে গিয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে আমি সমুদ্র সৈকতে গিয়েছি। অনেক মজা করেছি। আমি ঝিনুকও কুড়িয়েছি। ফিস ওয়ার্ল্ডে গিয়েছি। অনেক ধরনের মাছও দেখেছি। ওখানে অনেক প্রকারের মাছ ছিল। আমি তারা মাছ এমনকি পিড়ানহা মাছ ও সার্ক দেখেছি। শুধু কুমির দেখিনি। সমুদ্র সৈকত অনেক বড় ও সুন্দর ছিল। আমরা অনেক মজা করেছি। আমরা গাড়িতে করে বান্দরবন গিয়েছি। ওখানে গিয়ে একজন চাকমার সাথে ছবি তুলেছি। ওর নাম ছিল "পূর্ণিমা"। ওর একটা চা এর দোকান ছিল। কিন্তু সময় না থাকার জন্য চা খেতে পারিনি। ওখানে গিয়ে আমরা অনেক মজা করেছি।

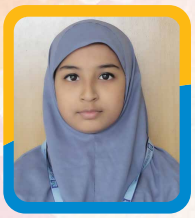

আতকিয়া বাশিরাহ্ আতফা
শ্রেণিঃ চতুর্থ, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ২০

ক্ষণিকের বন্ধুত্ব

আমি রাঙ্গামাটি গিয়েছিলাম। রাঙ্গামাটিতে আমি বাসে করে গিয়েছি। সেখানে আমার একজন মারমা বন্ধু হয়েছে। তার নাম ছিল পুনমাই। তার সাথে করে আমি আরো অনেক বন্ধুর সাথে পরিচিত হয়েছি। আমি মারমাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক থামি ও আঙ্গি পরেছি। আমি ও আমার মা, বাবা ও ভাইসহ পাহাড়ে উঠেছি। পাহাড়ে উঠে আমরা মেঘ দেখেছি। আমি ও আমার মারমা বন্ধু অনেক ধরনের খেলা খেলেছি। আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে তার মা, বাবা ও তার ছোট বোনকে দেখেছি। তার বোনের নাম ছিল মারিমাম। আমি ও আমার পরিবার মারমাদের প্রিয় খাবার শুঁটকি মাছের ভর্তা যা মারমারা নাপ্পি বলে চেনে তা খেয়েছি। আমি আমার বন্ধু পুনমাই ও আমার পরিবারের সঙ্গে অনেক জায়গায় ঘুরেছি। আমি যেদিন বাসায় ফিরবো সেই দিন আমার বন্ধু পুনমাই আমাকে ওদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক উপহার দিয়েছে। আমি ওকে একটি চকলেটের বক্স উপহার দিয়েছি।

সাফিয়াহ্ রহমান হিয়া
শ্রেণিঃ পঞ্চম, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ০৯

রহস্যময় গান

সিয়াম গান পাগল একটি ছেলে। যেখানেই গান শোনে সেখানেই গানের সাথে সাথে নেচে ও তালি দিয়ে গানে তাল দেয়। সিয়াম পড়াশোনায় বেশি একটা ভালো না। সে আজ পর্যন্ত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর কখনোই পায়নি। সারাক্ষণ গান ও সুর নিয়েই পড়ে থাকে। এর জন্য সিয়ামকে তার মা ও বাবার প্রচুর বকুনি ও মারও খেতে হয়। তার মা ও বাবা তার পরীক্ষার খাতা দেখেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুরু করে দেয় বকুনি।

সিয়াম ভূতকে খুব ভয় পায়। একদিন স্কুল থেকে তাকে গণিত খাতা দেওয়া হলো। সে এবার গণিতে একশর মধ্যে মাত্র বিশ পেয়েছে। সে এই গণিত খাতা হাতে নিয়ে বাসায় ফিরছে। সে ভাবছে তার ভাগ্যে আজকে নির্ঘাত বেতের মার আছে। সে বাসায় পৌঁছে গেল। তার মা-বাবা অস্থির হয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে। সে বাসার কলিংবেল ভয়ে ভয়ে বাজালো। বাবা-মা দরজা খুলেই তাকে প্রশ্ন করে উঠল বাবা সিয়াম "তোর আজ গণিত খাতাটা দিয়েছে না? কত পেয়েছিস? আমরা জানি তুই এবার গণিতে অনেক ভালো নম্বর পেয়েছিস তাই না?" সিয়াম লজ্জায় খাতাটা পিছনে লুকিয়ে নিজের মুখ আড়াল করলো। তার মা বলল- "কিরে চুপ করে আছিস কেন? দেখি তোর খাতাটা কত পেয়েছিস"- বলে তার হাত থেকে খাতাটা কেড়ে নিল। তার এই নম্বর দেখে মা-বাবা রেগে লাল হয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল বকুনি। বকুনি চলতে থাকল সন্ধ্যা পর্যন্ত।

বকুনি শোনার পর সিয়ামের মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। সে ছাদে গেল মন ভালো করতে। ছাদে কেউ নেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। সে একা বসে আছে। ছাদে অনেক বাতাস। সিয়ামদের বাড়িটি অনেক নিরিবিলি জায়গায়। আশেপাশে তেমন কোন বাড়ি নেই বললেই চলে। আছে কিন্তু অনেকটা দূরে। সিয়াম ছাদে বসে বাতাস উপভোগ করছিল। ছাদে একা থাকার কারণে কিছুক্ষণ পর তার একটু একটু ভয় লাগছিল। সে তো আবার ভূতকে অনেক ভয় পায়। হঠাৎ করে সে একটা গানের আওয়াজ শুনতে পেল। গানটা কোন ভাষার সেটা ও বুঝতে পারছিল না। সে তার শরীরে এক অদ্ভূত ধরনের সুড়সুড়ি ও চুলকানি অনুভব করলো। তার ভয় আরও বেড়ে গেল। সে আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো। কাউকে গান বাজাতে দেখলো না সে। তারপর সে ভাবলো গান হলে তো আর তার কিছুই লাগে না। সে গানের সাথে তাল মিলাতে যেই না তালি দিল, সেই গানটা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর সে দেখলো তার হাতে কী যেন চিটচিট করছে। সে তার ফোনের লাইট জ্বালিয়ে দেখলো তার হাতে রক্ত। তারপর সে বুঝলো যে এটা আসলে কোন শিল্পীর গান। "ভনভন ভনভন ভনভন"।

মোছা. জারিন
শ্রেণিঃ পঞ্চম, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ৩৫

ভূতের নাম কটকটি

ঈদের ছুটিতে আনহা মায়ের সাথে বেড়াতে আসে মামার বাড়িতে। আনহার ছোট মামার নাম লিয়ন। লিয়ন খুব সাহসী লোক। আনহা ছোট মামার খুব ভক্ত। বেড়াতে আসলেও অধিক সময় ছোট মামার সাথেই কাটায়। যদিও রাতে মায়ের সাথেই ঘুমায় কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম ঘটল। রাতে খাবার পর্ব শেষ হলে সে লিয়নের ঘরে এসে লিয়নকে বললো, ছোট মামা, আজ আমি তোমার সাথে ঘুমাবো। লিয়ন বললো, তোর মাকে বলেছিস? হ্যাঁ, মা বলেছে তোমার সাথে ঘুমাতে। লিয়ন বললো, তাহলে শুয়ে পড়। আনহা লিয়নের পাশে বসে বললো, তার আগে আমাকে তোমার গল্প শোনাতে হবে। লিয়ন জিজ্ঞেস করলো, কিসের গল্প? আনহা বললো, শুধু ভূতের গল্প। আচ্ছা ছোট মামা, তুমি কী কখনো ভূত দেখেছো? লিয়ন বললো, শুধু দেখিনি, মেরেছিও। আনহা বলে, বলো কী ছোট মামা! তুমি ভূত মেরেছো?

লিয়ন বললো, তাহলে আর বলছি কি?

আনহা বললো কিন্তু ভূতেরা তো খুব ভয়ংকর হয়ে থাকে। ভূত দেখলে নাকি মানুষ ভয় পায়। তুমি পাওনি?

লিয়ন বললো, ভয়তো পায় ভীতু লোকেরা আমি তো ভীতু নই।

আনহা বললো তাহলে বলো তো শুনি কীভাবে তুমি ভূত মারলে?

লিয়ন বললো, শোন বলছি, আমাদের লিচু গাছটা তো তুমি চেনো। গত বছর যখন লিচুতে পাক ধরেছে, তখন নানা আমাকে বললেন লিচু বাগানে পাহারা দেবার জন্য।

আনহা বললো পাহাড়া দিতে বললেন কেন? লিয়ন বললো, পাহাড়া না দিলে রাতের বেলায় কাঠবিড়ালী, বাদুর সব লিচু খেয়ে ফেলবে। এমনকী গায়ের ছেলে-মেয়েরা মিলে সব লিচু চুরি করবে তাই।

আনহা বললো ও আচ্ছা। তারপর বলো ভূত মারলে কীভাবে?

লিয়ন বললো, সে কথাইতো বলছি। তোমার নানার কথামতো আমি লিচু বাগান পাহাড়া দেবার জন্য সেখানে বাঁশ দিয়ে মাচা তৈরি করলাম। রাতের বেলায় হারিকেন জ্বেলে সেখানে বসে পাহাড়া দেই।

আনহা বললো, তুমি একা?

লিয়ন বললো, না আমার সাথে তোর বড় মামা রাজীব ভাই থাকতো। রাজীর হলো লিয়নের পাশের বাড়ির ছেলে। আনহা বললো, তারপর। লিয়ন বলল তারপর একদিন তোমার রাজীব মামা বাড়িতে ছিলো না। সেদিন আমি একাই গেলাম বাগান পাহাড়া দিতে। আমার হাতে ছিল আড়াই হাত লম্বা বাঁশের লাঠি। আমি বসে থেকে বাগান পাহাড়া দিচ্ছি। হঠাৎ কট কট করে একটা শব্দ হলো। শব্দকে লক্ষ্য করে আমি এগিয়ে গেলাম। কিন্তু সে রকম কিছু দেখতে পেলাম না। কাছে যেতেই শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল। আমি আবার মাচাতে এসে বসলাম। খানিক পর পূণরায় শুনতে পেলাম কট কট শব্দ। একটা কুৎসিত চেহারার লোক, মাথায় এলামেলো চুল, বিস্ফরিত দুটো চোখ, হাতে লম্বা লম্বা নখ, দাতগুলো রাক্ষসের মতো। পরনে ছেড়া ফাটা জামা। আমার দিকে রাক্ষসের মতো এগিয়ে আসছে আর বলছে আমার নাম কটকটি ভূত। অনেকদিন পরে তোকে বেটা পেয়েছি। আজ আর ছাড়ছিনে। আমি বুঝতে পারলাম, এটা ভূত ছাড়া আর কিছুই না। হাতের লাঠিটা শক্ত করে ধরলাম। আমার কাছে এগিয়ে আসতেই আমি গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে মাথায় আঘাত করলাম। সাথে সাথে একটা বিকট চিৎকার শোনা গেল। পরক্ষণে দেখি ভূত নেই। আমার মাচার পাশে মরে পরে আছে একটা রক্তাক্ত কাক।

আনহা বললো, কাক!

লিয়ন বললো, হ্যাঁ কাক। বোধহয় ভূতটাই মরে কাক হয়ে গেছে।

আনহা বললো, তোমার তো দারুন সাহস ছোট মামা। অন্য কেউ হলে তো ভূতটাকে দেখে ভয়েই মরে যেত, তাই না?

লিয়ন বললো হয়তো তাই। এসো এবার ঘুমানো যাক। বলে লিয়ন শুয়ে পড়লো, সাথে আনহাও।

রিতু রানী
শ্রেণিঃ পঞ্চম, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ৪৪

ভূতের তালগাছ

একটি গ্রামে হিয়া নামে একটি মেয়ে তার বাবা-মা, দাদা-দাদির সঙ্গে বসবাস করত। হিয়া লেখাপড়াতে অনেক ভালো। প্রতিবার পরীক্ষায় সে প্রথম হতো। হিয়া ছিল খুব নম্র ও ভদ্র। বড়দের সাহায্য করতো, শ্রদ্ধা করতো এবং ছোটদের আদর করতো। এজন্য সবাই তাকে খুব ভালোবাসতো। কিন্তু তার বাড়ির পাশে তালগাছে একটি ভূত থাকতো। ভূতটির নাম মোটু। কারণ সে খুব খেত এজন্য ভূতটির নাম মোটু। মোটু ছিল খুব দুষ্ট। একটি হিয়া অংক করছিলো তখন মোটু তার বইয়ের পৃষ্ঠা বদলে দিল। হিয়া বুঝতেই পারে নি তার বইয়ের পৃষ্ঠা বদলে গেছে। পাশের ঘরে গিয়ে সে খুবই জোড়ে সাউন্ড দিয়ে টিভি চালিয়ে দেয়। সবাই ভাবে হিয়া টিভি চালিয়েছে। হিয়ার কথা কেউ বিশ্বাস করলো না, যে হিয়া টিভি চালায় নি। আজ হিয়ার গণিত পরীক্ষা। সে কোনো অঙ্ক করতে পারছে না। কারণ মোটু ভূত তাকে পড়তে দেয়নি। শুধু বিরক্ত করেছে। সে অঙ্ক পারছিল না দেখে মোটুর খুব কষ্ট হয়। সে তাকে সব কথা খুলে বললো। হিয়া বললো কোন সমস্যা নেই পরের বার আর এই রকম করবে না। মোটু সেই দিন থেকে ভালো হয়ে গেল।

নাহিদ
শ্রেণিঃ পঞ্চম, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ৩৪

হায়রে নকল

সোহেল ও রাসেল দুই বন্ধু। সোহেল পড়াশুনায় ভালো। বিপরীত হলো রাসেল। অর্থাৎ পড়ালেখায় বেজায় খারাপ। তারা দুই বন্ধুই ক্লাস ওয়ান থেকে একসাথে পড়ে ডিগ্রি পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল- রাসেল ক্লাস ওয়ান থেকেই সোহেলের পেপার দেখে লিখে পাশ করেছে। আজ তারা দুই বন্ধু এক জায়গায় চাকরির ইন্টারভিউ দিবে। রাসেল সোহেলকে বলল- তুই প্রশ্নের উত্তরগুলো একটি জোরে জোরে বলবি। আমি জানালার দিকে কান পেতে থাকবো। তোর উত্তরগুলো মুখস্ত করতে পারল আর কোন সমস্যা হবে না। ইন্টারভিউ শুরু হল।
প্রশ্নকর্তা সোহেলকে জিজ্ঞাসা করলেন বলুন তো বাংলাদেশ কবে স্বাধীন হয়েছে?
সোহেল : সেই বায়ান্ন সাল থেকে প্রক্রিয়া শুরু হয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এর পরিসমাপ্তি ঘটে।
প্রশ্নকর্তা : ভেরি গুড! আচ্ছা, এবার ১৯৭১ সালের শহিদদের এর মধ্য থেকে ৫/৬ জন শহিদের নাম বলুন।
সোহেল : স্যার! লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৫/৬ জনের নাম বলে বাকিদের আমি খাটো করতে চাই না
প্রশ্নকর্তা : ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের উপায় কি?
সোহেল : এ সম্পর্কে স্যার এখনো গবেষণা চলছে। রেজাল্ট বের হলে আপনি আমি সবাই জানতে পারবো।
প্রশ্নকর্তা : ভেরি গুড! এবার আসতে পারেন পরে ফলাফল জানানো হবে।
রাসেল জানালার ফাঁক দিয়ে উত্তরগুলো শুনেছিল। কারণ প্রশ্নকর্তা আস্তে আস্তে প্রশ্ন করেছিল বিধায় রাসেল প্রশ্ন শুনতে পায়নি। তাই সে মনে মনে উত্তরগুলো মুখস্ত করে নির্ভয়ে ইনটারভিউ রুমে প্রবেশ করল।
প্রশ্নকর্তা রাসেলকে জিজ্ঞাসা করলেন- আচ্ছা বলুন তো আপনার জন্ম কত তারিখে হয়েছিলো?
রাসেল : সেই বায়ান্ন সাল থেকে প্রক্রিয়া শুরু হয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এর পরিসমাপ্তি ঘটে।
প্রশ্নকর্তা ভাবলেন- হয়তো অন্যমনস্ক থাকায় প্রশ্ন বুঝেনি। তাই অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে বললেন, আপনার বাবার নাম কী?
রাসেল : স্যার! লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৫/৬ জনের নাম বলে বাকিদের আমি খাটো করতে চাই না।
প্রশ্নকর্তা আশ্চর্য হয়ে বললেন আপনি পাগল না কী?
রাসেল : এই সম্পর্কে স্যার এখনো গবেষণা চলছে। রেজাল্ট বের হলে আপনি আমি সবাই জানতে পারবো।
এসব শুনে প্রশ্নকর্তা একেবারে 'থ' হয়ে গেলেন।

মেহ্‌জাবিন সরকার রপ্ত
শ্রেণিঃ ষষ্ঠ, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ০৪

আমার শৈশব

শৈশব মানেই মিষ্টি কিছু স্মৃতি। কারও কাছে আবার শৈশব মানে আনন্দের সময় ও হইহুল্লোর। কিন্তু আমার কাছে শৈশব আর পাঁচজনের মতো ছিলো না। আমার শৈশবে খুব একটা আনন্দ ছিলো না। আমার মা এবং বাবা দুইজনই চাকরি করতেন। আমার বাবা থাকতেন নাটোরে এবং মা সকালে অফিসে চলে যেতেন। সারাদিন আমি বাড়িতে একা থাকতাম। ৩ বছর বয়স থেকে একা থাকা শুরু হয়। মা আমাকে সকালে খাইয়ে দিয়ে অফিসে যেতেন এবং আমার দুপুরের খাবার দিয়ে যেতেন। তোমরা হয়তো ভাবছো, এতে কষ্টের কী আছে? আসলে সেই খাবারটা সবসময় আমি খেতে পারতাম না। আমি খাবারটা বাইরে এনে খেতাম এবং পাখিরা এসে সেই খাবার খেয়ে যেত। রেখে যাওয়া খাবারের অধিকাংশটুকুই পাখিরা খেত। আমি না বুঝেই পাখির খাওয়া খাবারটা খেতাম। অফিসে যাওয়ার সময় মা আমাকে একটা পাউরুটি কিনে দিয়েছিলেন যাতে আমি সেটা খেতে পারি। কিন্তু সেই পাউরুটিটা আমি না, এক কাক নিয়ে চলে যায়। মাঝে মাঝেই এমন ঘটনা ঘটত। এভাবেই কেটেছে আমার না বোঝার ছোটবেলা। আমার যখন বয়স সাড়ে চার বছর, আমার দেখাশুনার জন্য তখন আমার মা একজন আপুকে রেখেছিলেন। কিন্তু সে আমাকে মাঝে মাঝেই চাপা মার দিত। আমি ছোট হওয়ার কারণে সেই চাপা মারের কথা মাকে বলতে পারতাম না। দিনের বেলাটা এমন কাটলেও রাতের বেলা ছিলো পুরো ভিন্ন। সন্ধ্যার পর মা আসতো। বই পড়া, গল্প করা, নানা ধরনের খাবার খাওয়া, টিভি দেখা ইত্যাদি। শুক্রবারটা ছিলো অন্যরকম অনুভূতি। বাবা আসতো অনেক চকলেট নিয়ে। দেরিতে ঘুম থেকে ওঠা, সকালে বিভিন্ন ধরনের নাস্তা, দুপুরে ভারী ও মজাদার খাবার ইত্যাদি। আর বিকেলবেলায় ঘুরতে যাওয়া। এ এক অন্যরকম অনুভূতি।

মহাসিন সরকার
শ্রেণিঃ ষষ্ঠ, শাখাঃ ড্যাফোডিল
রোলঃ ৬৮

শিয়াল ও কুমিরের গল্প

শিয়াল ও কুমির দুই বন্ধু। তারা ছিলো খুব ভালো বন্ধু। দুই বন্ধুর মধ্যে শিয়াল খুব চালাক আর কুমির বোকা। দুই বন্ধু মিলে একদিন বুদ্ধি করলো যেকোন কিছুর চাষ করবে। সবার প্রথমে আলুর চাষ করে। অনেক আলু ধরে। চালাক শিয়াল বলল বন্ধু তুই আগে বল কোন অংশ তুই নিবি? কুমির ভাবলো যে মাটির তলে তো কোন কিছুই থাকে না। আমি তাহলে আগা নেই। কুমির বলল আমি আগা নিবো। যেই বলা সেই কাজ। সবার প্রথমে কুমির আগা কেটে নিয়ে গেল। তারপর শিয়াল আলু নিয়ে আসলো। শিয়াল আলু দিয়ে আলুর বাটাম খায়। আর ও দিকে কুমির আলুর ডালপালা দেখে এবং বলে যে আমি আর কখনোই আগা নিব না।

তারপর আরেকদিন শিয়াল এসে কুমিরকে বলল এবং তাহলে আমরা ধানের চাষ করি। দুজন মিলে আবার ধানের চাষ করে। এক দুই মাস যায় তারপর শিয়াল কুমির বলে চলো এখন ধান কাটতে যাই। বোকা কুমির বলে বন্ধু তুই এবার বল যে আগা নিবি না গোরা নিবি। শিয়াল লাফিয়ে বলল আগা নিব। শিয়াল আগা কেটে নিয়ে যায়। আর কুমির আবারো আগের মতো ফাকিতে পরে।

মো. কলবতান মিয়া
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৪২

বোকা কুমিরের গল্প

এক দেশে ছিল এক কুমির। তার ছিল তিন বাচ্চা। বাচ্চাদের লেখাপড়ার কথা ভেবে কুমির খুব চিন্তিত ছিল। একদিন সে জানতে পারলো শেয়াল পণ্ডিত চশমা চোখে দিয়ে লাঠি হাতে নিয়ে অনেক ভালো পড়ায়। তাই সে তৎক্ষনাৎ বাচ্চাদের নিয়ে গেল শেয়ালের কাছে। আর বলল, বাচ্চাদের একটু ভালোভাবে পড়াবেন। মাস শেষে ভালো মাইনে পাবেন। শিয়াল খুশি মনে রাজি হয়ে গেল।

এদিকে শিয়াল বাচ্চাদের পড়ালো তিন থেকে এক বাদ দিলে কত থাকে?

বাচ্চারা বলল আমরা তো জানি না। শিয়াল তখন একটা বাচ্চাকে আড়ালে নিয়ে খেয়ে এসে বললো, এবার কত থাকে?

বাচ্চারা বলল, দুইটা। সাবাস! ঠিক বুঝতে পেরেছো। এইতো শিক্ষা হল। পরের দিন আবার সেই আগের মতো প্রশ্ন, দুই থেকে এক বাদ দিয়ে কত থাকে? বাচ্চারা আগের মতো বলল, জানি না।

এবারো শিয়াল আড়ালে নিয়ে আরেকটা খেয়ে ফেলল এবং আগের মতো সাবাস দিল। এরপরের দিন কুমির এলো বাচ্চাদের দেখতে। শিয়ালকে বলল বাচ্চাদের কী খবর?

শিয়াল বলল খুব ভালো। তোমার বাচ্চাদের বিয়োগ অঙ্ক শিখিয়েছি। শুনে কুমির খুব আনন্দিত হল এবং বাচ্চাদের দেখতে চাইল। শিয়াল চালাকি করে এক বাচ্চাকেই একের পর এক ঘুরিয়ে এনে তিনবার দেখালো। কুমির খুশি মনে বাড়ি ফেরে গেল।

আর শিয়ালকে বলল, অমুক তারিখে এসে বাচ্চাদের নিয়ে যাবে। পরের দিন শিয়াল শেষ বাচ্চাটাও খেয়ে শিয়ালিনীকে বলল, চলো এবার আমরা পালাই। নির্দিষ্ট দিন কুমির এসে শিয়ালকে ডাকল, কিন্তু কোনো সাড়া পেল না। তখন সে গুহার ভেতরে দিয়ে দেখলো, সেখানে কুমিরের বাচ্চাদের হাড় ছাড়া কিছু নেই।

সে রেগে গিয়ে বলল, দাঁড়া বেটা শিয়াল, তোকে পেয়ে নেই।

এদিকে শিয়াল দেখলো, কুমিরের কোন খবর নেই। তাই সে শিয়ালীনিকে বলল, চলো খালের ওপার থেকে খাবার নিয়ে আসি।

সে খালেই ছিল কুমির। ওরা যখন খাল পার হচ্ছে, কুমির দেখলো এইতো সুযোগ। শিয়ালিনী পাড় হয়ে গেল। শিয়াল যখন পাড় হতে লাগলো, কুমির সেই সুযোগে শিয়ালের পায়ে দিল কামর। শিয়াল দেখল এখন তো মহাবিপদ। তৎক্ষণাৎ শিয়ালের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। সে শিয়ালিনীকে বলল, ওগো! কে যেন আমার লাঠিতে কামড়ে ধরেছে। কুমির ভাবলো, মনে হয় সে সত্যিই লাঠি ধরেছে। তাই সে শিয়ালের পা ছেড়ে দিল। সে বারের মতো শিয়াল রেহাই পেল। কুমির নতুন নতুন ফন্দি আঁটতে লাগলো। কি করে শিয়ালকে ঘায়েল করা যায়। একদিন কুমির ধু ধু বালুর মধ্যে মাঠে মরার মতো ভান করে শুয়ে রইল। দেখে বোঝার উপায় নেই সে মৃত না জীবিত। কুমির ভাবলো শিয়াল আমায় মৃত ভেবে খেতে আসবে, আর এই সুযোগে আমি শিয়ালকেও দেখে নিব। এদিকে দুদিনের ক্ষুধার্ত শিয়াল খাবারের সন্ধানে পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে মরা কুমির দেখে বলল, এইতো খাবারের সন্ধান পাওয়া গেল। এবার মজা করে খাওয়া যাবে। কিন্তু কুমির সত্যিই মরা কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ হলো। একটু পরীক্ষা করে দেখবে ভাবলো। সে কিছু দূরে দাড়িয়ে কুমিরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলো ছি: ছি: এমন চার পাঁচ দিনের মরা গন্ধওয়ালা কী করে খাওয়া যায়? একটু তরতাজা হলে আজকের ভোজননটা বেশ মজার হতো। এখন যেহেতু মরা থাক এবার চলে যাই।

কুমির ভাবল, আমি আমার লেজটা একটু নাড়াবো, আমাকে তাজা ভেবে শিয়াল খেতে আসবে। যেই ভাবা সেই কাজ। কুমির তার লেজটা একটু নাড়া দিল। শিয়াল তা দেখে বলল, ও তুমি আমাকে ফাঁদে ফেলার জন্য মরার ভান করেছ?

এই বলে শিয়াল সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে প্রাণে বাঁচলো। এদিকে বোকা কুমির বুক চাপড়িয়ে নিজের বোকামির জন্য বাচ্চাদের শোকে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসালো।

শাম্মি আফরোজ
শ্রেণিঃ ষষ্ঠ, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ০৩

আমার প্রিয় বন্ধু

বন্ধু এমন একটি জিনিস যা সবাই হতে পারে। রক্তের সম্পর্ক ছাড়াও আর একটি সুন্দর সম্পর্ক বন্ধুত্ব। সবাই বন্ধুত্বের মূল্য দিতে পারে না। বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে পারে না। বন্ধু তো সেই জন যে বিপদে পাশে থাকে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। বন্ধু মানে ছোট ছোট চাওয়া পাওয়া। বন্ধু মানে কাছে থাকলে ঝগড়া আর দূরে গেলে মিস করা। বন্ধু হতে হবে মনের মতো।

আমার নাম শাম্মী। আমি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। আমার প্রিয় বন্ধুর নাম আফছানা। আমি ওকে খুব ভালোবাসি। আফছানার সাথে আমার বন্ধুত্ব খুব বেশি দিনের নয়। প্রায় দুই বছরের। গত বছরে যখন আমি পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। তখন আমার প্রিয় বন্ধু বলতে কেউ ছিল না। বন্ধু ছিল তবে আমাকে বোঝার মত, আমার কষ্ট শেয়ার করার মতো কেউ ছিল না। প্রায় সবসময় মন খারাপ থাকতো আমার। হাসি কি জিনিষ আমি ভুলে গিয়েছিলাম। নিজেকে খুব একা মনে হতো। একটা ভালো বন্ধুর অভাব খুব অনুভব করতাম। এমন সময় আফছানা আমার জীবনে বন্ধু হয়ে এলো। ওর সাথে প্রতিদিন একসাথে বসতাম, একসাথে গল্প করতাম। আস্তে আস্তে আমাদের বন্ধুত্ব প্রিয় বন্ধুত্বে রুপান্তর হলো। কিন্তু আমাদের এই বন্ধুত্বটা হওয়ার পেছনে একজন আছে। আর তিনি হলেন আমাদের নাছমিত ম্যাম। তাঁরই কারণে আজ এই রকম ভালো একটা বন্ধু পেয়েছি।

কিন্তু নাছমিত ম্যাম বর্তমানে আর আমাদের স্কুলে নেই। এখন আমি আর আগের মতো একা থাকি না, কষ্টে থাকি না। আফছানা আমাকে হাসতে শিখিয়েছে। আমার মনের যত কথা আমি ওর সাথ শেয়ার করি। ওর সাথে মাঝে মাঝে প্রচুর ঝগড়া হয়। কিন্তু সেই জগড়া বেশিক্ষণ থাকে না। আমরা একে অপরের সাথে কথা না বলে থাকতে পারি না। জীবনের যতই খারাপ সময় আসুক আমি ওর সাথে তা শেয়ার করি। আমি ওকে নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। সৃষ্টিকর্তা যেন ওকে আমার জীবনে উপহার হিসাবে পাঠিয়েছে। ওকে পেয়ে আমি অনেক খুশি। আমি চাই আমাদের বন্ধুত্ব যেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত থাকে।
শুধু কাছে থাকলেই যে বন্ধু হওয়া যায় এমনটা নয়, দূরে থেকে বন্ধুত্বের ভালোবাসা প্রকাশ পায়। আমরা যদি কখনো একে আপরের থেকে দূরে যাই তারপরেও যেন আমাদের বন্ধুত্বের বাঁধন এক রকম থাকে। সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি আমার বন্ধু যেন সবসময় ভালো থাকে।

মোছা. সুমাইয়া আক্তার মিম
শ্রেণিঃ ষষ্ঠ, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ২৯

শিক্ষা

শিক্ষা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। ব্যক্তির দেহ মন-আত্মার বিকাশ সাধন করে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। অর্জিত জ্ঞান নিজেকে আত্মার প্রত্যয়ী ও সংস্কারমুক্ত করে তোলে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো চরিত্রের বিকাশ, মানবীয় উৎকর্ষ সাধন করা, সু অভ্যাস গড়ে তোলা, মিথ্যার বিনাস আর সত্যের পথে অগ্রসর হওয়া। নৈতিক আচরণের উন্মেষ ঘটিয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা, উপলব্ধি করা, জ্ঞান নিজের মধ্যে প্রয়োগ করার নামই প্রকৃত শিক্ষা। নিজেকে জানা নিজের মাঝে আদর্শ মূল্যবোধ তৈরি করে তা সমাজে প্রসারিত করা। প্রকৃত শিক্ষা একটা জাতি গঠনের সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা রাখে। অথচ বর্তমানে সার্টিফিকেট নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিকে মেরুদণ্ডহীন করে তুলেছে। নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, পারিবারিক শিক্ষা, কর্মমূখী শিক্ষার জোর দিতে হবে। মস্তিষ্কের সৃজনশীল উদ্ভাবনী ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে হবে এবং সেটা ব্যবহার করতে হবে বাস্তব জীবনে। মানবিক মূল্যবোধের বেশি বেশি চর্চা করলে হিংসা, হানাহানি, দুর্নীতি, শ্রেণি বৈষম্য, জাতি ভেদাভেদ দূর করে সুন্দর কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠিত হবে।

তাহসিন রহমান মৌরী

শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া

রোল: ০১

নাটকের মূল চরিত্র- খুশি ম্যাম, ফুলি ম্যাম, ছকিনা ম্যাম, (শরবত খান) প্রার্থী, হাসান

ফুলি - ভিতরে আসুন।
খুশি - বসুন।
(প্রার্থী বসলো চেয়ারের উপরে)
খুশি - একি আপনি উপরে বসলেন কেন? নিচে বসুন।
(প্রার্থী বসলো মাটিতে)
ছকিনা - আহা আমাদের মতো বসুন।
প্রার্থী - ঠিক আছে, বসলাম।
খুশি - তা আপনি কেমন আছেন?
প্রার্থী - (দাঁড়িয়ে) Fat Fati
ছকিনা, ফুলি- কী কী?
প্রার্থী - Fat মানে মোটা Fati মানে মুটি। সুতরাং Fat Fati মানে মোটামুটি।
ফুলি - ওওও....
খুশি - আপনার নাম কী?
প্রার্থী - শরবত খান
খুশি - হাসান.....শরবত আন তো।
(শরবত আনার পর)
এবার বলুন
প্রার্থী - শরবত খান
প্রার্থী - আরে ম্যাম। আমার নামইতো শরবত খান।
খুশি - বাবার নাম?
প্রার্থী - কফি আনান
খুশি - হাসান, কফি আন তো
(কফি আনার পর)
এবার বলুন
শরবত খান- আমার বাবার নামই তো কফি আনান।
খুশি - মা?
প্রার্থী - সইরা যান।
(খুশি ছকিনাকে বলছে)
খুশি - একটু সরো তে।
(ছকিনা সরতে সরতে মাটিতেই পরে গেল)
প্রার্থী - আহারে!
খুশি - আমি আপনার জন্মস্থান সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। গ্রাম?
শরবত - পুটিমারি
ফুলি - উপজেলা?
শরবত - শিংমারি
ফুলি - জেলা?
শরবত - ইলিশমারি
ফুলি - বিভাগ?
শরবত - বোয়ালমারি
ফুলি - বাহ! বাব্বাহ! দারুন তো! আপনি কোন বিষয় ভালো পারেন?
শরবত - বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস...
ফুলি - থাক আর বলার দরকার নাই।
খুশি - আচ্ছা, ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগিটি মারা গিয়েছিল। এর ইংরেজি কী?
শরবত - ম্যাম আমি আরবি আরো ভালো পারি। বলি? (মাথায় হাত দিয়ে) ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন। ইংরেজি- Suppose রোগীকে ICU তে নিয়ে যাওয়া হলো কিন্তু ডাক্তার নেই। হঠাৎ করে আসল ঢুকলো বের হলো আর বললো- He is no more (বাড়ির লোকের কাঁধে হাত দিয়ে)
খুশি - আপনি তো ভালো ইংলিশ জানেন। বলুন মেয়েটি নিচে দাঁড়িয়ে আছে।
শরবত - Miss under standing.
শরবত - Miss- মেয়ে, under- নিচে, standing- দাড়িয়ে আছে। সুতরাং Miss under standing- মেয়েটি দাড়িয়ে আছে।
খুশি - খুব ভালো
ছকিনা - আপনি গণিত কেমন পারেন? বলুন ৮০ থেকে ৯০ পর্যন্ত।
প্রার্থী - ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ঊনআশি, আশি।
ছকিনা - আশি?
প্রার্থী - এ ম্যাম ৮০ই হবে।
ছকিনা - দাড়াও, আমি দেখাচ্ছি। একাশি, বিরাশি, তিরাশি, চুরাশি, পঁচাশি, ছিয়াশি, সাতাশি, আটাশি, উনআশি, আশি।
ফুলি, খুশি- আশিই হবে।
ফুলি- আপনি কোন কোন শহরে ঘুরেছেন?
(ব্যাগ থেকে লিস্ট বের করে)
প্রার্থী- ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর...
ফুলি- আর লাগবে না।
খুশি- বিপরীত শব্দ বলুন: আসুন
প্রার্থী- যান
খুশি- খাও
প্রার্থী- খাও না
খুশি- (ছকিনা ও ফুলিকে বলছে) চলবে না।
প্রার্থী- (শব্দ করে) চলবে।
খুশি- এই কে আছো, একে নিয়ে যাও।
প্রার্থী- এই কে আছো, একে ভিতরে নিয়ে আসো।
খুশি- এই আপনি এইরকম করছেন কেন?
প্রার্থী- ম্যাম আমি তো শুধু বিপরীত শব্দ বলছি।
খুশি- আপনি এখন যান।
প্রার্থী- ওকে
(অর্ধেক রাস্তা থেকে ফিরে এসে, ম্যাম আমার চাকরিটা?
খুশি, ফুলি, ছকিনা- হবে না।

সমাপ্ত

মো. শিরহান
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১২

চিড়িয়াখানা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

চিড়িয়াখানায় বেড়ানোর ব্যাপারটা ছোটদের ভালো লাগলেও অনেকের কাছে ততটা ভালো লাগে না। কারণ সারি সারি খাঁচায় বনের মুক্ত পশু-পাখিকে আটকে রাখা একরকম অমানবিক বিষয়। তাই ছোটবেলার চিড়িয়াখানা বেড়াতে যাওয়ার ঘটনা মনে পড়ে। ছোট বেলায় বেশ কয়েকবার চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়েছি। তার মধ্যে এক দিনের কথা বলছি-

ডিসেম্বর মাস। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর চলছে দীর্ঘদিনের ছুটি। আমি তখন ৪র্থ শ্রেণিতে পড়ি। আমার বাবা থাকে ঢাকায়। আমি গাইবান্ধায় পড়াশুনা করি। তো আমার ছোট বোনেরও স্কুল বন্ধ হওয়ায় ঢাকায় চলে যাই। আমাদের আসার কথা শুনে ফুফু আমাদের দেখতে এলেন। আমার দুই ফুফাতো ভাই আছে। একজন আমার থেকে বড় আর একজন ছোট। সেই সময় বাবা বললো তোমরা ঢাকার কোথায় বেড়াতে চাও। আমরা সবাই বলে উঠলাম চিড়িয়াখানায় যাব। বাবা বললেন ঠিক আছে। আগামী শুক্রবার আমরা সবাই ঘুরতে যাব।

আমরা সবাই অনেক আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছিলাম। চলে এলো শুক্রবার। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলাম আমি। আমাকে উঠতে দেখে বাকি ছোটরাও উঠে পরলো। ডিসেম্বর মাসের শীতের সকাল। বড়রা ঘুম থেকে ওঠার আগেই আমরা হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম। তারপর বড়রা উঠলো। সবাই একসঙ্গে নাস্তা করলাম। সকাল আটটা, আমরা গাড়িতে করে মিরপুর চিড়িয়াখানায় যাওয়ার জন্য রওনা হলাম। মা এবং ফুফু অনেক রকমের খাবার সঙ্গে নিলেন। শুক্রবার ঢাকার রাস্তায় কোন যানজট ছিল না বলে মাত্র ২৫ মিনিটে আমরা চিড়িয়াখানায় পৌঁছে যাই। আমরা সবাই চিড়িয়াখানায় প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সেই সময় বাবা সবার জন্য টিকিট কিনে আনলেন। গোল দরজা দিয়ে একজন একজন করে আমরা সবাই প্রবেশ করি। সরু ইটের রাস্তা। দু'পাশে সবুজ গাছপালা। প্রথমেই ছিল বানরের খাঁচা। বিশাল বানরের খাঁচায় অসংখ্য বানর লাফালাফি করছে। বড়, ছোট, মাঝারি বিভিন্ন ধরনের বানর। দেখলাম বড় বানর ছোট বানরদের মাথা থেকে উকুন তুলে খাচ্ছে। কোনটা আবার এক হাত গাছের ডালে দিয়ে ঝুলে আছে। সেকি লাফালাফি আর কিচিরমিচির। চিড়িয়াখানায় অনেক দর্শনার্থী। মনে হলো বানরের খাঁচার সামনে বেশি ভিড়। খাঁচার বাহির থেকেই মানুষেরা বানরদের বিভিন্ন রকম খাবার দিচ্ছে।

চিড়িয়াখানায় একে একে আমরা হরিণ, গরিলা, সজারু, হাতি, জেব্রা দেখলাম। সব খাঁচার সামনে একটি সাইনবোর্ড আছে। সেই সাইনবোর্ডে সকল প্রাণীর নাম, উৎপত্তিস্থল, কত বছর বেঁচে থাকে বিভিন্ন তথ্য। হঠাৎ আমার কানে একটি হিংস্র গর্জন ভেসে আসে। আমি বুঝতে পারলাম এটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ডাক। তারপর আমরা বাঘের খাঁচার সামনে যাই। দেখলাম বিশাল দেহ নিয়ে ২টি বাঘ খাঁচায় বসে আছে। মাঝে মাঝে হাটাহাটি করছে। বইয়ে পড়া বাঘকে বাস্তবে দেখে আমি অনেক অবাক হয়েছিলাম। এরপর বড় একটি ডোবার মধ্যে কুমির দেখলাম। কুমিরের বেষ্টনীও ছিল বিশাল। এরপর অজগর, উটপাখি, শকুন, চিল, ঈগলসহ নানা রং বেরঙের পাখি দেখলাম। পাখি দেখার পর চলে যাই পশুর রাজা সিংহের খাঁচার কাছে। কেশর ফুলিয়ে বসে আছে সিংহরাজ। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর পশুপাখির জাদুঘর দেখতে গেলাম। সেখানে পশুপাখির বিভিন্ন জিনিস সংরক্ষিত আছে। জাদুঘরের মধ্যে ঢুকেই দেখলাম তিমি মাছের বিশাল কঙ্কাল, যা আমাকে ভয় পাইয়ে দেয়। দেখলাম সাপের ডিম, উটপাখির বিশাল ডিম। বাবা বললেন উটপাখির ডিম অনেক শক্ত।

চিড়িয়াখানা ঘুরতে ঘুরতে আমরা সবাই ক্লান্ত হয়ে পরি। পড়ন্ত বিকেলে আমরা বাসায় ফেরার প্রস্তুতি নেই। আমার তো চিড়িয়াখানা থেকে যেতেই ইচ্ছা করছিল না। চিড়িয়াখানা থেকে বেড়িয়েই দেখলাম কিছু লোক ময়ূর পাখির পাখা বিক্রি করছে। আমি এবং আমার ভাই-বোনেরা সবাইকে বাবা একটি করে পাখা কিনে দিলেন। তারপর আমরা সবাই বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেই।

চিড়িয়াখানা বেড়িয়ে পশু পাখির সম্পর্কে বিশাল জ্ঞান অর্জন করলাম। তাদের বৈজ্ঞানিক নাম জানলাম। তাদের প্রজাতি, খাদ্য তালিকাসহ বিভিন্ন তথ্য জানলাম। যা চিড়িয়াখানায় না গেলে অর্জন করতে পারতাম না।

মো. আরিফ হাসান
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ৩৯

ধৈর্যের ফল

একদা এক গ্রামে এক পাতিশিয়াল বাস করত। কিছুদিন খাবার না পেয়ে শেয়ালের পেটটা একে বারে চুপসে গেলে সে একদিন বাধ্য হয়ে খাবারের সন্ধান বেড়িয়ে পড়ল। পথে যেতে যেতে হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটা ওক গাছের খোঁড়লে বেশ কিছু রুটি আর মাংস রাখা আছে। রাখাল বালকের কেউ হয়তো পরে খাবে বলে রেখে দিয়েছে। পাতিশিয়ালটা ওই খাবার দেখেই খোঁড়লের ভিতরে ঢুকে পড়লো। আর গদ গদ করে খাবারগুলো সব পেটে পুড়লো। ফলে তার পেটটা হয়ে উঠলো দারুণ মোটা। এবার সে আর খোঁড়ল থেকে বেরোতে পারলো না। অনেক চেষ্টা করেও সে বেরোতে পারলো না। তার পর সে কেঁউ কেঁউ করে কাঁদতে লাগলো। পথ দিয়ে তখন আরেকটা শিয়াল যাচ্ছিলো। যেতে যেতে খোঁড়লে পড়া শেয়ালকে কাঁদতে দেখে বলল- কী হলো ভাই? তুমি কেঁউ কেঁউ করে কাঁদছো কেন? খোঁড়লে আটকে পড়া পাতিশিয়ালটা তখন মুশকিলের কথা খুলে বলল। তখন পথচারী শেয়াল বলল, ওহ তাই বুঝি! তা একটু সবুর কর। তোমার পেট যখন আগের মতো হয়ে যাবে তখন অনায়াসে তুমি এই খোঁড়ল থেকে বেড়িয়ে আসতে পারবে।

খাদিজা তুর তাহেরা
শ্রেণি: একাদশ (মানবিক)
রোল: ৮০

ভুল পথ থেকে ফেরা

গত গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা সবাই নানু বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার নানু বাড়ি মুন্সিগঞ্জ। সেখানে গিয়ে আমরা অনেক মজা করেছিলাম। একদিন আমরা সবাই যখন উঠানে বসে গল্প করছিলাম, তখন আমার খালামনি বলল, তোমাদের সবাইকে একটা ঘটনা বলি-

আমাদের বাড়ির পাশে একটি সুন্দর গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে বাস করত একটি ছোট্ট পরিবার। মা ও তার দুই সন্তান নিয়ে ছিল সেই পরিবারটি। বড় ছেলের নাম ছিল রাফসান এবং ছোট ছেলের নাম রনি। আর মা রাজিয়া খানম তার স্বামীর অকাল মৃত্যুতে খুবই ভারাক্রান্ত। তিনি খুব কষ্ট করে নিজের উপার্জন দিয়ে সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ চালান। এক সময় রাজিয়া খানম তার বড় ছেলে রাফসানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নানীর বাড়িতে পাঠিয়ে দেন পড়া-লেখার জন্য। কিন্তু সেখানে সে পড়ালেখা করতে গিয়ে দুষ্ট ছেলেদের সাথে মিশে খারাপ হয়ে যায়। এর ফলস্বরূপ তার পরীক্ষার ফলাফলও খারাপ হতে থাকে। তার মা তাকে ভালো হওয়ার জন্য অনেক পরামর্শ দেয়। কিন্তু তারপরও তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এতে তার মা খুব কষ্ট পায় কিন্তু রাফসান তার মায়ের কষ্টকে বুঝতেই চায় না।

এদিকে রাজিয়া খানম তার ছেলের চিন্তা করতে করতে হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন রাফসানের বার্ষিক পরীক্ষা চলছিল। রাফসান খবর পেল যে তার মা অসুস্থ। কিন্তু তারপরও রাফসান তার মাকে একটিবার দেখার প্রয়োজন বোধ করল না। এদিকে রাজিয়া খানম তার ছেলের আসার প্রতিক্ষায় ব্যাকুল হয়ে আছে। কখন ছেলে আসবে সেই আশায় প্রহর গুনছে।

এভাবে অনেকদিন কেটে গেল। একদিন রাফসান তার মাকে স্বপ্নে দেখল, তার মা তাকে বলছে, রাফসান তুমি তোমার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাও। সবসময় আল্লাহকে স্মরণ কর। খারাপ বন্ধুকে এড়িয়ে চল, অসৎ পথ ত্যাগ করো, এতে তোমার মঙ্গল হবে। আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ হাফেজ।

এরকম স্বপ্ন দেখার পর মায়ের কথা খুব মনে পড়ে রাফসানের। এর কিছুক্ষণ পর বাড়ি থেকে ফোন আসে। সে ভয়ে ভয়ে টেলিফোন ধরে এবং খবর পায় তার মা চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। এই খবর শোনামাত্র সে অনুভব করে তার কাছ থেকে কি যেন হারিয়ে গেছে। সে তখন বুঝতে পারল তার মা তাকে যে কথাগুলো বলেছিল সব তার ভালোর জন্যই। মায়ের মৃত্যু তার মধ্যে এমন মনোভাব সৃষ্টি করে যে, সে সম্পূর্ণ বদলে যায়। এরপর থেকে যখনই তার মাকে কষ্ট দেওয়ার কথা মনে পড়ে তখনই রাফসান আল্লাহকে স্মরণ করে। আর প্রতিদিন সে তার মায়ের কবরের কাছে গিয়ে তার জন্য মোনাজাত করে। এখন তারা দুইভাই তাদের নানী বাড়ি থেকেই পড়ালেখা করে। রাফসান এবং রনি এখন মা-বাবাকে হারিয়ে খুবই একা। সে এখন বুঝেছে মা বাবাকে হারানো কতটা কষ্টের। মা বাবা সন্তানের মাথার উপরে ছাতার মতো।

তাই আমাদের সবসময় উচিত বাবা মায়ের কথা মেনে চলা। মা-বাবা আমাদের যে কথাগুলো বলেন সব আমাদের ভালোর জন্যই। এখন রাফসান খারাপ সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছে। মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে এবং পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে।

খালামনির কাছে এ গল্প শোনার পর আমার মনের ভেতরও তোল-পাড় হতে থাকে। এরপর থেকে আমারও পরিবর্তন হতে থাকে।

মো. মেহেরাব হাসান মাহিদ
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১১

গণিত স্যারের অঙ্ক শেখানোর কৌশল

এক ধনী ব্যক্তির দুই ছেলে ছিল। ছেলেটিকে পড়ানোর জন্য একজন গণিত শিক্ষক ছিল। ঐ ধনী ব্যক্তি শিক্ষককে বলেছিলেন, "ছেলেদের যেন তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী অঙ্ক শেখানো হয়।" তাই স্যার তাঁর ছেলেদের ইচ্ছা অনুযায়ী অঙ্ক শেখাতেন। একদিন দুই ভাই-ই ভাবল যে, তারা সেদিন অঙ্ক শিখবে না। তাই গণিত শিক্ষক আসার সাথেই তারা বললো যে, "স্যার আমরা আজ অঙ্ক করবো না। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা তাহলে কি করবে?" তারা বললো, স্যার আমরা আজ ঘুরতে যাবো। স্যার বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। চলো আমরা ঘুরতে যাই। বনে গিয়ে স্যার বড় ছাত্রটিকে বললেন, আচ্ছা হাসিম মেজবা বলে তো গাছের ডালে কতটি পাখি বসে আছে? হাসিম মেজবা উত্তর দিল, স্যার ডালটিতে ৭টি পাখি বসে আছে। এরপর স্যার হাসিম মেজবাকে জিজ্ঞাসা করলো, বলতো হাসিম মেজবা ডালটি থেকে ২টি পাখি উড়ে যায় তবে আর কতটি পাখি থাকবে? হাসিম মেজবা যখনই বলতে ধরলো যে স্যার ৫টি পাখি আছে। ঠিক ছোট ভাই সাদিক বললো ভাইয়া! ভাইয়া! বলিস না। স্যার অঙ্ক শেখাচ্ছে।

মো. লুৎফর রহমান মাহ্‌দী
শ্রেণি: নবম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৫

জীবন সংগ্রামী এক নারী

শহরের পৌর মার্কেটের সামনের রাস্তা ধরে সারাদিনের কাজ শেষে কর্মজীবী এক ক্ষুধার্ত নারী হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন। চলতে চলতে পথের পাশে বসা এক ডিম সিদ্ধ বিক্রেতার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বিক্রেতাকে প্রশ্ন করলেন- একটা সিদ্ধ ডিমের দাম কতো?

বিক্রেতা- ১৬ টাকা।

কর্মজীবী মহিলা বিক্রেতাকে অনুরোধ করলেন ১০ টাকায় দেওয়া যাবে?

বিক্রেতা- দুঃখিত, দেওয়া যাবে না।

কিছু সময় ভেবে যখনি তিনি বিদায় নেবেন তখন পাশে দাঁড়িয়ে ওনাদের কথোপকথন অনুসরণ করা একজন ব্যক্তি বিক্রেতাকে বললেন, ওনাকে ১টি সিদ্ধ ডিম দিন। আমি দাম পরিশোধ করবো। মহিলাটি ডিমটি খেয়ে ১০ টাকা দাম পরিশোধ করতে চাইলে উনি তাকে বাঁধা দিয়ে নিজেই ১৬ টাকা পরিশোধ করলেন। তারপর কর্মজীবী মহিলাটি বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

ঘটনাটি আমাকে ভাবিয়ে তুলল। কেন উনি বাসায় গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে আরাম করে খেয়ে না নিয়ে রাস্তার পাশেই খেয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ ভেবে হয়েতো বুঝতে পারলাম বিষয়টা এমন যে- সারাদিন এত খাটুনির পর বাসায় ফিরে রান্না করা অনেক ঝামেলার একটি কাজ। তাই হয়তো তিনি এমনটা করেছেন।

অভাব, কষ্ট, অযত্ন, অবহেলা অনেক সময় আমাদের নিদারুণ বাস্তবতার মাঝে দাঁড় করিয়ে দেয়। যেখানে কোন ভালোলাগা, ভালোবাসার মতো অনুভূতিগুলো হাড়িয়ে যায়। যেন সময় কেটে গেলেই বাঁচি...এরূপ অবস্থা।

তবে আমাদের একটু সচেতনতা, সাহায্য করার মতো ইচ্ছাই বদলে দিতে পারে এরূপ মানুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন। মানুষের পাশে দাঁড়ানের চেয়ে বেশি আনন্দ আর কিসে পাওয়া যায়? আমার জানা নেই। একটু ভাবুন, দেখবেন আপনি নিজেই হয়তো হয়ে উঠবেন অনিক কালজয়ী গল্পের রচয়িতা। সুখ, আনন্দ এরা কোথায় থাকে? হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ফ্ল্যাট বাড়িতে? নাকি আকাশসম প্রাসাদে? আমার জানা নেই। তবে হয়তো আসল আনন্দ লুকিয়ে থাকে ভালো কাজের মধ্যেই। আর মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেয়ে ভালো কাজ আর কি কিছু হতে পারে? এটা হতে পারে আপনার কর্মক্ষেত্রে, বাসায়, পথে-ঘাটে যে কোন জায়গায়। আপনার আমার অজান্তেই। হয়তো মহান সৃষ্টিকর্তা নিজেই উপভোগ করেন এমন দয়ালু কাজ। কার, তাঁর কাছে তাঁর সৃষ্টি উপকৃত হবে এমন কিছু দেখার চেয়ে মহান আর কি কিছু আছে?

মো. রিফাত হাসান রিয়াদ
শ্রেণি: নবম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ৩৪

কাঁচ আবিষ্কার

আজ থেকে বহু বছর পূর্বে কাঁচ নামক একটি বস্তুর আবিষ্কার হয়। কাঁচ বহু বছর পূর্বে আবিষ্কার হয়। কিন্তু মানুষ কাঁচের পরিপূর্ণ ব্যবহার পরে করতে সক্ষম হয়। আজ কাঁচ গবেষণার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত। কাঁচ আবিষ্কারের সূচনা ঘটে মরু অঞ্চল থেকে। মরু অন্যতম জায়গা মিশর, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ইত্যাদি জায়গা। কাঁচ আজ থেকে বহু পূর্বে মরু অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা হতে উদ্ধার করা হয়। প্রচণ্ড তাপদাহে মরুভুমির বালু গলে গিয়ে কাঁচ নামক ধাতু বা বস্তুর উৎপত্তি হয়।

আজ থেকে বহু বছর পূর্বে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে চার জন বিখ্যাত বাণিজ্যিকের একটি দল ছিল। চারজন বাণিজ্যিক একত্রিত হয়ে 'কাআচ' নামক বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। চারজন বাণিজ্যিক একসাথেই নতুন নতুন রাষ্ট্রে তাদের বাণিজ্য বিস্তারের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভ্রমণ করে থাকেন। সেই সময় মানুষ সবে মাত্র আধুনিক যুগের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সেই সময়ের মানুষ তখনও বিভিন্ন প্রান্তে নতুন নতুন ভূখণ্ড আবিস্কার করছিল।

চারজন ব্যবসায়ী তাদের দল নিয়ে বেরিয়েছেন নতুন অজানা জায়গার অনুসন্ধানে বা নতুন বাণিজ্য কেন্দ্র খুঁজতে। তারা সৌদি আরবের কম উষ্ণ স্থান থেকে বহু দূরে উচ্চ তাপমাত্রার উষ্ণ স্থানের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। অতিরিক্ত তাপদাহের কারণে আগে কেউ সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করেনি। চার ব্যবসায়ী ও তার দল এগোতেই থাকে। দীর্ঘ সময় ভ্রমণের কারণে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারা যে জায়গায় ছিল সেখানকার তাপমাত্র ছিল খুবই বেশি। তাই তারা আর এগোনোর সাহস পেল না। সেখানেই একটি খেজুর বাগানে তারা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থামলো এবং এক রাত অতিবাহিত করলো। পরবর্তী দিন ছিল আরো অধিক গরম। খেজুর বাগানে থাকার কারণে তারা স্বস্থি অনুভব করছিল। চারজন ব্যবসায়ী মরুভুমির আরো ভিতরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু দলের অন্যান্য লোকেরা যেতে অস্বীকার করলো। তারা বললো " আরো ভিতরে গেলে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে"। কিন্তু চারজন ব্যবসায়ী আরও ভিতরে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকলো। কারণ তারা যে উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করেছেন সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। সুতরাং দলের লোকদের বিদায় দিয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে তারা মরুভুমির আরও ভিতরে ঢুকতে শুরু করলো। গভীর মরুভুমির তাপমাত্রা খুবই বেশি ছিল। তাদের নিয়ে আসা সমস্ত পানি ফুরিয়ে গেছে। এদিকে প্রচণ্ড গরমে তারা পিপাসিত হয়ে পড়ে। তারা খুব দ্রুত মরুভুমির আরো ভিতরে ঢুকতে থাকে যদি কোন শীতল জায়গা খুঁজে পায়। বহুদূর যাওয়ার পর তারা একটি পাহাড় দেখতে পায়। তারা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হয়। পাহাড়ের ভিতর একটি গুহা ছিল। তারা পাহাড়টি গুহায় প্রবেশ করলো। এই পাহাড়টি ছিলে উত্তপ্ত মরুভুমি থেকে বেশ খানিকটা দূরে, ফলে পাহাড়ের এলাকা ছিল তুলনামূলক শীতল। গুহার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে তারা একটি বিশাল সরোবরোর কাছে পৌঁছে যায়। তারা সরোবর হতে পানি পান করে তাদের পিপাসা মেটায়। তারা সরোবরের পানিতে তাদের প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। চারজন ব্যবসায়ী সারাদিন গুহায় বিশ্রাম নেন কিন্তু রাত হলে তারা নিজেদের রাষ্ট্রে ফেরার জন্য রওয়ানা দেন। রাত দশটা নাগাদ তারা মরুভুমির সবচেয়ে উত্তপ্ত জায়গায় পৌঁছান। তারা দেখেন সারা মরুভুমি আলোকিত হয়ে গেছে। সেদিন পূর্ণিমার রাত ছিল। তারা আরও এগিয়ে গেলেন এবং দেখলেন অদ্ভূত কিছু বস্তু। যার উপর চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে সারা মরুভুমি আলোকিত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে একজন একটি ছোট টুকরা মুখের সামনে ধরলেন এবং সেই বস্তুতে তার প্রতিবিম্ব দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সরোবরে তারা পানিতে প্রতিবিম্ব দেখেছিল কিন্তু এটা কি এমন বস্তু পানি নয় তবুও প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে।

চারজন ব্যবসায়ী কিছু অদ্ভুদ বস্তু নিলেন তাদের রাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য। চারজন ব্যবসায়ী অনুমান করলেন, প্রচণ্ড তাপমাত্রায় মরুভুমির বালু গলে এ অদ্ভূদ বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে। চারজন ব্যবসায়ীর মধ্যে একজন বললেন ভাইয়েরা এই বস্তুটি আমরা আবিষ্কার করেছি সুতরাং এই বস্তুটির একটি নাম দিতে হবে। সবাই চিন্তা করার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে, আমরা চারজন এটি আবিষ্কার করেছি তাই এমন নাম দেওয়া উচিৎ যাতে আমাদের চারজনের নামই উল্লেখ থাকবে। পরবর্তীতে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যেহেতু তাদের বাণিজ্যক প্রতিষ্ঠানের নাম "কাআচ" তাই এই নামানুসারে এই বস্তুর নাম হবে "কাআচ"।

কিছুদিন পরে তারা তাদের রাষ্ট্রে ফিরে আসেন। তারা দেশের জ্ঞানী লোকদের সেই অদ্ভুদ বস্তু দেখান যার নাম তারা দিয়েছিলেন "কাআচ"। জ্ঞানী লোকেরা বিভিন্ন প্রয়োগ ও গবেষণার পর সিদ্ধান্তে আসেন। এটি একটি অমূল্য সম্পদ। যা আমাদের উন্নত দেশ গড়তে প্রচুর সহায়তা করবে। তারা আরও গবেষণা চালাতে থাকেন। পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শাসকদের তারা 'কাআচ' উপহার দেন এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন। বিভিন্ন বাদশাহ ও সম্রাট মরুভুমি থেকে সমস্ত 'কাআচ' উদ্ধার করেন।

এরপর এটি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। লোকেরা উচ্চারণ ভেদে কালক্রমে এই 'কাআচ' নাম থেকে সবাই "কাচ" উচ্চারণ শুরু করে। বর্তমানে এটি "কাঁচ" হিসেবে পরিচিত। বহু গবেষণার পর বর্তমানে আমরা কাঁচ তৈরি ও এর পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছি।

নুরি আরশি লিসা
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১০

স্মৃতির পাতা

মানুষের জীবনে স্মৃতি ভালো হোক কিংবা খারাপ সবসময়ই মানুষকে তাড়িত করে। আমার জীবনে কিছু স্মৃতি রয়েছে যা আমাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় কলেজ জীবনে ফেলে আসা রঙিন দিনগুলোর কথা। দিনটি ছিল ১০ই ফেব্রুয়ারি সময়টি এমন ছিল, সবেমাত্র দ্বাদশ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছি। শীতের আমেজ এখনও কাটেনি বললেই চলে। সবার মনে বেজে উঠেছে ছুটির ঘণ্টা। অর্থাৎ সবকিছু থেকে বেড়িয়ে একটি দিন বনের মুক্ত পাখির মতো খোলা আকাশে উড়োনোর সমতুল্য আনন্দ। আমাদের কলেজ কর্তৃক সিদ্ধান্ত হয়েছে এবার আমরা শিক্ষা সফরে যাব রামসাগর, দিনাজপুর। যেই কথা সেই কাজ, ওমনি শুরু হয়ে গেল শিক্ষা সফরের পূর্ব পরিকল্পনা। গুনতে গুনতে অপেক্ষার প্রহর শেষ।

১০ই ফেব্রুয়ারি, সেদিন যেন ভোরে পাখিদের কিচির মিচির আওয়াজ শুনতে না শুনতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। মনের মধ্যে খুব উত্তেজনা কাজ করছে। সকাল ৭টায় আমরা সকলে কলেজ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হই। এরপর সকালের নাস্তা শেষ করে ৬টি বাস যোগে রওনা হই। গন্তব্য রামসাগর, দিনাজপুর। যাত্রাপথে আমরা বেশ কয়েকটি দর্শনীয় স্থান লক্ষ্য করি, গোবিন্দগঞ্জ এর সাঁওতাল পল্লী, নয়াবদ মসজিদ, দিনাজপুর হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। যাত্রাপথে পুরোটা সময় যেন হৈ-হুল্লোর করে কেটেছে। পরিশেষে পৌঁছে গেলাম রামসাগর। দিনাজপুর জেলা শহর থেকে প্রায় ৮ কি.মি দক্ষিণে তাজপুর গ্রামে অবস্থিত এই রামসাগর দিঘীটি।

ধারণা করা হয় পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে (১৭৫০-১৭৫৫) খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী প্রচণ্ড এক খরা দেখা দিলে পানির অভাবে মৃত্যু হয় হাজার হাজার প্রজার। তৎকালীন রাজা প্রাণনাথ স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই বৃহৎ দিঘীটি খনন করেন। যা বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ মানব সৃষ্ট দিঘী হিসেবে পরিচিতি। স্বপ্নাদৃষ্ট রাজা তার পুত্র যুবরাজ রামনাথ এর নাম অনুসারে এই দিঘীর নামকরণ করেন রামসাগর। পুকুরটি খনন করতে কাজ করেছিল প্রায় ১৫ লক্ষ শ্রমিক এবং অর্থ ব্যয়ের পরিমান ছিল প্রায় ৩০ হাজার টাকা। তবে রাম সাগরকে কেন্দ্র করে প্রচলিত রয়েছে নানান লোককথা। জানা অজানা অনেক ইতিহাস। যেহেতু রামসাগরের আয়তন ৩৭, ৪৯২ বর্গ কি.মি.তাই পায়ে হেঁটে এটিকে প্রদক্ষিণ করা সম্ভব ছিল না তাই ভ্যান গাড়ি যোগে পুরো রামসাগর দিঘির চারপাশটা ঘুরে দেখলাম । চিড়িয়াখানায় হরিণ দেখেছিলাম। পুরোনো একটি মন্দিরও চোখে পড়ল ও বানর দেখেছিলাম, বিশাল আকারের এক অজগর সাপও দেখছিলাম। এরপর আমরা সবাই একসাথে দুপুরের আহার শেষ করলাম যদিও বেলা গড়িয়ে তখন বিকেল হয়ে গেছে। আহার করে কিছুক্ষণ পর এবার আমরা রওনা হলাম দিনাজপুর রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে।

এই রাজবাড়িটি যেন আজও বহন করে শত শত বছর পূর্বের ইতিহাস। অপরূপ সে কর্মকার্য অপরূপ সে স্থাপনা। সময় স্বল্পতার কারণে খুব বেশিক্ষণ অবস্থান করা সম্ভব হয়নি দিনাজপুর রাজবাড়িতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এবার ফিরবার পালা। আমরা গাইবান্ধার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

সারাটা দিন বন্ধুদের সাথে ঘোরাঘুরি বন্ধুদের সাথে জীবনের কাটানো মুহূর্ত গুলো আমার স্মৃতির পাতায় যেন একটি রঙিন দিন। হঠাৎ মা এসে ডাকল চেতনায় ফিরে এসে বুঝলাম আয়াতকে আমার কলেজ জীবনের পুরোনো কিছু ছবি দেখাতে গিয়ে আমি কল্পনায় ফিরে গিয়েছিলাম আমার ফেলে আসা স্মৃতির আঙ্গিনায়।

আফিফা নুঝাত তূবা
শ্রেণিঃ একাদশ (মানবিক), শাখাঃ
রোলঃ ৪২

সাফল্যের চাবিকাঠি আত্মবিশ্বাস

মানুষের মনে শক্তি অসীম। তবে এ শক্তিকে কাজে লাগাতে প্রয়োজন নিজের ওপর বিশ্বাস অর্থ্যাৎ আত্মবিশ্বাস আমি পারি আমি পারবো, এ বিশ্বাস যে সাফল্যের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বাসের দ্বারা মানুষ কত অসাধ্য যে সাধন করেছে তার উদাহরণ পৃথিবীতে অজস্র রয়েছে, এটি বোঝানোর জন্য দু'একটি উদাহরণ যথেষ্ট। হাজার বছর ধরে দৌড়বিদরা ৪ মিনিটে এক মাইল দৌড়ানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন যে এটা সম্ভব নয়। কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা, রজ ব্যানিস্টার প্রথম ৪ মিনিটে এক মাইল দৌড়ের রেকর্ড স্থাপন করলেও ঠিক ৬ সপ্তাহ পর জনল্যান্ডি ২ সেকেন্ডের ব্যবধানে ব্যানিস্টারের রেকর্ড ভেঙেছিলেন, তাহলে আপনারাই চিন্তা করুন শুধু বিশ্বাস দিয়ে বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত করা যায়। শুধু দৌড় বা কোন প্রতিযোগিতা নয়, জীবনের সর্ব-ক্ষেত্রেই এই বিশ্বাস এমন এবং শক্তির প্রতীক যার কোন যৌক্তিক সীমানা নাই। সেখানেই রয়েছে গভীর বিশ্বাস। পৃথিবীতে যারা বিত্তবান হয়েছেন, ধনকুবের বলে পরিচিতি পেয়েছেন, তাদের কজনই বা সোনার চামুচ মুখে দিয়ে জন্মেছেন? তাদের শতকরা ৯০ জন এসেছেন অত্যন্ত সাধারণ পরিবার থেকে। বলা যায়, মার্কিন ধনকুবের এন্ডকার্নিগির কথা, তিনি ছিলেন বস্তির সন্তান। ১২ বছর বয়সে তিনি গিয়েছিলেন এক পাবলিক পার্কে প্রবেশ করতে, কিন্তু দারোয়ান তার নোংরা আর মলিন পোশাকের জন্য পার্কে প্রবেশ করতে দেয়নি। তিনি তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যেদিন তার টাকা হবে সেদিন তিনি পার্কটি কিনে নিবেন। ৩০ বছর পর তার প্রতিজ্ঞা পূরুণ করেছিলেন, তিনি সে পার্কটি কিনে নিয়েছিলেন এবং সাইনবোর্ডে লিখেদিয়েছিলেন "আজ থেকে দিন বা রাতে যে কোন মানুষ যে কোন পোষাকে এই পার্কে প্রবেশ করতে পারবেন"। মৃত্যুর আগে তিনি তার সমস্ত সম্পদ জনহিতকর কাজে দান করে যান। এমন অনেক আত্ম বিশ্বাসের ক্ষমতার অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়।

আমরা যুক্তিনিষ্ঠ আর বিজ্ঞানমনস্ক হলেও এদের মত মনের শক্তিতে বিশ্বাসী হতে হবে। আমাদের সম্ভাবনাও অনন্ত, আমরাও এদের মত অমূল্য সম্পদের অধিকারী কিন্তু "আমরা" এসব বিষয় গুলোতে পুরোপুরি সচেতন নই। এই সম্পদ হলো আমাদের মন, আমাদের বিশ্বাস। নিউরো সাইন্টিস্টরা বলেন মানব মস্তিষ্ক সর্বাধুনিক সুপার কম্পিউটারের চেয়ে কমপক্ষে ১০ লক্ষ্যগুন বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন, আমরা যদি এই অমূল্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার না করি তবে আমাদের হত-দরিদ্র আর ব্যর্থ জীবন নিয়ে থাকতে হবে। সাধারণরা এই ব্রেনের ৪/৫ শতাংশ ব্যবহার করেছেন অন্যদিকে প্রতিভাবান ব্যক্তিরা এই ব্রেনের ১০/১৫ শতাংশ ব্যবহার করে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আমরাও যদি এই বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে মন ও মস্তিষ্কে ব্যবহার করতে পারি, তাহলে আমরাও নিঃসন্দেহে খ্যাতিমান, বিত্তবান ও সুফল মানুষ হয়ে উঠতে পারবো ইন্‌শাআল্লাহ।

মো. নিয়ামুল হাসান নোমান
শ্রেণিঃ একাদশ (মানবিক), শাখাঃ
রোলঃ ২৮

পুত্রের প্রতি পিতার নসীহত

হযরত লোকমান (আঃ) বিখ্যাত হাকীম ছিলেন। কুরআন পাকেও তাহার নসীহত সমূহ উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি একজন কালো হাবশী গোলাম ছিলেন। আল্লাহ তায়ালার দয়ায় তিনি হাকীম লোক-মান হইয়া গেলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে এখতিয়ার দিয়ে ছিলেন যে, হেকমত ও রাজত্ব এই দুইয়ের মধ্যে যে কোনো একটি তোমার ইচ্ছা গ্রহণ করিয়া লও। তিনি হেকমতকে গ্রহণ করিয়া নিলেন। তিনি তার সম্পূর্ণ জীবন দশায় তার পুত্রকে অসংখ্য নসীহত করে গেছেন। উহা বড় আশ্চর্যজনক। সেই সকল নসীহত হইতে কিছু নসীহত :-

(১) বেটা! উলামাদের মজলিসে বেশি বেশি বসিও এবং বিজ্ঞ লোকেদের কথা গুরুত্ব সহকারে শুনিও।

(২) বেটা! যে ব্যাক্তি মিথ্যা বলে, তাহার চেহারার সৌন্দর্য চালিয়া যায়। যাহার অভ্যাস খারাপ হইবে, তাহার উপর দুশ্চিন্তা সওয়ার হইবে।

(৩) বেটা! যখন পেট ভরা থাকে, তখন খাইও না। পেট ভরা অবস্থায় খাওয়ার চাইতে কুকুরকে দিয়া দেওয়া ভাল।

(৪) বেটা! তুমি এত মিষ্টি হইও না যে, মানুষ তোমাকে গিলিয়া ফেলে। আর এত তিক্ত হইও না যে, মানুষ তোমাকে থুথুর মত ফেলিয়া দেয়।

(৫) বেটা! তুমি মোরগের চাইতে বেশি অক্ষম হইও না। সে তো শেষ রাত্রিতে জাগিয়া চিৎকার শুরু করিয়া দেয়, আর তুমি নিজের বিছানায় পড়িয়া ঘুমাইতে থাক।

(৬) বেটা! তওবা করিতে দেরি করিও না। কেননা, মৃত্যুর নির্ধারিত কোন সময় নাই। যে কোন সময় উহা হঠাৎ আসিয়া পড়ে।

(৭) বেটা! মূর্খের সহিত বন্ধুত্ব করিও না। এমন না হয় যে, তাহার মূর্খতাসুলভ কথাবার্তা তোমার ভাল লাগিতে আরম্ভ করে।

(৮) বেটা! করজ হইতে নিজেকে হেফাজতে রাখিও। কেননা, ইহা দিনের বেলায় অপমান এবং রাত্রিতে দুশ্চিন্তা।

(৯) বেটা ! আল্লাহর রহমতের উপর এই পরিমাণ আশা রাখ, যেন গুণাহ্ করিবার সাহস না হয়।

(১০) বেটা! যখন গুনাহ করিতে চাও, তখন এমন জায়গা তালাশ কর যেখানে আল্লাহ এবং তাঁহার ফেরেশতাগন দেখিতে পান না।

(১১) বেটা! গুরুত্ব সহকারে জানাযায় শরীক হইও- এবং অহেতুক অনুষ্ঠানাদিতে শরীক হওয়া থেকে বাঁচিয়ে থাকিও।

(১২) বেটা! মিথ্যা হইতে নিজেকে হেফাজত রাখ। মিথ্যা বলা পাখির গোশতের মত স্বাদ তো মনে হয়। কিছু অতি সত্তর উহা মিথ্যাবাদীর ব্যক্তির সহিত শত্রুতার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

(১৩) বেটা! নেক আমল আল্লাহ তালার সহিত একীন ব্যতীত হইতে পারে না। একীন দূর্বল হইলে আমল দূর্বল হইবে।

(১৪) বেটা! 'রব্বিগ ফিরলী'। অধিক পরিমাণে পড়িতে থাক।

আশরাফী আলম সঙ্গী
শ্রেণিঃ অষ্টম, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ০৪

খাদ্য গ্রহণে আমাদের সচেতনতা

পৃথিবীতে যেসব আহার্য উপাদান জীবদেহের বৃদ্ধি, শক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ এবং ক্ষয়পুরণ করে তাকে খাদ্য বলে। মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম মৌলিক চাহিদা হলো খাদ্য। নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি প্রত্যেক মানুষের অধিকার। তবে সেই খাদ্য অবশ্যই নিরাপদ এবং ভেজালমুক্ত হতে হবে। নিরাপদ খাদ্যের অন্যতম শর্ত হচ্ছে পুষ্টিগুণ সঠিক রাখা, পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণে সকল ধরনের নিয়ম বা আইন মেনে চলা।

আমরা দেশের লাখ লাখ মানুষ প্রতিনিয়ত রাস্তাঘাট, ফুটপাত, লঞ্চ স্টিমার, বাস স্ট্যান্ড, স্টেশন, হোটেল-রেস্তোরায় খাবার খেয়ে থাকি। মুখরোচক এইসব খাবারের মান নিয়ে বরাবরই প্রশ্ন ওঠে। কারণ, আমরা প্রায়ই এসব খাবার খেয়ে নানাভাবে অসুস্থ ও স্বাস্থ্য-সমস্যার সম্মুখীন হই। রাস্তাঘাটে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এসব খাদ্যসামগ্রীতে মেশানো হচ্ছে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর রং ও রাসায়নিক উপাদান। একটি গবেষণা থেকে জানা গেছে, রাস্তা বা ফুটপাতে যেসব খাবার তৈরি ও বিক্রি হয়, তার ৯০ শতাংশই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। রাস্তার পাশে খোলা স্থানে তৈরি করা এসব খাদ্যসামগ্রীতে দূষিত পানি ও ভোজ্যতেলের একাধিকবার ব্যবহার এবং পরিমাণের চেয়ে বেশি রং অথবা রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি। বাতাসে ধুলাবালি, গাড়ির কালো ধোঁয়া, অপরিচ্ছন্ন হাত ও পরিধেয় বস্ত্র থেকে জীবাণু সংক্রমণ হয়ে খাদ্য অনিরাপদ হয়। অন্যদিকে শহর এবং গ্রামে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত খামারে মাছ অথবা হাঁস-মুরগি কিংবা ডিম উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিষাক্ত বর্জের ব্যবহার অহরহ। কম মূল্যে এসব রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারে খাদ্যের উৎসই অনিরাপদ হয়ে উঠছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ রাখতে নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের বিকল্প নেই এটি জানার পরও শুধুমাত্র আর্থিক লোভের আশায় একে অপরকে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে ফেলছি। অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষের শরীরে পেটের পীড়া, ডায়রিয়া, বমি, জ্বর, আমাশয়, টাইফয়েডসহ নানা ধরনের অসুস্থতা দেখা দেয়। ফলে একটি পরিবারের আয়ের একটি বড় অংশ চিকিৎসার জন্য খরচ করতে হয় যেটি দরিদ্র্য, মধ্যবিত্ত অথবা যেকোনো পরিবারের জন্য কষ্টকর। ফলে সংসারের খরচের উপর চাপ বেড়ে যায় এবং মানুষের পরিবারের ব্যয়ের হিসাব একই রকম থেকে যায়।

আমাদের সমাজে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তিতে রয়েছে অস্বস্তি। এমন অবস্থার নিরসন হওয়া জরুরি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিরাপদ খাদ্য গ্রহনে জনসচেতনতা ও নিরাপদ খাদ্য আইন প্রয়োগ দুর্বল। এক্ষেত্রে একজন সচেতন ভোক্তা হিসেবে নিরাপদ খাদ্য গ্রহণে আমাদের করণীয় আমাদেরকেই ঠিক করতে হবে। কোন ভুল ও মিথ্যা চাটুকর বিজ্ঞাপনে প্রতারিত হওয়া থেকে সতর্ক থাকতে হবে। খাদ্য সংরক্ষণ বা মজুদ করার সময় সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। সার্বিকভাবে আমাদেরকে খাবার ক্রয়কালীণ পছন্দের ওপর স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহনের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। পারিবারিকভাবে আমাদের সচেতনতার অংশ হিসেবে নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ৫টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা মেনে চলা আমাদের জন্য আবশ্যিক। যেমন- (১) খাবার প্রস্তুত ও গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।

(২) খাদ্যবাহিত রোগ প্রতিরোধে কাঁচা ও রান্না করা খাদ্য আলাদা করে রাখা।

(৩) সঠিক তাপমাত্রায় খাবার রান্না করতে হবে। খাদ্যের কেন্দ্রস্থ তাপমাত্রা ৭০ ডিগ্রি সেঃ এ ন্যূনতম ২ মিনিট জাল করতে হবে।

(৪) পারিবারিকভাবে খাবার ফ্রিজে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তৈরিকৃত খাদ্য দ্রব্য ফ্রিজে নরমালে ৫ ডিগ্রি সেঃ এর নিচের এবং ডিপে দীর্ঘসময় সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ১৮ ডিগ্রি সেঃ এর নিচের তাপমাত্রায় রাখতে হবে।

(৫) নিরাপদ পানিদ্বারা শাক-সবজি ফলমুল পরিষ্কার করে নিতে হবে।

সুতরাং খাদ্যের নিরাপদ সংরক্ষণ পারিবারিক সচেতনতার গুরুত্ব অপরিসীম। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, খাবারের উৎস থেকেই খাবার নিরাপদ রাখতে হবে। কারণ যিনি খাদ্য বিক্রেতা অথবা মজুদকারী অজান্তে তাঁর পরিবারের সদস্যরাও অনিরাপদ বিষাক্ত খাদ্য খেয়ে অসুস্থ হতে পারে। মনে রাখতে হবে যে, আপনার আমার ঠিকানা হাসপাতাল নয়। আমাদের সকলের ঠিকানা হোক আপন ঘর।

ড. অনামিকা সাহা
উপাধ্যক্ষ

বছরক্রান্তিতে হালখাতা

"বছর শেষে ঝরা পাতা বলল উড়ে এসে, একটি বছর পেরিয়ে গেল হাওয়ার সাথে ভেসে"। বাঙালি সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত এক সর্বজনীন প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। নববর্ষের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখে অতীতের কথা ভুলে গিয়ে আমরা নতুনের আহ্বানে সঞ্জীবিত হয়ে উঠি। নববর্ষ আমাদের জীবনে নিয়ে আসে নতুন স্বপ্ন, বেঁচে থাকার নবীন আশ্বাস। প্রাত্যহিক কাজকর্মের পরিবর্তে এই দিনে বাঙালির ঘরে ঘরে চলে উৎসবের আমেজ-ঘরবাড়ি পরিষ্কার হয়, সবাই পরিধান করে নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ, আয়োজন চলে পান্তা-ইলিশের, সবাই দল বেঁধে যায় বৈশাখী মেলায়। বস্তুত, নববর্ষ মিশে আছে বাঙালির সত্তার সঙ্গে, আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে। সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনের দর্পণ। এটা নিরন্তর চর্চার বিষয়। আমরা যা ভাবি, পছন্দ করি এবং যা প্রতিদিনের জীবনাচরণে প্রতিফলিত হয় তা-ই আমাদের সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানে নিজস্বতা নিয়ে সুন্দরভাবে বিচিত্রভাবে বেঁচে থাকা।

বাঙালির আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে বাংলা নববর্ষের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। সাংস্কৃতিক পরিচয়, জাতিসত্তার ঠিকানা এবং প্রতিবাদের শক্তি-উৎস হিসেবে নববর্ষের যেমন ভূমিকা রয়েছে, তেমনি রয়েছে তার অর্থনৈতিক গুরুত্ব। বাঙালির অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে নববর্ষের রয়েছে একটি নিবিড় সংযোগ। দূর অতীতে নববর্ষের প্রথম দিন থেকেই বাঙালির অর্থনৈতিক জীবনের বার্ষিক নতুন পথচলা শুরু হতো-এখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে এই ঐতিহ্য। ব্যবসায়ীদের কাছে এ অনুষ্ঠান 'হালখাতা' নামে পরিচিত। হালখাতা হল পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে পালিত একটি উৎসব যাতে গত বছরের সমস্ত হিসাব-নিকাশ শেষ হয় এবং একটি নতুন খাতা খোলা হয়। এটি বাঙালি দোকানদার এবং ব্যবসায়ীদের দ্বারা পালন করা হয়। হালখাতা হলো বছরের প্রথম দিনে দোকানপাটের হিসাব আনুষ্ঠানিকভাবে হালনাগাদ করার প্রক্রিয়া। বছরের প্রথম দিনে ব্যবসায়ীরা তাদের দেনা-পাওনার হিসাব সমন্বয় করে এদিন হিসাবের নতুন খাতা খোলেন। এজন্য ক্রেতাদের বিনীতভাবে পাওনা শোধ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়; শুভ হালখাতা কার্ড-এর মাধ্যমে ঐ বিশেষ দিনে দোকানে আসার নিমন্ত্রণ জানানো হয়। এই উপলক্ষে নববর্ষের দিন ব্যবসায়ীরা তাদের ক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করান। ক্রেতারাও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পুরোনো দেনা শোধ করে দেন। আগেকার দিনে ব্যবসায়ীরা একটি মাত্র মোটা খাতায় তাদের যাবতীয় হিসাব লিখে রাখতেন। এই খাতাটি বৈশাখের প্রথম দিনে নতুন করে হালনাগাদ করা হতো। হিসাবের খাতা হাল নাগাদ করা থেকে "হালখাতা"-র উদ্ভব। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছোট-বড় মাঝারি যেকোনো দোকানেই এটি পালন করা হয়ে থাকে। হালখাতা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের সেতুবন্ধন তৈরি হয়।

বছরক্রান্তিতে সনাতন ধর্মাবলম্বী হিসেবে এই হালখাতা অনুষ্ঠানটির সাথে নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ হয় আমার ছেলেবেলায়। আমার বাবা পেশায় একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন। পহেলা বৈশাখের সকালে নতুন বস্ত্র পরিধান করে সিদ্ধিদাতা গণেশ ও বিত্তের দেবী লক্ষ্মীর পূজা করা হতো এই কামনায় যে, সারা বছর যেন ব্যবসা ভাল যায়। দেবতার পূজার্চনার পর তার পায়ে ছোঁয়ানো সিঁদুরে স্বস্তিকা চিহ্ন অঙ্কিত ও পয়সা দিয়ে শ্বেত ও রক্ত চন্দন এবং কাঁচা হলুদ চর্চিত খাতায় নতুন বছরের হিসেব-নিকেশ আরম্ভ করা হতো। হালনাগাদের খাতাটি ছিল লাল রঙের সালু কাপড়ের মলাটে মোড়ানো। দুই-তিন ভাঁজ করে তার উপর ফিতা দিয়ে বেঁধে রেখে হাত বিনিময় হতো। এই খাতাটিই ছিলো সারা বছরের যাবতীয় হিসাব বিবরণীর নথি।। এই দিন ক্রেতাদের আনন্দদানের জন্য মিষ্টান্ন, নাড়ু, সন্দেশ, ঠান্ডা পানীয় প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হতো। আমাদের গ্রামে অনেক ব্যবসায়ী অক্ষয় তৃতীয়ার দিনেও হালখাতা বা শুভ মহরত অনুষ্ঠান করতেন।

নববর্ষের প্রথম দিনে বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে কৃষিকাজের সূচনা হয়। হয়তো মাঠ চাষের অনুপযোগী, বৃষ্টির জন্য কৃষক আকাশের দিকে তাকিয়ে, তবু নববর্ষ এলে শুভ-সূচনার উৎস হিসেবে তিনি মাঠে যান, সামান্য চাষ করে নতুন বছরের কৃষিকাজ শুরু করে দেন। এভাবে বাংলার কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গেও নববর্ষের রয়েছে আত্মিক সম্পর্ক। নববর্ষের সঙ্গে অন্য যে প্রসঙ্গটি নিবিড়ভাবে জড়িত, তা হলো বৈশাখী মেলা। নববর্ষে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসে মেলা। বৈশাখ মাসজুড়ে চলে এই মেলা। কোথাও বা তিনদিন বা সাতদিনের মেলাও বসে। এসব মেলায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি হয়, বিক্রি হয় নানা ধরনের খেলনা। এসব মেলায় যাত্রা, পুতুল নাচ ও সার্কাস বসে, গ্রামীণ জীবনে দেখা দেয় নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা। অতীতে, বাংলার সামন্তযুগে, নববর্ষের সঙ্গে 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো। এই অনুষ্ঠানে প্রজা সাধারণ জমিদারকে খাজনা পরিশোধ এবং নতুন বছরের খাজনা প্রদানের সূত্রপাত করত। জমিদারতন্ত্রের অবসানের ফলে এ প্রথা এখন উঠে গেছে।

"তুমি, নির্মল করো, মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে ॥
তব, পূণ্য-কিরণ দিয়ে যাক্, মোর
মোহ-কালিমা ঘুচায়ে" ---------- রজনীকান্ত সেন।

নববর্ষের পূণ্য কিরণে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জীবন নির্মল হোক। এই প্রত্যাশায়--------
শুভ নববর্ষ-১৪৩০।

মোহাম্মাদ শিশির তালুকদার
প্রভাষক
ইংরেজি

"সাফল্যের রহস্য"

এ জগতে বহু সফল মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, অনেকে অতি সহজে সাফল্য লাভ করেছেন, অনেকে করেছেন অতি কষ্টে। অবশ্য প্রত্যেকের সাফল্যের পিছে একাধিক কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রধান যে কারণে মানুষ সফল হয়, তাকে তার সাফল্যের রহস্য বলা যেতে পারে। তার মধ্যে একটি হল সততা ও সত্যবাদিতা। অভিজ্ঞগণ বলেন, 'কোনও কাজ নিষ্পত্তি করার দৃঢ় অঙ্গীকার করতে হয় দুটি তত্ত্বের উপর। সে দুটি হল: সততা ও বিজ্ঞতা। যদি তোমার আর্থিক ক্ষতিও হয়, তবু তোমার অঙ্গীকারে দৃঢ় থাকার নামই সততা। আর বিজ্ঞতা হচ্ছে, যেখানে ক্ষতি হবে সেই রকম বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ না হওয়া। প্রতিশ্রুতি পালনে বদ্ধপরিকর হলে মানুষের সততা প্রকাশ পায়। আর তারই উর্বর মাটিতে উদ্‌গত হয় সাফল্যের কচি কিশলয়। পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদিতা, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, দুর্নীতি প্রভৃতি মানুষকে সাফল্যের পথ প্রদর্শন করে না।

প্রাচীন কালে প্রাচ্যের এক দেশের রাজা অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়লে তিনি ঠিক করলেন, এবার দেশের পরবর্তী রাজা তিনি নিজেই নির্বাচন ক'রে যাবেন। কিন্তু তিনি এ নির্বাচনে একটি অভিনব পন্থা অবলম্বন করলেন।
তিনি রাজ-পরিবারের কাউকে নির্বাচন করলেন না।
নৈকট্যপ্রাপ্ত কোন মানুষকেও না।

তিনি তাঁর দেশের বাছাই করা যোগ্য তরুণদেরকে রাজদরবারে উপস্থিত করলেন। তাদেরকে আপ্যায়ন করে বললেন, "আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। এখন এ দেশের একটি নতুন রাজা নির্বাচনের সময় এসেছে। আমি আশা করব, সে রাজা হবে তোমাদেরই মধ্য হতে একজন। তবে আমি একটি পরীক্ষার মাধ্যমে তাকে এখতিয়ার করব।"

অতঃপর রাজা তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে কোন গাছের বীজ দিয়ে বললেন, 'এই বীজটি তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ টবে রোপণ করবে। অতঃপর রীতিমতো তার সিঞ্চন ও পরিচর্যা করবে। তারপর এক বছর পরে তোমরা আমার সাথে ঠিক এই জায়গায় দেখা করবে। আমি তোমাদের মধ্যে যার গাছ সুন্দর ও ফুল-ফলে সুশোভিত দেখব, তাকে এ রাজ্যের রাজা নির্বাচন করব।' তরুণদের মধ্যে একজনের নাম ছিল লঞ্জ। খুশীতে মাতোয়ারা হয়ে বীজ নিয়ে বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে সব কথা খুলে বলল। মা কাজটিকে অতি সহজ মনে করল। যেহেতু তার বাড়িতে এমনিই কত গাছ টবে লাগানো আছে এবং ফুল-ফলে সুশোভিত আছে। বড় আনন্দের সাথে ছেলেকে আশা প্রদান করল। ছেলের গাছ লাগানোতে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করল। প্রত্যহ তার যথাযথ সিঞ্চন করতে ও যত্ন নিতে লাগল। যাতে তার ছেলে দেশের পরবর্তী রাজা হয় এবং সে হয় রাজমাতা।

কিন্তু কোথায়? রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখতে দেখতে তিন সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে গেল। লঞ্জের টবে রোপিত বীজ অঙ্কুরিত হল না। মা ও ছেলে অবাক হল। ওদিকে অন্যান্যদের খবর নিতে শোনা গেল সকলের গাছ সুন্দরভাবে যথা নিয়মে বৃদ্ধিলাভ করছে। কেবল লঞ্জেরই চারা এখনও মাটি ঠেলে পৃথিবীর মুখ দেখল না।

কেন? কী ব্যাপার? লঞ্জ নিজেকে বিফল ও ব্যর্থ মনে করে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল। আরো কিছুদিন অতিবাহিত হলে সে ও তার মা নিশ্চিত হল যে, তাদের সেই বীজ থেকে কোন গাছ হবে না। যেহেতু পচে মাটির সাথে তা মিশে গেছে।

দেখতে দেখতে রাজার সাথে সাক্ষাতের দিন এসে উপস্থিত হল। সকলেই তাদের নিজ নিজ টবে সুন্দর সুন্দর ফুল-ফলে সুশোভিত গাছ নিয়ে রাজদরবারে উপস্থিত হল। সকলের গাছ ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতার মতো। কিন্তু লঞ্জের টবে কোন গাছ ছিল না। সবাই আগেভাগে নিজ নিজ গাছ রাজার সম্মুখে পেশ করল। আর লঞ্জ ভর্ৎসনা ও লাঞ্ছনার ভয়ে সকলের পিছনে লুকোচুরি খেলছিল।

একটার পর একটা তরুণ নিজ নিজ গাছ প্রদর্শন করে দরবারের এক পাশে আসন গ্রহণ করল। পরিশেষে লঞ্জকে দেখা দিতেই হল । না জানি রাজা কী হুকুম করে বসেন, এই ভয়ে সে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। হয়তো-বা তার গর্দানই কাটা যায়। তবুও সে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মাণ হল। রাজা তার দিকে এক নজর তাকিয়ে মুখ নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী নাম তোমার? লঞ্জ তার নাম বললে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার গাছ কোথায়?" সে বলল, মহাশয়! আমার বীজটি সম্ভবতঃ খারাপ ছিল। তাই অঙ্কুরিত হয়নি। সভাস্থ সকলেই হো-হো শব্দে হেসে উঠল। কিন্তু রাজা মশায় সকলকে চুপ থাকতে আদেশ করে বললেন, তোমরা তোমাদের দেশের নতুন রাজাকে মোবারকবাদ জানাও। সকলেই অবাক, হতবাক। খোদ লঞ্জও। কেউই এ কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না। ব্যাপার কী?

রাজা মশায় রহস্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, আমি এক বছর আগে তোমাদের প্রত্যেককে একটি করে বীজ দিয়ে বিশেষ প্রযত্নে গাছ ফলিয়ে দেখানোর কথা বলেছিলাম। কিন্তু এ কথা বলিনি যে, বীজগুলি গরম পানিতে সিদ্ধ করা এবং অঙ্কুরিত হওয়ার অযোগ্য।

কিন্তু তোমরা আমাকে প্রতারিত করার জন্য মিথ্যা ও ছলনার আশ্রয় নিয়ে অন্য বীজ দিয়ে গাছ লাগিয়ে তা ফুল ফলে সুশোভিত ক'রে এনে দেখিয়েছ। তোমরা ধারণা করেছ, ধোঁকাবাজি ও ছলনা তোমাদেরকে রাজা বানিয়ে দেবে! কিন্তু লঞ্জ তা করেনি। ইছা করলে সেও তোমাদের মতো কিছুদিন পরে বীজ অঙ্কুরিত হতে না দেখে অন্য বীজ বপন করে গাছ এনে দেখাতে পারত। কিন্তু সে রাজাকে প্রতারিত করতে চায়নি। আশা করি সে আমার প্রজাদেরকেও প্রতারিত করবে না। অতএব আমার নিকট তার আমানতদারি, সততা ও সাহসিকতা প্রমাণিত হওয়ার ফলে আমি তাকে এ দেশের ভাবী রাজা নির্বাচন করলাম।

হ্যাঁ, রাজা সঠিকভাবে সঠিক প্রতিনিধিই নির্বাচন করলেন। নচেৎ আমরা যদি মিথ্যাবাদিতা ও প্রতারণার বীজ বপন করি, তাহলে যথাসময়ে বিফলতা ও ব্যর্থতার কাঁটাই কর্তন করব। আর আমরা যদি যথাসময়ে সততা, সত্যবাদিতা ও আন্তরিকতার বীজ বপন করি, তাহলে যথাসময়ে আমরা ভালোবাসা ও সাফল্যের সফল কর্তন করব। সাফল্যকামীর সর্বদা মনে রাখা উচিত, আমরা আজ যা বপন করব, আগামীকাল তাই কর্তন করব। নিম গাছ লাগিয়ে আঙুর ফলের আশা করা ভুল ।

সাফল্যের অন্যতম রহস্য হল আশাবাদিতা। তার মানে বিফলতার মাঝেও সফলতার আলো খুঁজে নেওয়া এবং ব্যর্থতায় নিরাশ না হওয়া। অপ্রিয় কিছু সামনে এলেও তাকে প্রিয় বানিয়ে নিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। কোনও ঘটন-অঘটনের নেতিবাচক ফল না নিয়ে ইতিবাচক ফল নিতে চেষ্টা করা।

একজন সফল ব্যক্তিকে তাঁর সাফল্যের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, নিয়মানুবর্তিতা বা সময়ানুবর্তিতা।' আর একজন বলেছেন, আমার সাফলের রহস্য হল অবিরাম প্রচেষ্টা।

একজন সফল চিন্তাবিদ বলেছেন, 'সাফল্য কেবল সৌভাগ্যই নয়। তা পরিপূর্ণ প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়ন করতে হয়।' সাফল্য লাভের চেষ্টায় এক সাথে সব কিছুতে সাফল্য লাভ করতে চাওয়াটা ভুল পদক্ষেপ হবে। সুতরাং যেটা সহজ ও সাধ্যাধীন তা দিয়েই শুরু করা কর্তব্য। নচেৎ এমনও হতে পারে যে, সবগুলি এক সাথে পেতে গিয়ে সবগুলিই হারিয়ে যাবে।

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সফল মানব/ আব্দুল হামিদ ফাইযী আল মাদানী)

মো. ফরহাদ হোসেন
প্রভাষক
বাংলা

আমাদের প্রচলিত কিছু ভুল পর্ব - ৩

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কার্যকরী	কার্যকর
সাম্প্রতিককাল	সাম্প্রতিক/সম্প্রতি
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত/অধীন
কর্তৃপক্ষগণ	কর্তৃপক্ষ
সমৃদ্ধশালী	সম্পদশালী/সমৃদ্ধ

'কার্যকরী' শব্দটির প্রয়োগ বা শুদ্ধরূপ হলো 'কার্যকর'। 'কার্যকর' শব্দের অর্থ ফলদায়ক বা উপযোগী। সুতরাং 'কার্যকরী' শব্দটির শেষে ঈ-কার ব্যবহার বাহুল্য।

'সাম্প্রতিক' বা 'সম্প্রতির' মধ্যে কাল নিহিত আছে। তাই 'সাম্প্রতিককাল' ব্যবহার করা অপপ্রয়োগ। অতএব শব্দটির প্রয়োগ হবে 'সাম্প্রতিক'/'সম্প্রতি'।

'আয়ত্ত' শব্দের অর্থই 'অধীন' এজন্য 'আয়ত্ত' শব্দের সাথে 'অধীন' যোগ করলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে। সুতরাং এর শুদ্ধ প্রয়োগ হবে 'আয়ত্ত' অথবা 'অধীন'।

'কর্তৃপক্ষ' শব্দটিই বহুবচন বাচক। কিন্তু আমরা যদি এর সাথে গণ ব্যবহার করি তাহলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে। সুতরাং শব্দটির প্রয়োগ হলো 'কর্তৃপক্ষ'।

'সমৃদ্ধ' শব্দটি বিশেষণ যার অর্থ সম্পদশালী। কিন্তু 'সমৃদ্ধ' এর সাথে শালী যোগ করায় বিশেষণের অপপ্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ সমৃদ্ধ একটি বিশেষণ পদ। বিশেষণ কে বিশেষণ করা অপপ্রয়োগ। সুতরাং সম্পদশালী/সমৃদ্ধ ব্যবহার করতে হবে।

মোতাছিম বিল্লাহ
সহকারী শিক্ষক
ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু

লোভ-লালসা মানুষের অন্তরের মারাত্মক ব্যাধি। সামাজিক অনাচার বা বিপর্যয়ের পেছনে লোভ-লালসার বিরাট প্রভাব রয়েছে। লোভের বশবর্তী হয়ে কিছু মানুষ ধর্ম কর্ম ভুলে নিজের জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনে। লোভ-লালসা মানুষকে অন্ধ করে তার বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে তাকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এবং ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য বিচারের ক্ষমতা নির্মূল করে ফেলে। হযরত মুসা (আ.)-এর জামানার এমনই একটি সত্য কাহিনী পাঠক সমীপে তুলে ধরছি। একদিন হযরত মুসা (আ.)-এর এক উম্মাত নবির কাছে এসে বললেন, হুজুর আমি আপনার সফরসঙ্গী হতে চাই। হযরত মুসা (আ.) বললেন, তুমি আমার সাথে সফরে থাকতে পারবে না। পুনরায় আবার আর্জি করলেন, হুজুর, আমি থাকতে পারবো আপনি দয়া করে আপনার সাথে আমাকে নিয়ে যান। লোকটির অনুনয়-বিনয় দেখে হযরত মুসা (আ.)-এর দয়া হলো এবং বললেন, ঠিক আছে চল। তারপর হযরত মুসা (আ.)-এর প্রয়োজনীয় মালামাল একটি গাট্টির ভিতর ভরে সফরসঙ্গীকে বললেন, এই নাও; আমার গাঠুরি নিয়ে এবার চলো। হযরত মুসা নবি (আ.) ও তাঁর সঙ্গী পথ চলা শুরু করলেন। চলতে চলতে অনেক দূর গেলেন। তারপর হযরত মুসা (আ.) বললেন, অনেক দূর এসেছি কিছু আহার করে নেই। আমার গাট্টির ভিতরে রুটি আছে বের করো দুজনে মিলে খেয়ে নেই। গাটি খোলার পর দেখলেন রুটি হালুয়া কিছুই নেই। এবার আল্লাহর নবি জিজ্ঞাসা করলেন, হালুয়া রুটি কোথায়? সঙ্গী উত্তর করলেন আমি বলতে পারবো না। হযরত মুসা (আ.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি রুটি খেয়েছ? এবারও সঙ্গী বললেন, না। হযরত মুসা (আ.) বললেন, তাহলে রুটি কে খেয়েছে? সঙ্গী বললেন, হুজুর আমি বলতে পারবো না। অতঃপর মুসা (আ.) বললেন চলো আল্লাহই । পুনরায় আবার পথ চলা শুরু করলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর দেখলেন, পথে একটা স্বর্ণের টুকরো পড়ে আছে, মুসা (আ.) উঠিবো তা হাতে নিলেন। এরপর সঙ্গীকে বললেন, বসো আর স্বর্ণের টুকরোকে তিনটি টুকরো করো। সফর সঙ্গী বললেন, হুজুর আমরা লোক মাত্র দুইজন স্বর্ণটাকে তিন টুকরো কেনো করছেন? হযরত মুসা নবি উত্তর দিলেন, মানুষ আমরা তিনজন। সঙ্গী বললেন, না হুজুর, আপনি আর আমি মাত্র দুইজন। এবার হযরত মুসা নবি বললেন, না, তিনজন, সঙ্গী বললেন, কিভাবে তিন জন? হযরত মুসা (আ.) বললেন ১. আমি ২. তুমি আরও যে রুটি খেয়েছে, এই মোট তিন জন এবার বুঝতে পেরেছ? উত্তরে সঙ্গী বললেন, হ্যাঁ। মুসাফির বললেন, হুজুর যদি মনে কিছু না করেন আমি একটা সত্য কথা বলবো? হযরত মুসা (আ.) বললেন, বল। সঙ্গী বললেন, হুজুর রুটি গুলো আমিই খেয়েছি। হযরত মুসা (আ.) বললেন, তাহলে তোমার দুইটা আমার একটা মোট তিনটা তোমাকে দিয়ে দেওয়া হলো। এবার তুমি চলে যাও। মুসাফির চলে গেলে বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর দুইজন পথিকের সঙ্গে দেখা হলো। পথিকরা জানতে চাইলো, এই তোমার ঝুলির ভিতর কী? মুসাফির বললো, কিছু না। তারা বললো, নিকটে আসো দেখি কি আছে তোমার ঝুলির ভিতর?

খুলে দেখা গেল তিনটা স্বর্ণের টুকরা। পথিক দুইজন বললো, আচ্ছা বাজার থেকে কিছু খাবার নিয়ে এসো, আমরা তিনজন খেয়ে আবার পথ চলতে শুরু করবো। তারপর মুসাফির বাধ্য হয়ে বাজারে গেলেন। এবার মুসাফির চিন্তায় পড়ে গেলেন তারা হলো দুইজন আমি একা; তাদের থেকে কী করে রেহাই পাওয়া যায়? এই চিন্তা ভাবনা করে স্থির করলেন যে, আমি আমার খাবার খেয়ে নেই, আর ওদের খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে নিয়ে যাই। এরা দুইজন চিন্তা করলো, ওকে যদি মেরে ফেলা যায় তাহলে তিনটি স্বর্ণের টুকরার মালিক আমরা দুইজন হয়ে যাব। এই চিন্তা করে তারা সিদ্ধান্ত করলো মুসাফিরকে হত্যা করবে। বাজার থেকে ফিরে আসার পর তাকে বললেন, এত দেরি হলো কেন? এই কথা বলে মুসাফিরকে মারতে মারতে একেবারে মেরেই ফেলল। এবার পথিক দুইজন বললো, চলো এবার খেয়ে নেই তারপর অন্য কাজ। বিষ মিশ্রিত খাবার যাওয়ার পর তারা দুইজনও সেখানে মরে পড়ে রইলো। এবার হযরত মুসা (আ.) কে আল্লাহ হুকুম করলেন, হে মুসা, তুমি আবার এই পথ দিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। তখন হযরত মুসা (আ.) বাড়ি ফিরতে শুরু করলেন। পথের মধ্যে এসে দেখেন তাঁর সেই সঙ্গীসহ আরো দুইজনের লাশ পড়ে আছে। আর ঐ স্বর্ণের টুকরো তিনটিও পড়ে আছে। হযরত মুসা (আ.) আল্লাহ পাকের নিকট এ ঘটনার সব কথা জানতে চাইলেন। আল্লাহ পাক বর্ণনা করে শুনালেন। তারপর আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আ.)-কে বললেন, 'হে মুসা, মনে রেখো, দুনিয়ার সম্পদ দুনিয়ায় পড়ে থাকবে, মানুষ কিন্তু থাকবে না, যেমন স্বর্ণের টুকরো গুলো পড়ে আছে, কিন্তু মানুষগুলো মরে জগৎ ছেড়ে চলে গেল।

পবিত্র কোরআনে এমন জঘন্য লোভ-লালসাকে চিরতরে হারাম ঘোষণা করে ইরশাদ হয়েছে, "তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনো প্রসারিত করো না তার প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি, এর দ্বারা তাদের পরীক্ষা করার জন্য; তোমার প্রতিপালকের প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।" (সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৩১)। নবি করিম (সা.) উপমা সহকারে বলেছেন, 'দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ ছাগলের পালে চেয়ে নিলে যে রকম ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, সম্মান লিপ্সা ও সম্পদের লোভ মানুষের দ্বীনের জন্য তার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর।" (তিরমিজি) তাই বলা হয় যে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই সুশিক্ষায় শিক্ষিত করুন, আমিন।

মো. আবুল কালাম আজাদ
সহকারী শিক্ষক
ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

বিদায়লগ্নের স্মৃতিকথা

দ্বিতীয় পর্ব..

বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম বর্ষ অর্থাৎ মাস্টার্সের প্রায় শেষ মুহূর্ত চলছে। পরীক্ষা দরজায় এসে কড়া নাড়ছে। বিদায়ের সাজ সাজ রব পড়েছে পুরো বিভাগ জুড়ে। এরই মাঝে সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে বিরহের দোল শুরু হয়েছে। অনেক আবেগ অনুভূতি নাড়া দিচ্ছে সবার মানস পটে। সবার স্মৃতি অতি সহজে যাতে না ভুলে যাই এজন্য চলেছে গুঞ্জন। কীভাবে সবাইকে সারাজীবন মনে রাখা যায় এটাই সবার মনের কৌতূহল। সিদ্ধান্ত হলো শিক্ষাসফরে যাওয়ার। আসলেই কথাটা মন্দ নয়। শিক্ষাসফর শিক্ষা জীবনে একটা অন্যরকম দিক। যার কারণে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয় এবং বন্ধু বান্ধবদের স্মৃতি বিজরিত একটি দিনের প্রকাশ ঘটে। এরই মাঝে হঠাৎ একদিন আমাদের বিভাগের ছাত্র উপদেষ্টার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ড. কামরুল হাসান স্যার ক্লাসে আগমন করলেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও সদা হাস্যজ্জল ব্যক্তি। আর দশজন ছাত্রের মতো আমিও মনের গভীর থেকে স্যারকে পছন্দ করতাম। এর প্রকৃত কারণ হলো স্যার আমাদের বিভাগের গুণি স্যারগণের মধ্যে অন্যতম একজন। তিনি আমাদের সাহিত্যের নাটক ও উপন্যাস ক্লাস নিতেন। তার বাচনভঙ্গি এমন ছিল যে, উপন্যাসের বিষয় গুলো থেকে তিনি যখন লেকচার দিতেন মনে হতো যেন চোখের সামনে ঘটনার চিত্রগুলো ফুটে উঠছে । যাই হোক স্যার ক্লাসের ফাঁকে এক পর্যায়ে আমাদের মতামত নিচ্ছেন। সামনে তোমাদের বিদায়ের অনুষ্ঠান। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আমরা বিভাগীয় ভাবে শিক্ষাসফরের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। উপস্থিত অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে হইচইয়ের রোল পড়ে গেল । পরীক্ষায় প্রশ্ন কমন পড়লে মনের ভিতর যেমন অনুভব হয় ঠিক সেরকমই ছিল সেই অনুভূতি। স্যার বললেন, এখন তোমরা ঠিক করো কোন এলাকা ঘুরতে যাওয়া পছন্দ করবে। এবার হলো অন্য সমস্যা। একেক জন একেক জায়গার নাম উল্লেখ করতে লাগল। কেউ বলল কুয়াকাটা কেউ বলল জাফলং কেউ কক্সবাজার এভাবে নানা জায়গার কথা বলতে লাগল। এক পর্যায়ে ক্লাসের ভিতর সবার মাঝে মতের পার্থক্য লক্ষ্য করে স্যার একটু মুচকি হাসলেন। এরপর তিনি বললেন তোমরা তো মতভেদে চলে গেছো। এবার আমি একটা পরামর্শ দিতে চাই। শুনবে তোমরা? শ্রেণিকক্ষে নিরবতার ছায়া নেমে আসল। স্যার বলতে লাগলেন, তোমরা যে স্থান গুলো পছন্দ করেছো আমরা তার অধিকাংশ গুলোতে যেতে চাই । আমরা আশ্চর্য হলাম। বললাম, স্যার কীভাবে? স্যার বললেন, এক সপ্তাহের জন্য আমরা শিক্ষা সফরে যাবো। আমরা রাজি হয়ে গেলাম। কারণ এত দীর্ঘ সময়ের শিক্ষা সফরে কোন দিন যাওয়া হয়নি। স্যার বললেন, আমি আগামী কাল তোমাদের সাথে এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলবো । পরের দিন ক্লাসে এসেই প্রথমে শিক্ষা সফরের কথা তুললেন। স্যার বললেন, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও সেন্টমার্টিন যাবো। স্যারের চিন্তা ধারা সবার পছন্দ হলো। স্যার এবং আমার কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা সম্ভাব্য খরচের হিসাব করলাম। এরপর নির্ধারিত একটা চাদা উঠানোর ব্যবস্থা করলাম। চাদার পরিমাণ বেশি হওয়ায় এবার দেখা দিল আরেক সমস্যা। কেউ কেউ বলেই ফেলল এতো বড়ো সফরের কী দরকার ছিল? বিভিন্ন জন বিভিন্ন মন্তব্য করতে লাগলো। এবার স্যার বললেন, আমরা সফরের জন্য যে স্থানগুলো নির্ধারণ করেছি তা সত্যিই এমন এক পরিবেশ যা তোমাদের খুবই ভালো লাগবে। দূরের ভ্রমণ বলে কথা! তাই আমিও মনে মনে না যাওয়ার মতামত স্থির করলাম অবশেষে স্যারকে আমার না যাওয়ার বিষয়টি পরিস্কার করলাম। এবার বিষয়টি মোড় নিলো অন্য দিকে। স্যার আমার সমস্যার কথা জানতে চাইলেন। আমি স্পষ্টভাবে আমার অর্থনৈতিক সমস্যার বিষয় তুলে ধরলাম । স্যার আমার ব্যাপারে বুঝতে পারলেন যে ইচ্ছে করেই যেতে অনিহা প্রকাশ করছি। স্যার আমাকে ভীষণ ভালোবাসতেন। তিনিও নাছোড়বান্দা। পরিস্কার জানিয়ে দিলেন এ সফর সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে আমি তোমাকে সহযোগিতা করতে পারি। আমি আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলাম স্যার কীভাবে? স্যার বলল আমি একটি রিস্ক নেবো তা হলো এ সফরে তোমার যত টাকা খরচ

হবে তা আমি দেবো। শর্ত হলো যদি সফর তোমার কাছে ভালো না লাগে তবে একটি টাকাও ফেরৎ দিতে হবে না। আর যদি তোমার মনের মতো হয় তবে টাকা ফেরৎ দিও। স্যারের দিকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকালাম আর মনে হতে লাগলো একটি প্রবাদ " পড়েছি মোঘলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে "। স্যার শিক্ষা সফরের সমস্থ দায়-দায়িত্ব আমাদের হাতে দিয়ে দিলেন। দুই-একদিনের মধ্যে সব আয়োজন শেষ করলাম। সফরের তারিখ নির্ধারণ করা হলো ১৯ মার্চ, ২০১৬। নোটিশ অনুযায়ী বিকেল ৩টার সময় অডিটোরিয়ামের সামনে ফুটবল মাঠে একটি বাস গাড়ি এসে দাঁড়ালো। আমরা যে যার মতো উঠে সিটে বসলাম। হইচইয়ে মুখরিত পুরো ইবি ক্যাম্পাস। এক আনন্দ ঘন পরিবেশে ড. কামরুল হাসান স্যারসহ আরো কয়েকজন স্যার আসলেন। স্যারগণ প্রত্যেকেই দুরের সফর উপলক্ষে দিক নির্দেশনামূলক কথা বললেন। সমাপনী বক্তব্যে ড. কামরুল হাসান স্যার বললেন, প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমার অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিছু ব্যক্তিগত কারণে এ সফরে তোমাদের সাথে যেতে পারছি না। মূহুর্তে আনন্দঘন পরিবেশে পিনপতন নীরবতার ঢেউ নেমে এলো স্যার আমাদের সবাইকে নিয়ে দোয়া ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে আলোচনা পর্ব শেষ করলেন। বিভাগের বিজ্ঞ দুজন শিক্ষক জনাব, ড. মফিজুল ইসলাম স্যার ও ড. নূর মোহাম্মদ স্যারকে দায়িত্ব দিয়ে তিনি গাড়ি হতে নেমে গেলেন। আমাদের গাড়িটি ছুটে চলল হাইওয়ে দিয়ে। আশে পাশের পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছে রাস্তার পাশে থাকা গ্রাম-শহর ও সমস্ত গাছ গাছালী যেন আমাদের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছে। যাই হোক প্রথম ভালোলাগা শুরু হলো এতোগুলা সহপাঠী একসাথে কোথাও যাচ্ছি এমনটি ভেবে। মনের ভিতর অনেক আবেগ কাজ করতে লাগলো। এতোগুলা বন্ধুকে যে একসময় হারাতে হবে এমন কথা কখনোই মনে হলো না। যে যতটা বিনোদন দিতে পারে তার প্রতিযোগিতা শুরু হলো। দেখতে দেখতে আমাদের গাড়িটি যমুনা বহুমুখী সেতুর নিকটে চলে আসলো। অসংখ্য আলোর ঝলকানিতে বুঝতে বাকি রইল না যে আমরা ঐতিহ্যবাহী একটি সেতুতে অবস্থান করছি। রাতের আঁধার উপেক্ষা করে আমাদের গাড়িটি অনবরত ছুটে চলল। মাঝে মাঝে নাস্তা, রাতের খাবার ও সালাতের বিরতি এরপর আবার পথচলা। চলতে চলতে সকাল পাঁচটার সময় চট্টগ্রাম পতেঙ্গার সমুদ্র সৈকতে গিয়ে পৌঁছাল। ফজরের সালাত শেষ করে নাস্তার পর্ব শেষে ছুটে চললাম পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে। মনটা ভরে গেল। যেদিকে তাকাই ধুধু পানির রাজত্ব। মন থেকে বেড়িয়ে এলো "আলহামদুলিল্লাহ" আল্লাহর সৃষ্টি কতই না নিখুঁত। ইতোমধ্যে আমাদের যাত্রা বিরতি শেষ হয়েছে। আমাদের গাড়িটি পূর্বের মতো গতি নিয়ে ছুটে চললো। মাঝ রাস্তায় আবারও যাত্রা বিরতি দিয়ে কক্সবাজার গিয়ে পৌঁছে গেলাম। পূর্বের বুকিংকৃত 'হোটেল হলিডে'-তে বরাদ্দকৃত কক্ষে উঠলাম। ফ্রেশ হয়েই ড.মফিজুল ইসলাম স্যার বললেন, আজকে আমরা দুপুরের খাবার রান্না ঘরে খাবো। আমি আশ্চর্য হলাম। হোটেলের রান্নাঘরে কী খাওয়ার পরিবেশ আছে? ভাবাবেগ সামলে নিয়ে সবার সাথে চলতে থাকলাম। অবশেষে আমার ধারণা বিপরীত অবস্থানে রূপ নিল। রান্নাঘর নামের রেস্টুরেন্টকে স্যার একটু ভিন্ন ভাবে ফানি কায়দায় উল্লেখ করেছেন। যাতে আমরা একটু বিনোদন পাই। মনে মনে স্যারকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুপুরের খাবারের পর্ব শেষ করলাম। রুমে এসে একটু বিশ্রাম নিয়ে বন্ধুদের সাথে চললাম সাগর পাড়ে আল্লাহর অপরুপ সৃষ্টির সৌন্দর্য অবলোকন করতে করতে সন্ধ্যা কখন যে নেমে এলো বুঝতেই পারলাম না। সাগরের পানির ঝাপটা কলিজা দুরুদুরু করে ওঠে। বন্ধুদের সাথে ঘুরতে খুব আনন্দ উপভোগ করলাম। লোকজন বলাবলি করছে দিনের বেলায় সাগরের অবস্থা যতটা উত্তাল থাকে গভীর রাতে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায় তার তেজস্বী-তা। আমরা ঠিক করলাম স্বচক্ষে তা দেখতেই হবে। রাতের খানা-দানা শেষ করে বিছানায় গেলাম কিন্তু কিছুতেই ঘুম চোখে আসছে না। মন বলছে কখন হবে গভীর রাত? রাত যখন গভীর হলো আমরা ছুটে চললাম সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ দেখার জন্য। সত্যি এটা খুব মনোরম দৃশ্য বলে মনে হচ্ছিল। সাগর দেখার স্বার্থকতা এখানে বুঝতে পেরে মনের ভিতর কী যে আনন্দ অনুভব করতে লাগলাম তা বোঝানো কঠিন।

পরের দিন সকালে স্যার সংবাদ দিলেন আজকে আমাদের সেন্টমার্টিন যাওয়ার কথা। তোমরা তো জানো এটি বাংলাদেশের অন্যতম একটি ইউনিয়ন পরিষদ। সেখানে ভোট চলছে, টুরিস্টদের কয়েকদিনের জন্য যাওয়া নিষেধ করা হয়েছে। তাই সেখানে আর আমাদের যাওয়া হচ্ছে না। কথাটা শুনে খুব একটা খারাপ লাগেনি। কারণ; আমরা আগে থেকে এরকম কিছু একটা জানতাম। এরপর আমাদের ভ্যানু লিস্ট অনুযায়ী বান্দরবান অভিমুখে গাড়ি ছুটে চলল। রাস্তার দুপাশে বন-বনানী, ছোট-খাটো টিলার গিরিপথ দিয়ে শাঁ শাঁ রবে চলছে হঠাৎ বান্দরবান শহরের অদুরে এসেই ঠাহর করলাম অভিষ্ট জায়গায় পৌঁছেগেছি। পাহাড়ি জাতিদের জীবন সংগ্রাম দেখে সত্যি খুব কষ্ট পেয়েছি; কিন্তু পাহাড়ি দর্শনীয় স্থানগুলোকে সৌন্দর্যের অফুরন্ত উৎস বলে মনে হয়েছে। পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে মনে হয়েছে যেন মেঘের জগতে হারিয়ে গেছি। এখানকার জাতিগোষ্ঠীর কর্ম তৎপরতায় খুবই মুগ্ধ হয়েছি। তাদের দোকান ও বাজার গুলোতে ব্যবসায়ের কাজ পরিচালনায় নারীদের অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশি। নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে ভ্রমনের ধারাবাহিক মেনু অনুসারে রাঙ্গামাটির শুভলং ঝর্ণা দেখতে এগিয়ে গেলাম। সেখানে যেতে হলে রাঙ্গামাটি শহর থেকে নৌকা যোগে যেতে হয়। পাহাড়ি ঝর্ণা ও উপজাতিদের কালচার থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফিরে চললাম পূর্বের গন্তব্যে।

আর মনে মনে ভাবলাম এসবই একদিন লেখা হয়ে থাকবে স্মৃতিপটে। আর এভাবে বন্ধুদের সাথে দেখা হবে না। এভাবে হবেনা হৈ-হুল্লোড় আর মান-অভিমান শিক্ষা গুরুদের কাছ থেকে পাবো না আর আনুষ্ঠানিক জ্ঞানের বারিধারা। এসব ভাবতে নিজের অজান্তে চোখের কোণ অশ্রুতে ভিজে গেল।

শাম্মি আফরোজ
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৩

জানা অজানা তথ্য

পৃথিবীতে ভাষার উৎপত্তি কবে হয়েছিল, ঠিক কবে থেকে মানুষ নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে ভাষার ব্যবহার শুরু করে তা নিয়ে আছে বিতর্ক। তবে গবেষকরা বলেছেন, কথা বলার জন্য ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল প্রায় ১ লাখ বছর আগে।

বিশ্বে বর্তমানে ৭ হাজারের বেশি ভাষা প্রচলিত আছে চলতি বছরের হিসেবে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলে ইংরেজিতে (১,১৩২ মিলিয়ন)।
দ্বিতীয় স্থানে আছে চীনের ম্যান্ডারিন (১,১১৭ মিলিয়ন)।
তৃতীয় স্থানে হিন্দি (৬১৫ মিলিয়ন) আর বাংলা আছে চতুর্থ স্থানে (২৬৫ মিলিয়ন)।

ম্যান্ডারিন ভাষার অক্ষর কতগুলো আছে জানেন? ৫০ হাজার! তবে এই ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজ পরতে আপনাকে ২ হাজারের মতো অক্ষর জানলেই হবে।

এক গবেষণায় জানা গেছে, বিশ্বে প্রতি দুই সপ্তাহে একটি ভাষা বা ভাষারীতি বিলুপ্ত হচ্ছে। বর্তমানে ২৩১টি ভাষা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে আর ২,৪০০টি ভাষা আছে হুমকির মুখে।

সবচেয়ে বেশি শব্দ আছে ইংরেজি ভাষায়। এ ভাষার মোট শব্দ সংখ্যা ২ লাখ ৫০ হাজারের বেশি।

বিশ্বে সবচেয়ে বেশি অফিসিয়াল ভাষা (১১টি) আছে দক্ষিণ আফ্রিকায়।

বই হিসেবে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে বাইবেল। বাইবেল অনুবাদ করা হয়েছে ৫৫৪টি ভাষায়। আর আংশিক ভাবে বাইবেল অনুবাদ হয় ২ হাজার ৯০০টি ভাষায়।

বই, সিনেমা বা টিভি শো এর প্রয়োজনে এ যাবৎ বিশ্বে ২০০টির বেশি কৃতিম ভাষা তৈরি করা হয়েছে, সেগুলোর মাঝে স্টার ট্রেক'র ক্লিংয়ন ভাষা, গেম অব থ্রোনস'র ডথরাকি অন্যতম। দক্ষিণ ভারতীয় ছবি বাহুবলি'র জন্যও কৃতিম ভাষা তৈরি করা হয়েছে।

মোছা. রিতু মনি
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: মানবিক
রোল: ০১

জানা অজানা কিছু কথা

আপনারা কী জানেন কোন দেশে নারী নেই?
উত্তর কোরিস এথোস্স নামক গ্রীস দেশের একটি দ্বীপে। সেখানে শুধু সন্নাসীরা থাকে।

কোন দেশের নারীরা বিয়ের আগে গাছে রাত কাটায়?
উত্তর নিউ গায়ানার নারীরা।

৯দিন রাজত্ব করার পর কোন নারীকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়?
উত্তর ইংল্যান্ড এর রানি জন গে কে।

কোন নারী একই সঙ্গে ১২ সন্তান প্রসব করেছিলেন?
উত্তর যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিষ্টিনা।

কোন নারী ২৭ বারে ৭০টি সন্তানের মা হয়েছিলো?
উত্তর শ্রীমতি ভ্যাসিলেট, রাশিয়া।

বর্তমানে বিশ্বে ৪০ জন নারীর একজন স্বামী আছেন?
উত্তর কুয়েতের আমির আল সাবাহ।

পৃথিবীর কোন দেশের পুরুষেরা বোরখা পরে অথচ নারীরা বোরকা পরে না?
উত্তর আফ্রিকা সাহারা অঞ্চলের তুয়াবেগ গোত্রের মুসলমান অধিবাসীরা।

বিশ্বের কোন নারীর ওজন ১১ মণ ১০ সের?
উত্তর মিসেস পার্সিপাল , মিল ওয়াকী, যুক্তরাষ্ট্র।

বিশ্বে কোন রাজ্যে পুরুষ নাই?
উত্তর ভারতের কামরুপ কামাখ্যায়।

কৌতুক

রাইসা মনি

শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৭৬

কথপোকথন

(এক ভদ্রলোক ও একটি মেয়ের মধ্যে কথপোকথন)

ভদ্রলোক : তুমি কোথায় থাক?
মেয়ে : আমি আমার বাবা-মার সঙ্গে থাকি।
ভদ্রলোক : তোমার বাবা-মা কোথায় থাকে?
মেয়ে : আমার সাথে থাকেন।
ভদ্রলোক : তোমরা সবাই কোথায় থাকো?
মেয়ে : আমরা সবাই একসাথে থাকি।
ভদ্রলোক : (বিরক্ত হয়ে) আরে নাহ.... তোমার বাসা কোথায়?
মেয়ে : আমাদের প্রতিবেশির বাসার পাশে।
ভদ্রলোক : তোমাদের প্রতিবেশির বাসা কোথায়?
মেয়ে : কেন? আমাদের বাসার সাথে।

কাঙ্খিতা হাসিন

শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১৯

পাগল

ডাক্তার : তোমার হাতে এটা কিসের বই?
পাগল : এই ৫০০ পাতার বইটার লেখক আমি।
ডাক্তার : কি বলো? তো বইতে কি লিখলে?
পাগল : প্রথম পাতায় লিখেছি এক রাজা ঘোড়া নিয়ে জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হলো, আর শেষ পাতায় লিখেছি রাজা জঙ্গলে পৌঁছে গেল।
ডাক্তার : হতচ্ছাড়া! তাহলে বাকি পৃষ্ঠায় কি লিখলে?
পাগল : ঘোড়া চলছে টিগডিগ, টিগডিগ, টিগডিগ।
ডাক্তার : ওরে হতভাগা তোর এই বই পড়বে কে?
পাগল : ফেসবুকে ছেড়ে দিলে সেখানে অনেক পাগল আছে, অলরেডি এক পাগল পড়ছে আর মুচকি মুচকি হাসছে।

আফছানা আক্তার

শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১০

খেলাধুলা

স্যার : খেলাধুলা করা স্বাস্থেরে জন্য ভালো। তোমরা প্রতিদিন খেলাধুলা করবে।
মিনা : হ্যাঁ স্যার। আমি তো প্রতিদিন খেলি।
স্যার : অনেক ভালো। প্রতিদিন কয় ঘন্টা করে খেলাধুলা করো?
মিনা : স্যার মোবাইলের চার্জ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ।

জিলেপি

ছেলে : বাবা আজকের জিলেপিতে মজা ছিলো না কেন?
বাবা : আমি তো জিলেপি আজ আনি নাই।
ছেলে : এই যে গোল গোল আনলে যে?
বাবা : গাধা! ওগুলো তো কয়েল।

মো. আবু সাঈদ আকন্দ

শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১৪

আরাকটা বিয়ে

স্ত্রী : আমি যদি হঠাৎ মারা যাই তাহলে তুমি কি করবে?
স্বামী : তুমি মারা গেলে আমি পাগল হয়ে যাবো।
স্ত্রী : আরেকটা বিয়ে করবে না তো?
স্বামী : পাগল হলে মানুষ তো কত কিছুই করে।

ছেলের গুগলি

ছেলে : মা আজ বাসে একদম দুষ্টমি করিনি। কমলা আর কলার খোসা জানালা দিয়েও ফেলিনি।
মা : তাহলে খোসা গুলো কি করেছো?
ছেলে : পাশের লোকের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছি।

ফারজানা ফিহা
শ্রেণি: অষ্টম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৬

বিদ্যুৎ

শিক্ষকঃ আচ্ছা বলতো বিদ্যুৎ কার সম্পত্তি ?
ছাত্র ঃ বিদ্যুৎ আমার মামার সম্পত্তি ।
শিক্ষকঃ মামার বাড়ির আবদার পেয়েছিস। বিদ্যুৎ তোর মামার সম্পতি হলো কিভাবে?
ছাত্র ঃ আসলেই স্যার। যখন বিদ্যুৎ থাকে না তখন আমার বাবা বলে শালার বিদ্যুৎ আবার গেল।

বয়ান

শিক্ষকঃ আচ্ছা বল্টু বল তো, একটি ট্রেন ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার গেলে আসার সময় কত?
ছাত্র ঃ স্যার আপনার বয়স ৪০ বছর।
শিক্ষকঃ Oh, Yes একদম ঠিক আছে। কিভাবে বের করলে এটা?
ছাত্র ঃ স্যার, আমাদের এলাকায় একটা আধা পাগল আছে, তার বয়স ২০ বছর। আর আপনি তো পুরাই পাগল।

শাম্মি আফরোজ
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৩

মানুষ হন

ভিক্ষুক : মাগো! দুইটা ভিক্ষা দিন মা।
বাড়ির মালিক : বাড়িতে মানুষ নাই, যাও।
ভিক্ষুক : বাড়িতে মানুষ কখন আসবে?
বাড়ির মালিক : দুই তিন দিন পর আসবে এখন যাও তো।
ভিক্ষুক : আপনি যদি এক মিনিটের জন্য মানুষ হন তাহলে খুব ভালো হতো।

জান্নাতুল মাওয়া সাফা
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১১

প্রবেশ করুন

জুতোর দোকানে গিয়েছিলাম লেখা ছিলো
"জুতা খুলে প্রবেশ করুন"
তাই ভয়ে আর কাপড়ের দোকানে যাইনি আবার যদি কাপড় খুলে প্রবেশ করতে বলে।

রাসেল রানা
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ৩৪

সিংহ একদিন বসে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। হঠাৎ শিয়াল এসে বললো। ভাই কেন খাস? নেশা ছাড় সোনা ভাই আমার। আয় আমার সাথে দেখ বন কি সুন্দর। সিংহ সিগারেট ফেলে শিয়ালের সাথে যাওয়া শুরু করলো।
কিছু দূর যাওয়ার পর দেখে হাতি ইয়াবা খাচ্ছে। সে আবার বলল, হারামজাদা কি দুঃখ তোর ? এসব ছাড়। আমার সাথে চল, দেখ এই বন কত সুন্দর। হাতি ও তার পিছে পিছে যাওয়া শুরু করল।
আবার কিছুদুর যাওয়ার পর দেখে বাঘ মদ খেয়ে টাল। শিয়াল সুন্দর করে বুঝিয়ে বলল এসব নেশা ছাড়। আমার সাথে চল মনা ভাই, দেখ বনটা কত বিউটিফুল। বাঘ উঠে কষে একটা থাপ্পর মারল। থাপ্পর খেয়ে শিয়াল কয়েক গজ দূরে গিয়ে পড়ল।
হাতি বললো কি হলো বাঘ ভাই, শিয়াল তো ভালো কথা বলেছে, তুমি চেতলা কেন?
বাঘ বলল, এই হারামজাদা ডেইলি গাঞ্জা খেয়ে এইভাবে সবাইরে নিয়ে রাতভর জঙ্গলে ঘোরায়।

সাইকেল

বাবা : তোকে না বলেছিলাম পাস করলে সাইকেল কিনে দিব। তবু তুই ফেল করলি?
ছেলে : সাইকেল চালানো শিখছিলাম।
বাবা : সাইকেল চালানো শিখে কি করবি যদি পাস না করিস?
বাবা : পরীক্ষায় পাস করলে সাইকেল কিনে দিতে তখন তো সাইকেল চালানো শিখতে দেরি হতো।

রাইসা মনি
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৭৬

My Promise

Each day I'll do my best
And I won't do any less
My work will always please me
And I won't accept a mess.
I'll color very carefully
My writing will be neat
And I simply won't be happy
Until my papers are complete.
I'll always do my homework
And I'll try on every test
And I won't forget my promise
To do my very best.

মো. লুৎফর রহমান মাহি
শ্রেণি: নবম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৫

Life is Time

Life is time
This can never be mine
If you use it
You will lose it.

Life is time
This can never be mine
It always flows on its own
But doesn't wait for none.

Life is time
This can never mine
You have to make its
Proper use.
Because it will not give you
A chance for excuse.

আরাফাত হাসান নাফিস
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ৭৬

First Day at School

I wonder
If my drawing
Will be as good as theirs.

I wonder
If they'll like me
Or just be full of stars.

I wonder
If my teacher
Will look like mon or gram.

I wonder
If my puppy
Will wonder where I am.

সুরোভি ইসলাম রিমা
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০১

My School

Stars are many
But moon is one
Rays are many
But sun is one
Gems are many
But Kohinoor is one
Friends are many
But best friend is one
Countries are many
But Bangladesh is one
Schools are many
But SKS School is the best one.

মো. শিরহান
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১২

Fruits of Bangladesh

Poets have called our country "The queen of all the countries". Indeed, nature has made Bangladesh rich in different things. Our soil is fertile. So various kinds of fruits grow in different seasons all over the country. The fruits are not only tasteful but also nutritious.

Jackfruit is the biggest fruit of Bangladesh. It is also our national fruit. It is very sweet to test. It has a rough and prickly skin. Inside the skin there are many flakes. It grows is plenty in the hilly areas. Mango grows everywhere in Bangladesh. In fact this fruit is found all over the world and it is both sweet and nutritious. That's why it is called the king of fruits. There are many varieties of mangoes in our country. They are Fazli, Langra, Gopalbhog, Mohanbhog etc. In Rajshahi and Dinajpur mangoes grow in plenty. Green mangoes are used to prepare pickles.

Another popular fruit found in our country is banana. It grows through that whole year in all parts of our country. There are many kinds of bananas such as champa, sabri, amrita, sagor etc.

The coconut is a common fruit. It grows everywhere in Bangladesh but in plenty in the districts of Khulna, Barisal, Patuakhli and Cox's Bazar. Its sweet and cold water quenches our thirst in hot summer.

Another good fruit is pineapple. It is a fruit of the rainy season. It is full of sweet juice. Allvery small fruit is Lichi. It is both sweet and sour. The lichies of Rajshahi are very famous. Children like this fruit very much. Papaw and Guava are also our common fruits. The papaw is very delicious and nutritious and good for liver. The guava is a hard fruit. Among other fruits black-berries, dates, plams, amla, kamranga are mentionable. Kamranga is a sour fruit.

Summer season is notable for different kinds of fruit. Mango, Jackfruit, Lichi, Pineapple, water Lemon etc, ripen in this seasons. They are available particularly in the month Jaistha. For these highly nutritive and sweet fruits this month is called Modhu Mas. These fruits do much good to our health. The foreign fruits such as Apple, Orange, Grape etc are very costly. Besides, these fruits do not remain fresh. Businessmen use medicine to preserve them for a long time. The medicines enters our body though the fruits. As a result, various diseases affect us. But summer fruits are found free of harmful medicine. These fruits grow in plenty in our country. So people can get them at a cheap price.

মোছা. উম্মে নাজিয়া মরিয়ম
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০২

Tea

People drink a lot of tea. There are many kinds of tea There are black tea, green tea, white tea, red tea, yellow tea. People drick a lot of tea in china. Some people drink it because it is good for them. It makes them healthy. Other people drink it because it tastes very good. It tests delicious. People drink a lot of green tea in Japan. People drink a lot of green tea in Korea too. In vietnam, some people drink coffee before they drink tea. People drink a lot of tea in England. Every afternoon English people drink tea. English people add milk to their tea. Finally, many people drink tea in the U.S. In the South, People drink "sweet tea". Sweet tea is cold black tea with sugar. Most tea comes from China. Some tea comes from India or Srilanka. Kenya, Japan and Indonesia also grow a lot of tea.

তাবাস্‌সুম খন্দকার (বুশরা)
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৫১

A Starry Night

It was a dark, cool winter midnight. I was sleeping on my bed. Suddenly, I heard a sharp loud screaming coming from downstairs, "Oh no! It's Taha's Voice," I said to myself. I went down running and found that my little sister, Taha was crying and trembling in fear; her face and body was covered with blood stains. Immediately, I called mom and dad. They rushed into her room instantly. Meanwhile, dad called in a police officer in his spur of the moment.
I was giving Taha first aid and tried to calm her down.
When the police arrived, Taha briefed the incident to them. Actually a thief was trying take Taha's tab from the window. When Taha woke-up, she tried to throw away the thief's stick. At that very moment, the thief threw a pebble towards Taha's face and she got down bed so badly.
Hearing all these, I hugged Taha so tightly. Suddenly, I woke up and was feeling very restless. I just discovered myself lying in my bed. The night sky looked infinite, my stereos and sparking nor any body else near me. I just could not believe my eyes that it was just horrible dream. I felt relived and thankful to the Almighty for keeping us all safe and sound. On the very moment, something jumped up on my bed.....it was my little cat Togy. She placed her paw on the plam of my hand for a moment, It took away my heart again. When I was kissing togy, she gave me a small chit. I opened it and read..."Jeny please try to sleep now. You have to go to school on time tomorrow morning." Who else, can't be other than my over protective mom? I said to myself. By this time Togy felt asleep just beside me. "Sweet dreams, budddy!" I whispered to her ears. I took another quick glance through my windows, before closing my eyes. After a while, I thought to myself, whilst gazing up at the starry sky- "Why do people sleep at night sacrificing the eye- soothing view of night?

S M Sibghatullah Mohol
Class: Four
Roll: 14

MY COUNTRY BANGLADESH

Bangladesh is a beautiful country located in South Asia, surrounded by India, Myanmar, and the Bay of Bengal. It is a small country but densely populated, with over 160 million people. Bangladesh's economy is primarily based on agriculture, although the country has also been making significant strides in its industrial sector. Bangladesh has a rich culture and history that dates back to the Indus Valley Civilization, and since then, it has seen the rise and fall of various empires and dynasties.

One of the most notable aspects of Bangladesh's culture is its music. Classical music, folk music, and modern music can all be appreciated throughout the country. Bangladesh has given birth to some of the greatest musicians in the Indian subcontinent, including Rabindranath Tagore, the first Asian Nobel laureate in literature. Moreover, Bangladesh has produced legendary jazz musicians such as Feroz Shaheen and Khayam Sarhadi. Music is ingrained in the country's very fabric, and it's challenging to visit Bangladesh without listening to its infectious beats.

Another aspect of Bangladesh's culture is its food. Bengali cuisine is renowned for its diverse flavors and delicate spices. From fish curry and dal (lentil soup) to cha (tea), Bangladesh has plenty to offer when it comes to food. Besides, Bangladesh is also famous for its world-renowned sweetmeats such as mishti doi (sweetened yogurt) and rasgulla (cheese balls in syrup). Even cricket fans would associate Bangladesh with the popular Biriyani dish, which is a delicious combination of rice and meat, along with a unique mixture of obfuscated spices, thus making it an essential part of Bangladesh's rich food culture.

Despite being a small country, Bangladesh has a thriving capital city called Dhaka, which is the cultural, political, and economic center of the country. Dhaka is a bustling city that never sleeps, with a vibrant nightlife and an authentic atmosphere. The city is full of life, and the streets are always bustling with people, rickshaws, and street vendors selling their goods. Dhaka is a city that is both chaotic and charming, with its colorful markets and thousands of mosques and temples.

Bangladesh is also known for its stunning natural beauty. The Sundarbans, the world's largest mangrove forest, is located in Bangladesh and is home to the Royal Bengal Tiger. This forest is also a UNESCO World Heritage Site, attracting tourists and researchers from around the world. Besides, the country's coasts are adorned with beautiful beaches such as

Cox's Bazar and Kuakata, which provide tourists with ample opportunities for relaxation and adventure sports activities.

Despite the country's immense beauty and cultural wealth, Bangladesh faces many challenges caused by rapid population growth, poverty, and natural calamities such as floods and cyclones. Moreover, the rise of extremism within the country has led to several internal and external conflicts. However, Bangladesh has shown great resilience in the face of these challenges, with its people working hard to overcome these difficulties and achieve progress. In 2018, Bangladesh was classified as a "lower-middle-income country," marking the beginning of a new era of development for the country.

Finally, Bangladesh has been successful in providing education to its people. Bangladesh has made significant strides in increasing its literacy rate through various educational initiatives and campaigns. Moreover, the country has some of the top universities in the region, such as Dhaka University, Khulna University, and Bangladesh University of Engineering and Technology. Furthermore, Bangladesh has made strides in science and technology, with leading engineers and scientists contributing significantly to the country's development.

In conclusion, Bangladesh is an incredible country that has much to offer. From its vibrant culture and music, delicious food, bustling cities such as Dhaka, and stunning natural beauty, Bangladesh is a country that never ceases to amaze. Despite the various challenges that the country faces, it is continuously resilient, with its people working hard to achieve progress and development. Bangladesh is undoubtedly a country that is worth exploring, and it has much to offer visitors and researchers alike.

Mst. Labiba Anzum Razi
Class: One
Roll: 31

MY FATHER

Father is the wonderful gift of Almighty Allah. To every child, his/her father is a mentor, guide, guardian and well-wisher. My father is not an exception in this case. To me, my father is also my reliable friend and playmate. He takes care of me, teaches me and gives me moral teaching. He always tries to make me happy according to his ability. Whatever I want, he tries to bring it for me. But sometimes he fails to bring costly things I think. But I never mind. I know that my father loves me more than his life. When I am sick, he becomes very sad and restless. Sometimes he cries for my illness. He always thinks about me. Sometimes my mom asks my father, "Why do you always try to bring whatever your child wants?" My father tells her, "Who will take care of my child if I die? Who will feed her whatever she wants to eat? And who will fulfill her needs whatever she wants?" I hear his words and cry. One thing I always think," How can a child lead his/her life happily without such a beloved father like mine?" However, my father wants to see me as a doctor. I want to execute his dream. I always pray "May the Almighty keep all's fathers mentally and physically sound." Ameen.

Md. Shajahan Miah
Lecturer
(English)

"For Whom The Bell Tolls"

It is easier to misbehave with a teacher than with a police or an admin man since our teachers have no gun with them or their voice don't reach into our ear of sense. In my book, most of our policy makers think that teacher means wearing a simple black pants and white shirt and nothing else.

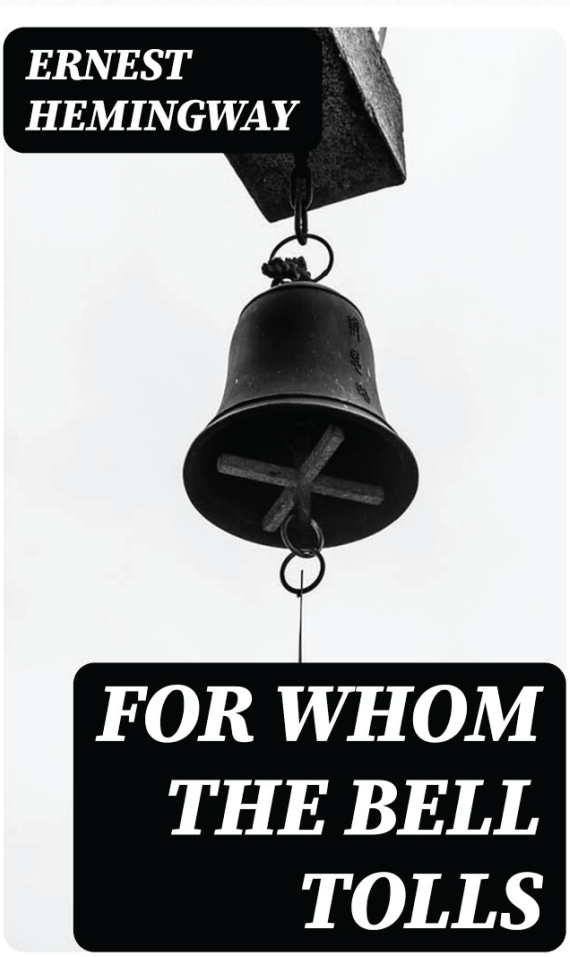

Our posh society also has some nice notions videlicet, teacher shouldn't have an upscale car, a posh flat, shouldn't go to a posh restaurant etc. According to them, teachers should lead a life of Imam, Parson or clergyman leaving all mundane belongings.

Frequent teachers harassment by the students, by the parents, even by the local political leaders have made this profession dull ,dim and derelicted. In consequence for which, the talented are at rat race with an eye to getting administrative post and position. A mechanical engineer wants to be police cadre, an MBBS wants to be an admin cadre which is posing threat to our future state management and such sorts of bureaucratic mania are engulfing our young job seekers leading them to tax with malfeasance of power. Ultimately, we are enslaved to a Kakistocracy and Plutocracy.

Our parents are more prone to encourage their offsprings to be doctors or engineers; at the end ,their engineers and doctors veer their goals just to be predators. Very few students want to be teachers when they are asked to write on Aim of Life. It is our fiasco and we don't advise them to be severs but be served. From school stage, they take teaching for granted: as a result, respect for teachers takes departure from their mind and love for teachers and interest to be teachers die out.

A newly admitted college student shows extra care and respects to his political big brothers and it is more common in our universities. They don't care their teacher and defy the teacher's role in building their career and focus their same eyes in different angles. Most of the time, they bunk off

classes and think that political clout will get them off.This kind of tendency helps to grow less respect for their teachers.

Surprisingly, gurdians are somewhat oblivious of their childrens' movement and manners. Family counseling doesn't bring off on them due to lack of sticking to traditions and feelings. Students were supposed to obey their teachers as a leader, friend, guide,and spiritual advisor who would sermon students to be authentic. Regrettably, students take their class teacher as a black hat and by contrast take their coaching and private teachers man of the hour, it is because most of the coaching centres and its whereabouts become meeting place for the young swains.They may take help from these centres but they go there just to dream away their time and attend class without preparations that make the teachers uncomfortable.

We are going to get a generation without having creativity , new thoughts , speciality, tradition , respects and mutual understanding. With the advent of social network and its mushrooming and rhizoming advancement and preoccupation with its flaring and glaring impact has already cropped up.

Moreover, students are used to using mobile phones keeping late night even they are seen to use phone in the class room and on the street while walking.It is estimated that a student having cell phone spends nearly four to six or more hours on the social sites. Students have become room bound and they aren't going to the field in the afternoon rather they pass the time in vains in using phone chatting with friends in the room in stead.They fail to attend in the class in time and most of the time they miss the classes. Getting up in late , has become a habitual habit for the students. As a consequence, student's brains remain hot and unfresh,bland, and stock. In the end, students cut a sorry figure in the public exam and admission test of which blame is pinned down on our teacher community. Actully, failing to get passing marks in admission test, failing to do good result in the public exam and all the responsibilities go on our decision makers who have undercut teacher folk, for they fail to arrange a sound environment either in or out of institutions.

It is truly true that when a teacher is harassed the culprits are brought to book very rarely or very lately .On the other hand, if another man from different sectors especially from admin department is misbehaved , action goes faster than order which our students enjoy in silent and learn to apply when they become another mast man of the state. It means students are taught from early stage how to treat the teacher. That is why, every students inculcate the dream to be a man with a stanchion and truncheon.

তুলির আঁচড়...

মোছা. তাসনুভা হাবীব
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: ডালিয়া

মোছা. রওনক জাহান রাফিক্বা
শ্রেণি: প্রথম, শাখা: ডালিয়া

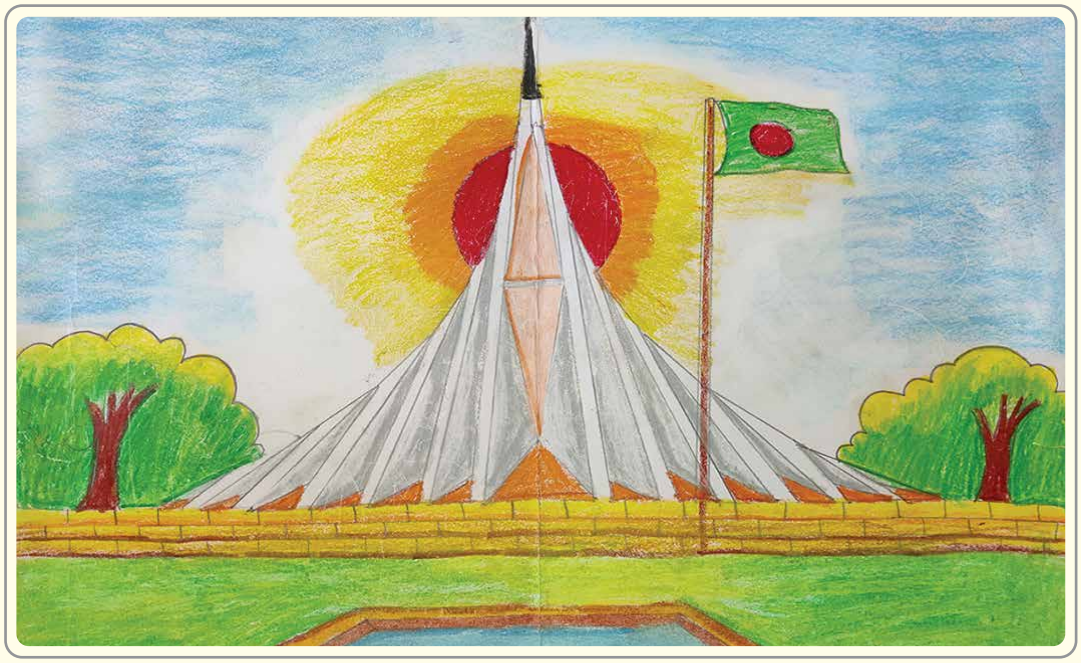

জারিন তাসনিম

শ্রেণিঃ দ্বিতীয়, শাখাঃ ডালিয়া

জয়িতা বর্মন

শ্রেণিঃ চতুর্থ, শাখাঃ ডালিয়া

হৃদিতা সাহা

শ্রেণিঃ চতুর্থ, শাখাঃ ডালিয়া

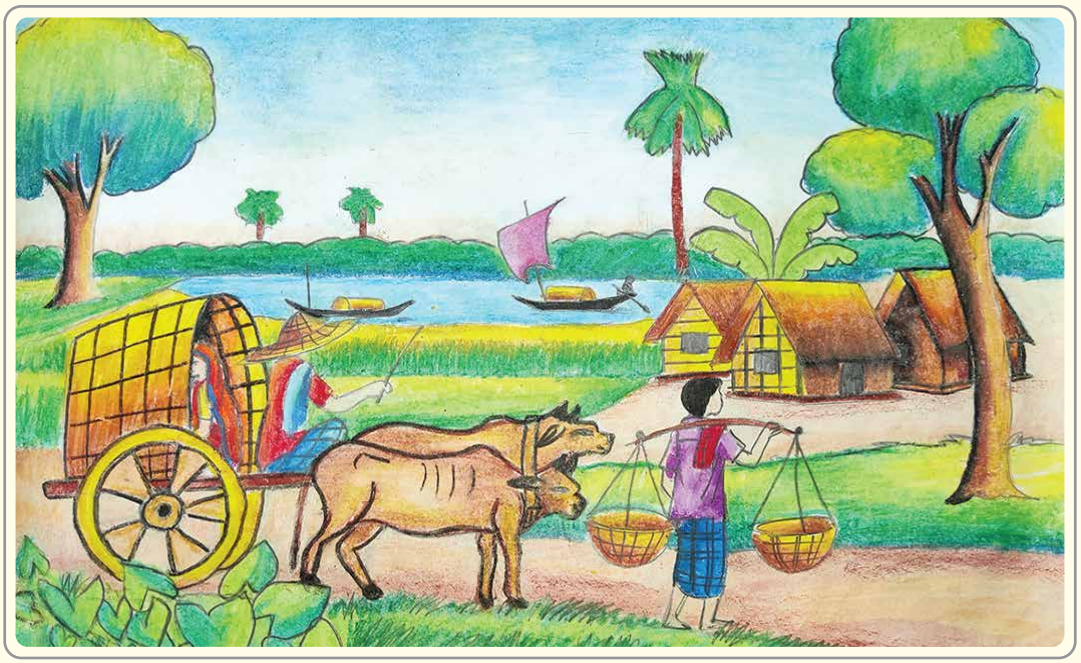

মিফতাহুল জান্নাত সাকিব

শ্রেণিঃ চতুর্থ, শাখাঃ ডালিয়া

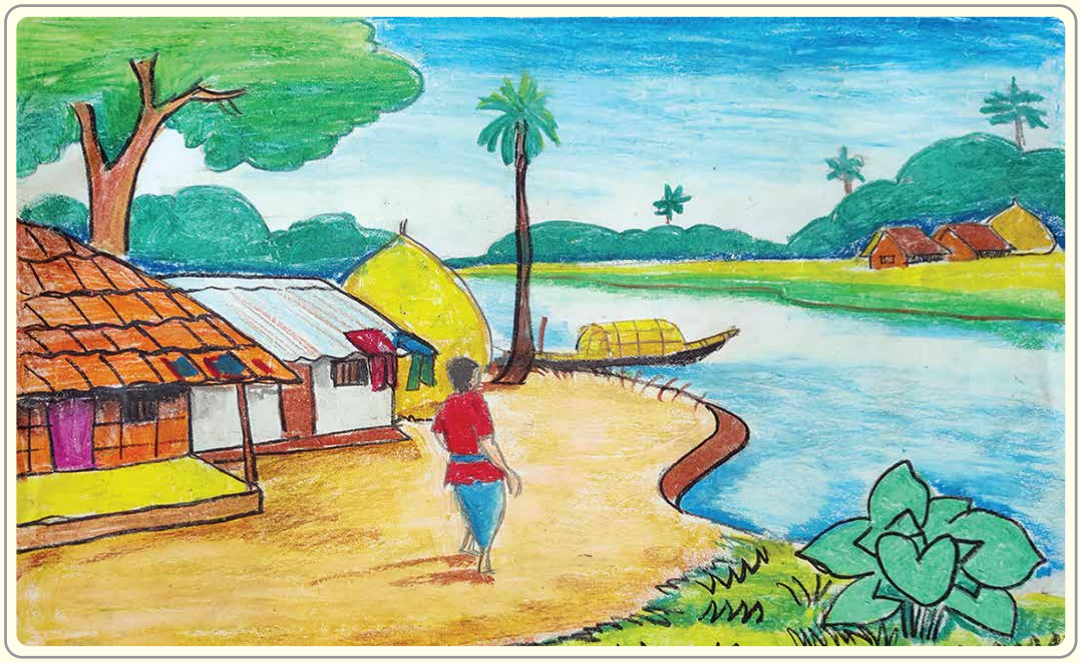

আফিয়া ইবনাত
শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: ডালিয়া

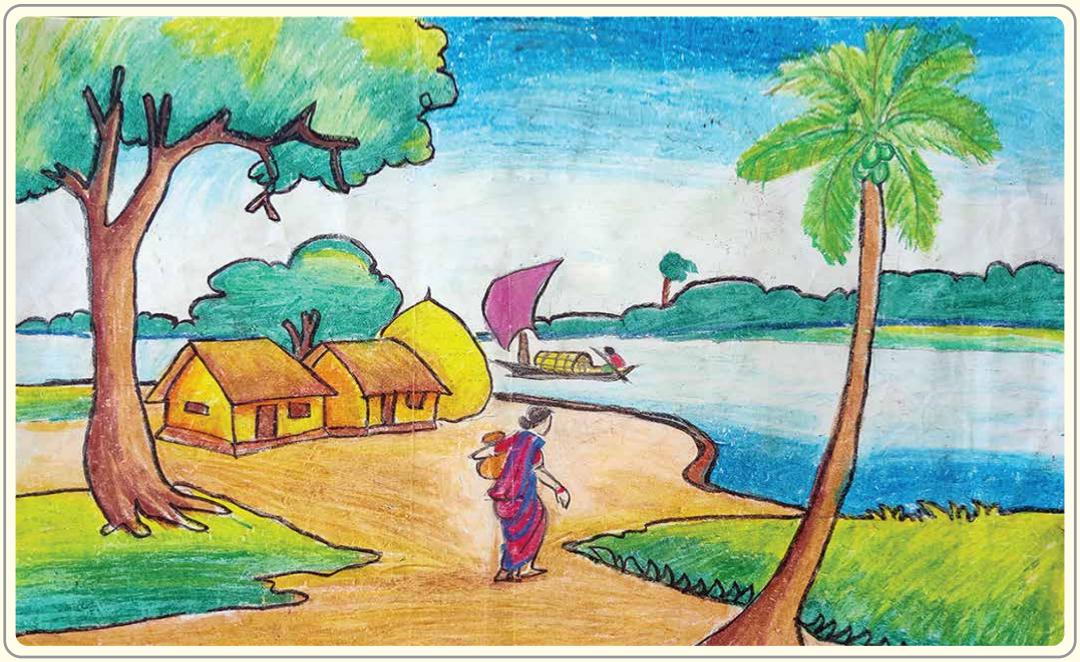

জারিফ
শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: ডালিয়া

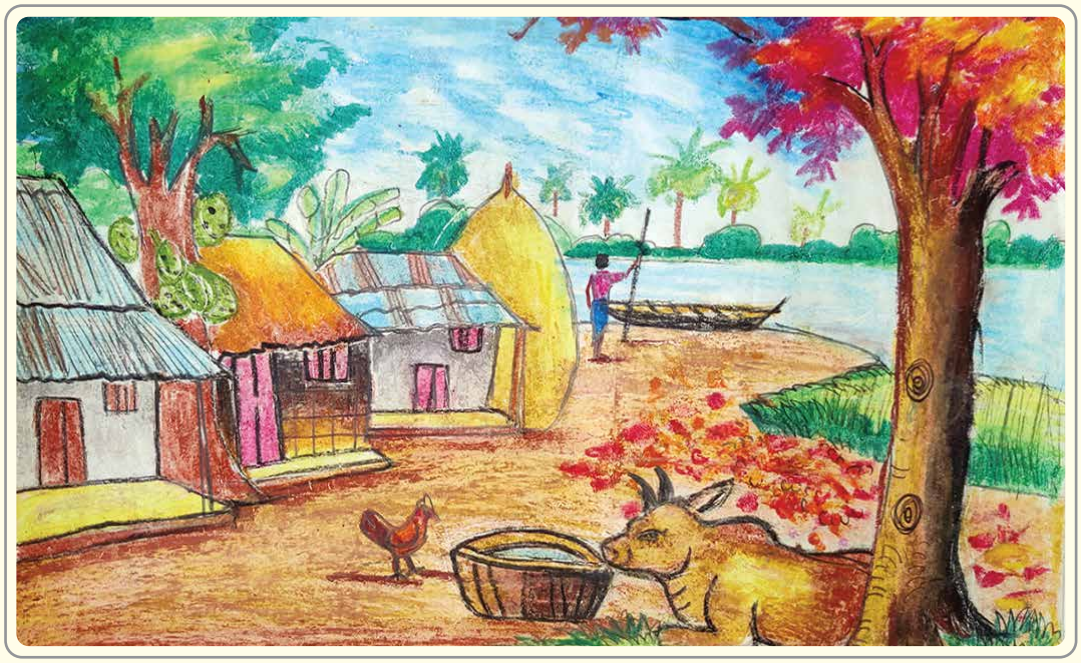

তন্ময় সরকার

শ্রেণিঃ চতুর্থ, শাখাঃ ডালিয়া

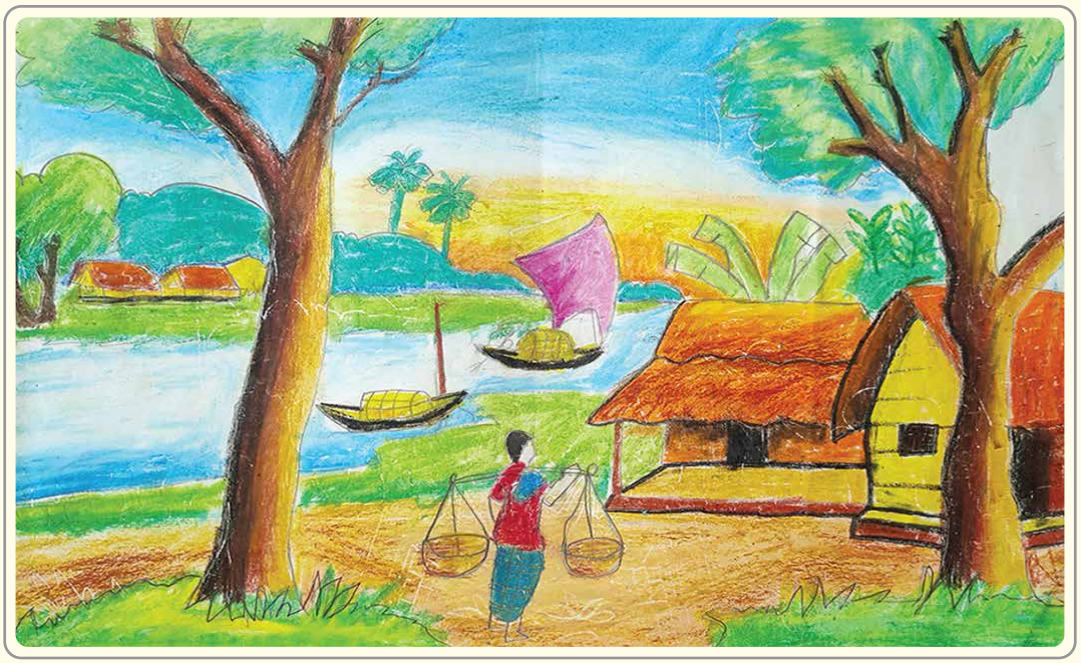

অর্পিতা সাহা মিষ্টি

শ্রেণিঃ দ্বিতীয়, শাখাঃ ডালিয়া

সাহারুল ইসলাম

শ্রেণি: দ্বিতীয়, শাখা: ডালিয়া

আবদুল্লাহ ইউসুফ

শ্রেণি: দ্বিতীয়, শাখা: ডালিয়া

রাজশ্রী রায়

শ্রেণিঃ তৃতীয়, শাখাঃ ডালিয়া

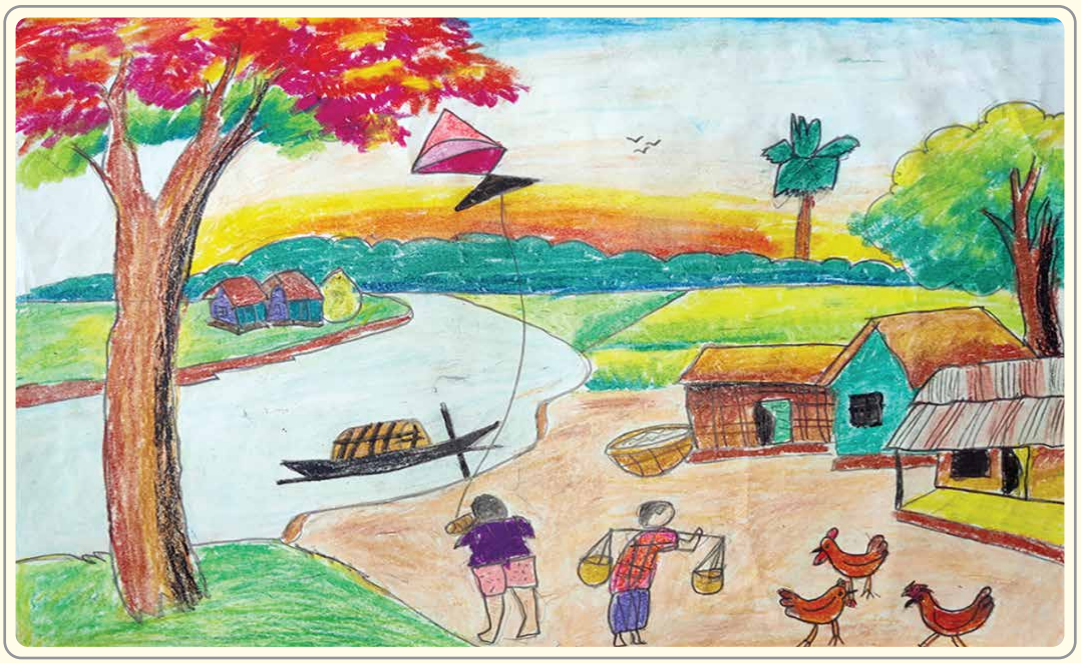

আহনাফ আদিল

শ্রেণিঃ তৃতীয়, শাখাঃ ডালিয়া

দেবব্রত সাহা

শ্রেণিঃ তৃতীয়, শাখাঃ ডালিয়া

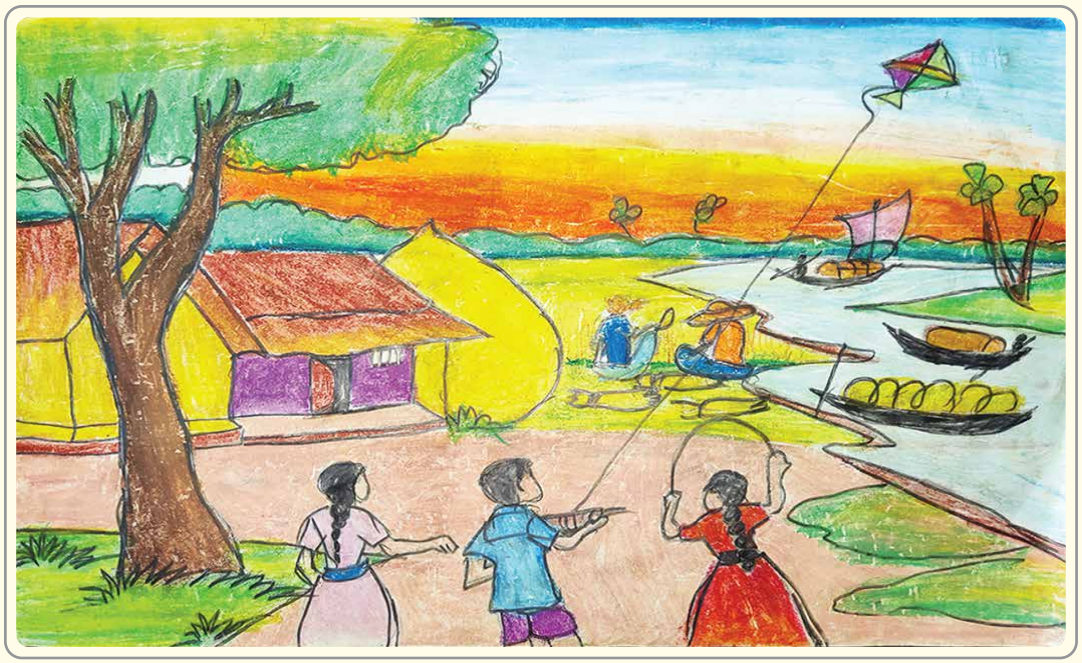

শুভ্র মন্ডল

শ্রেণিঃ তৃতীয়, শাখাঃ ডালিয়া

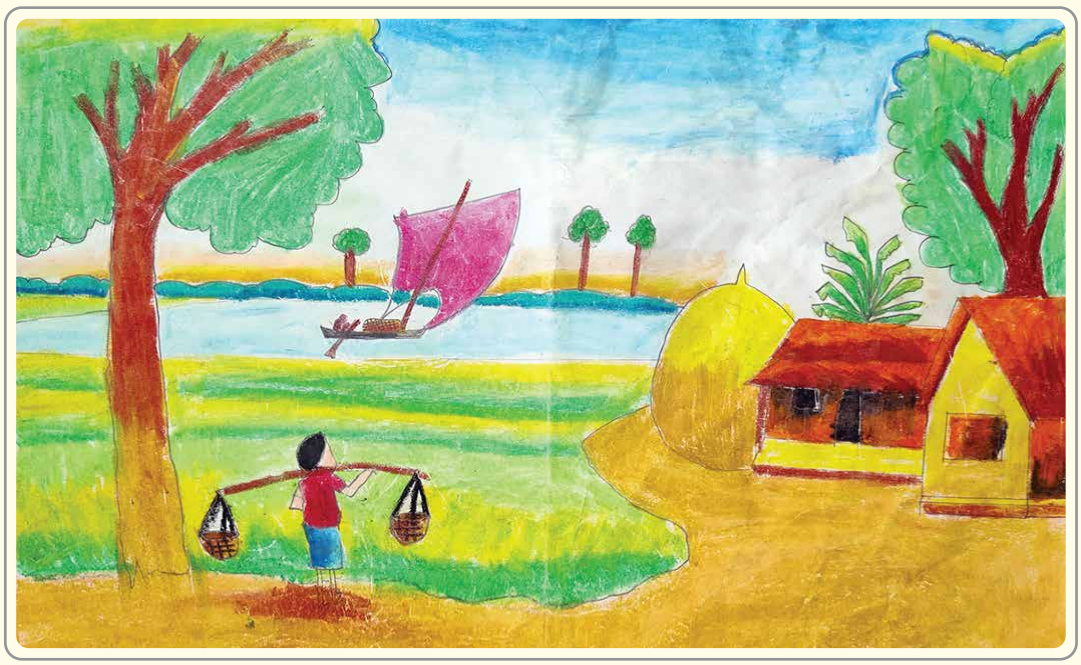

শোয়াইব
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: ডালিয়া

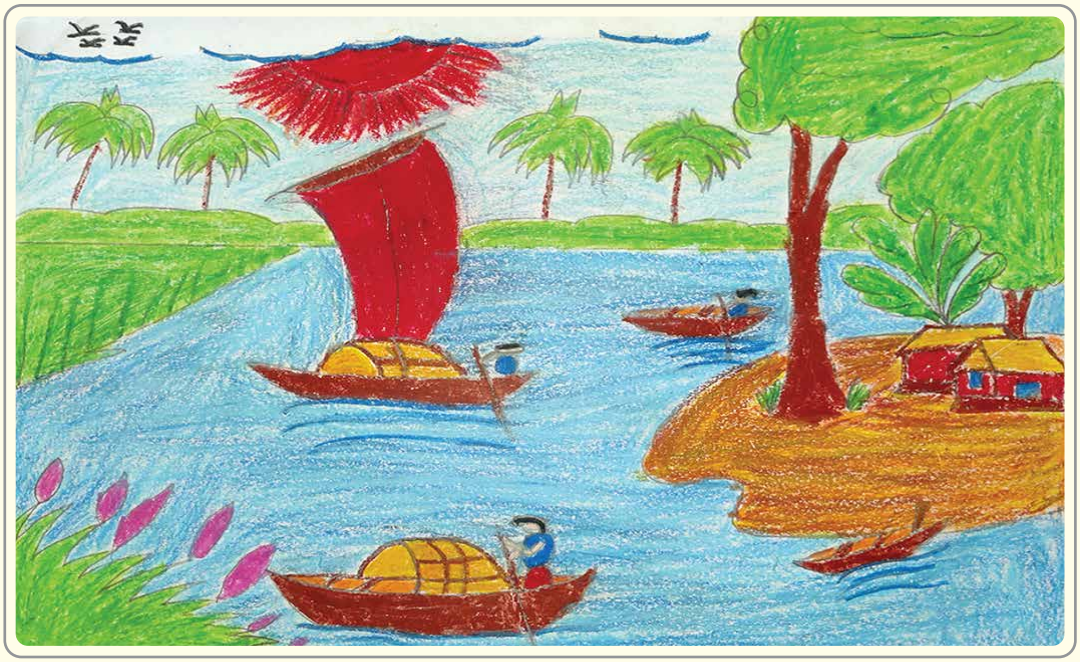

মোছা. লাবিবা আনজুম (রাজী)
শ্রেণি: প্রথম, শাখা: ডালিয়া

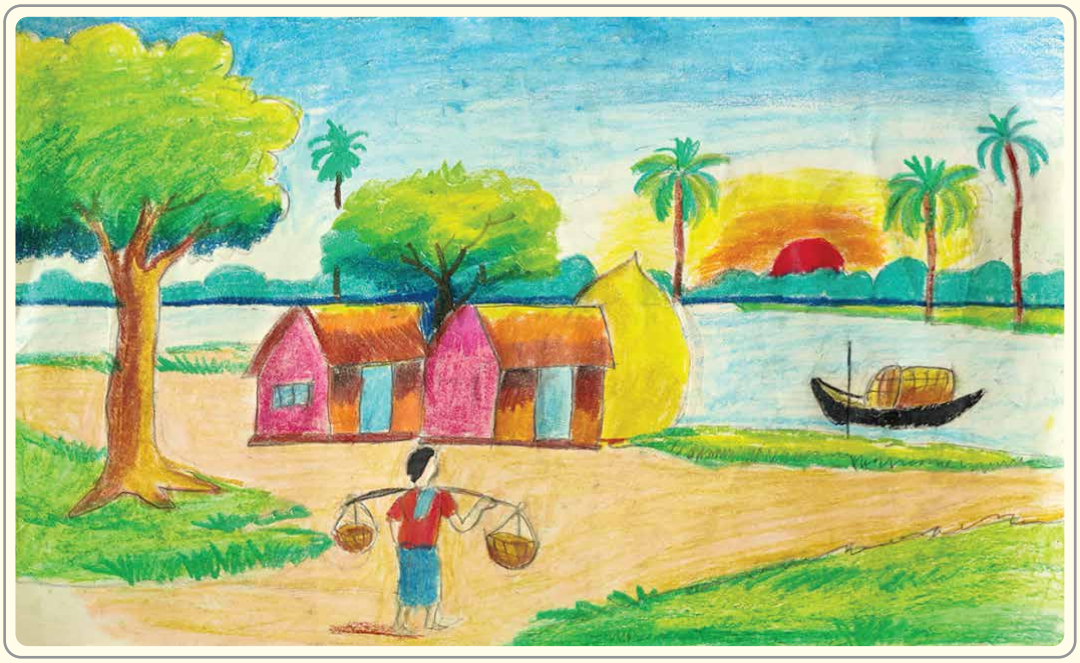

রশিন মুবারশিরা

শ্রেণিঃ নার্সারি, শাখাঃ ডালিয়া

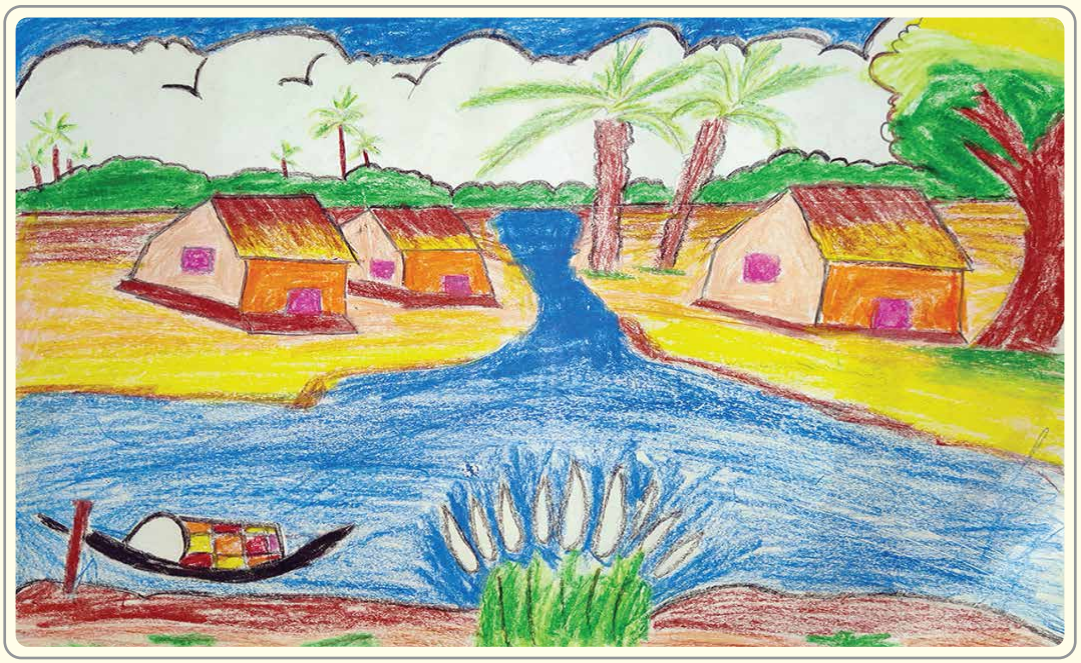

রাইসুল হাওলাদার রাফাত

শ্রেণিঃ প্লে, শাখাঃ ডালিয়া

সালেহীন আহনাফ
শ্রেণি: প্রথম, শাখা: ডালিয়া

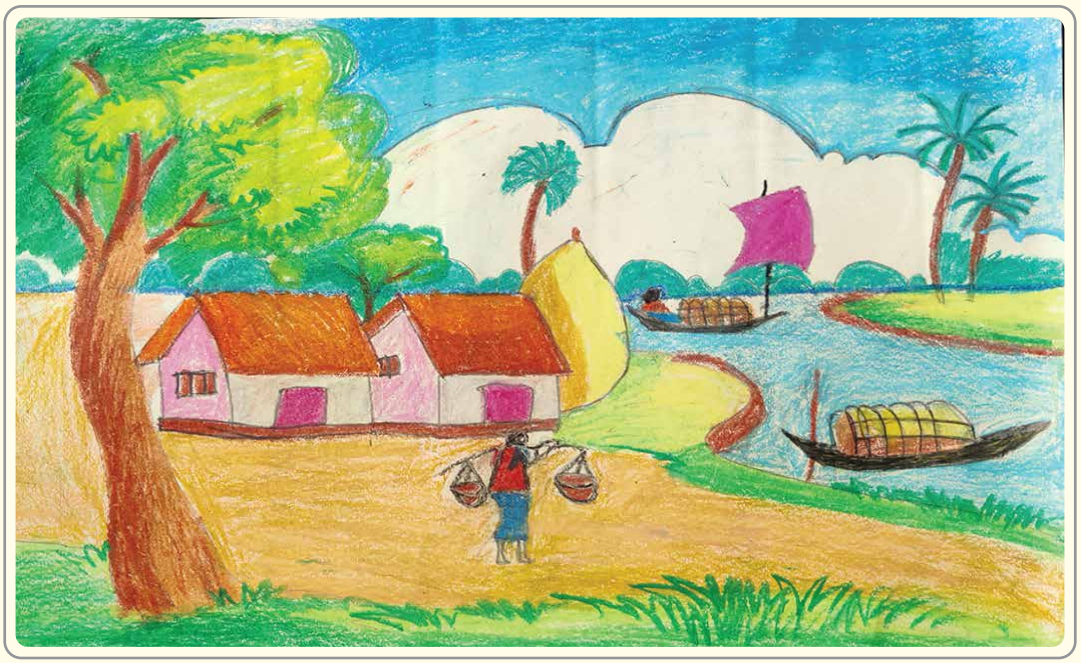

মাসুম আল রাইয়ান
শ্রেণি: প্রথম, শাখা: ডালিয়া

গোলাম মোছাব্বীর হোসেন আসরার

শ্রেণিঃ নার্সারি, শাখাঃ ডালিয়া

মেহের-ই-মাহ্ মাবরুরা

শ্রেণিঃ নার্সারি, শাখাঃ ডালিয়া

যাররাফ আলম জাবির
শ্রেণি: নার্সারি, শাখা: ডালিয়া

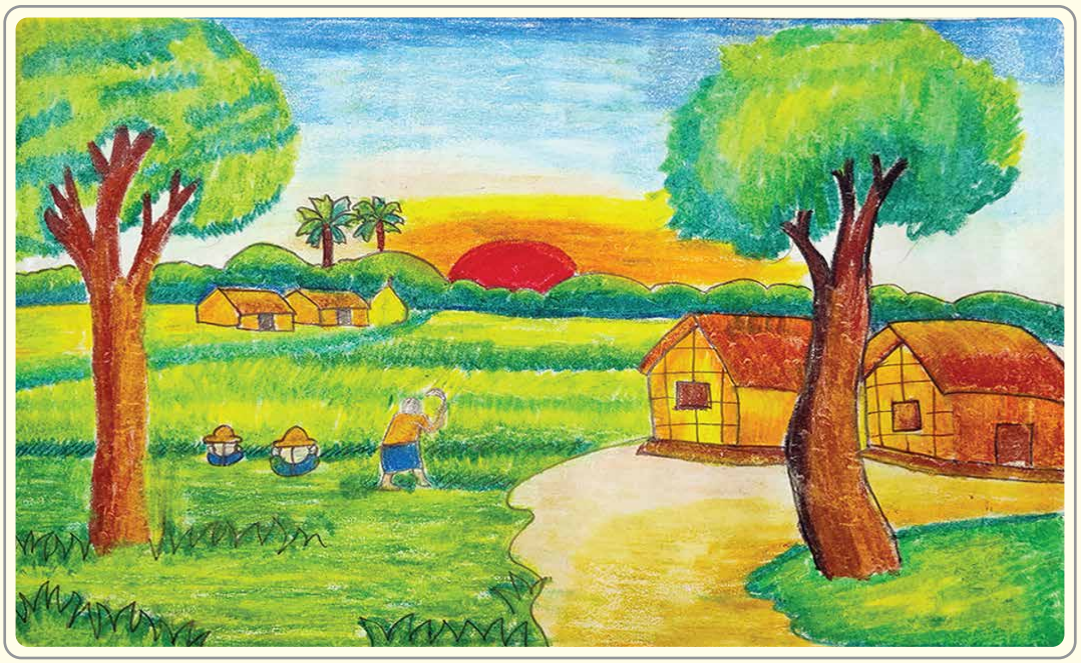

মেহেরিমা মেওয়াদ
শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: ডালিয়া

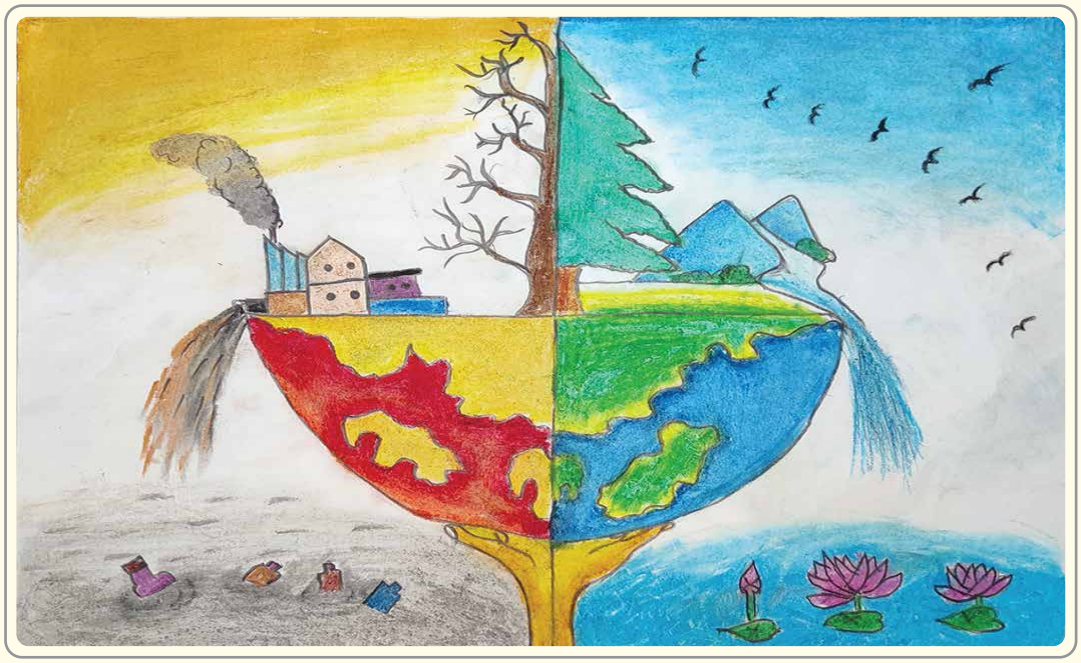

সাবিহা সরকার

শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ডালিয়া

রাইসা ইসলাম

শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: ডালিয়া

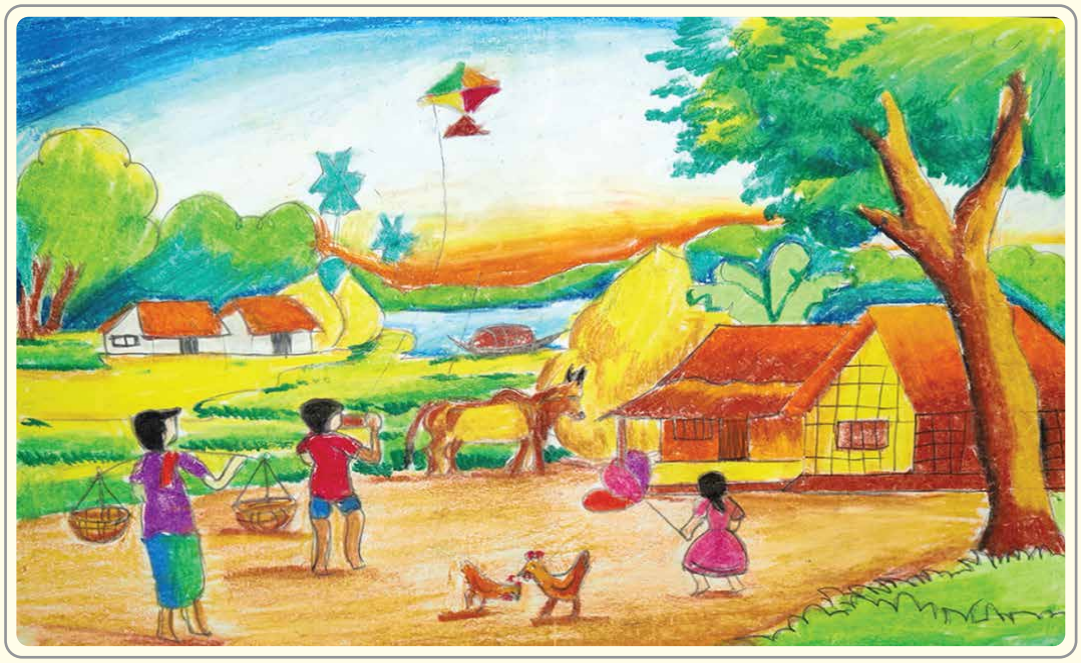

মেজবা তাবাস্‌সুম মৃত্তিকা

শ্রেণিঃ প্লে, শাখাঃ ডালিয়া

আফসানা মিমি (আভা)

শ্রেণিঃ সপ্তম, শাখাঃ ডালিয়া

অর্পন কুমার বর্মন

শ্রেণিঃ সপ্তম, শাখাঃ ড্যাফোডিল

আরাফাত হাসান নাফিস

শ্রেণিঃ সপ্তম, শাখাঃ ডালিয়া

মোছা. নুসরাত তাবাসসুম রাইসা

শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ড্যাফোডিল

শারীকা যাহ্‌রা অরণী

শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া

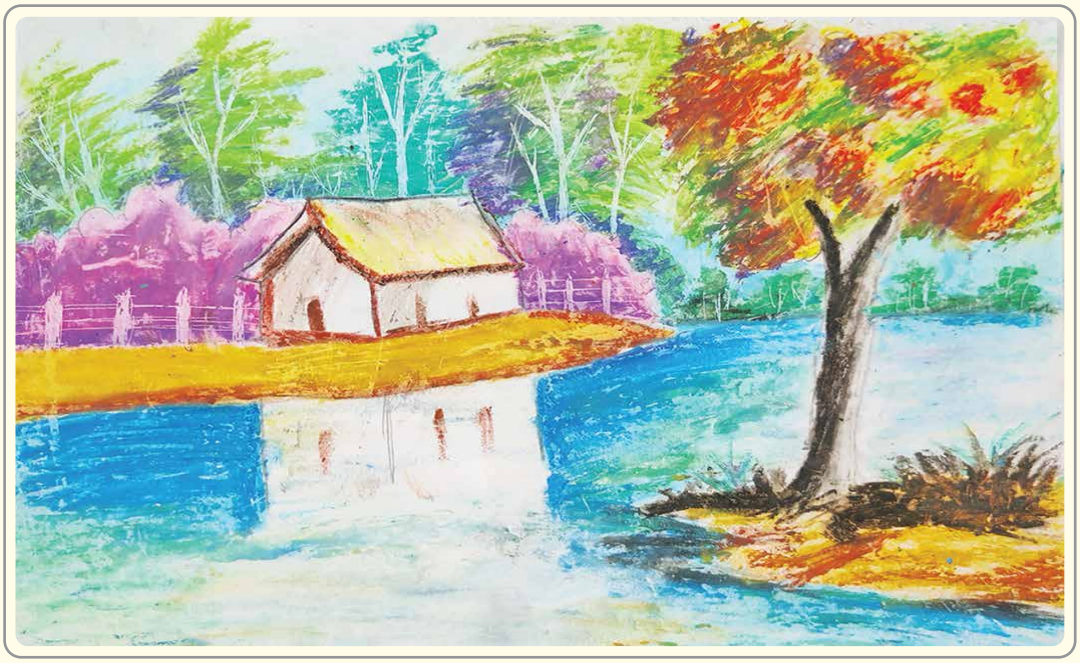

আচহাবুল ইয়ামীন

শ্রেণিঃ পঞ্চম, শাখাঃ ডালিয়া

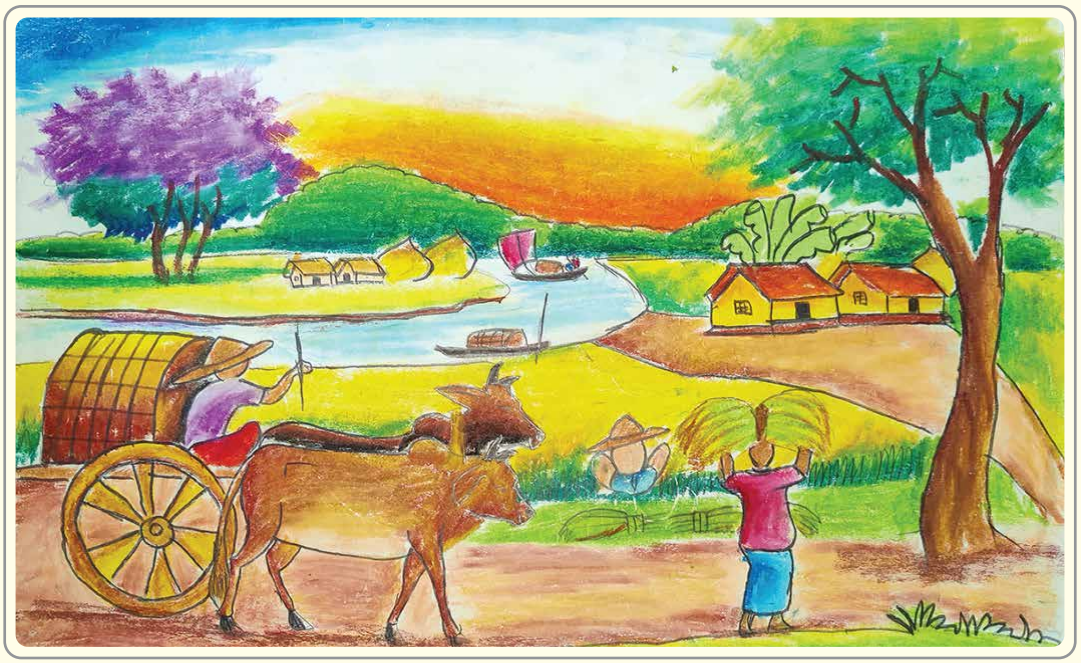

হুমায়রা আক্তার

শ্রেণিঃ পঞ্চম, শাখাঃ ডালিয়া

রুদ্র রায়

শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: ডালিয়া

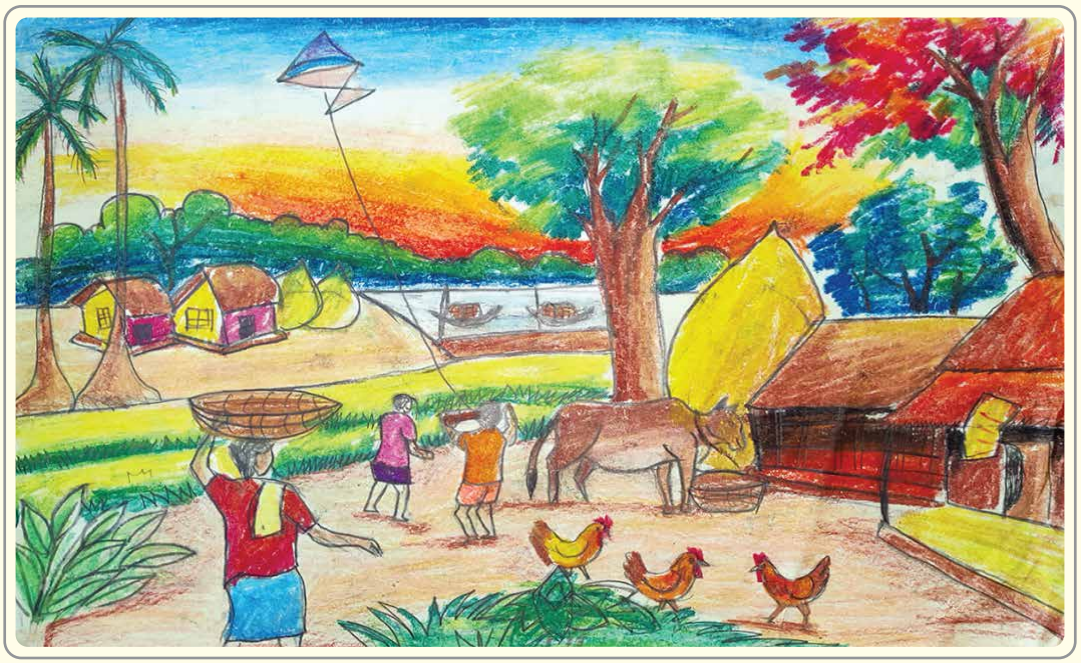

আবদুল্লাহ আল-নাহিয়ান

শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: ডালিয়া

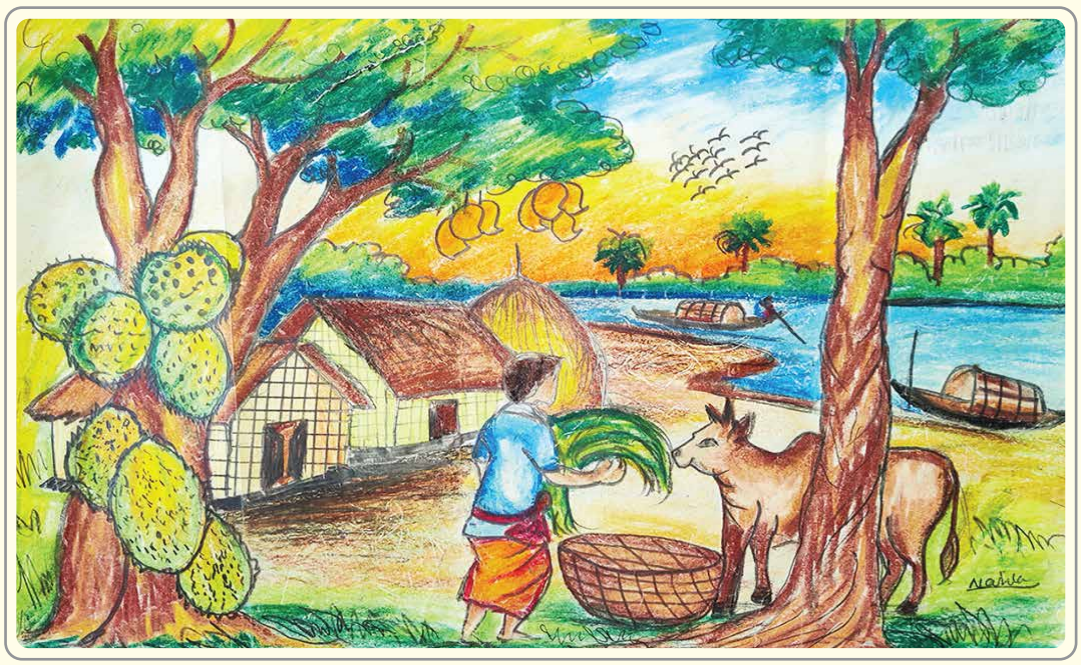

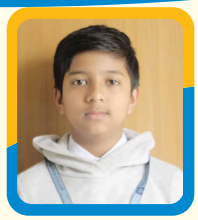

এ এম শামীন ইয়াসার শামস্

শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া

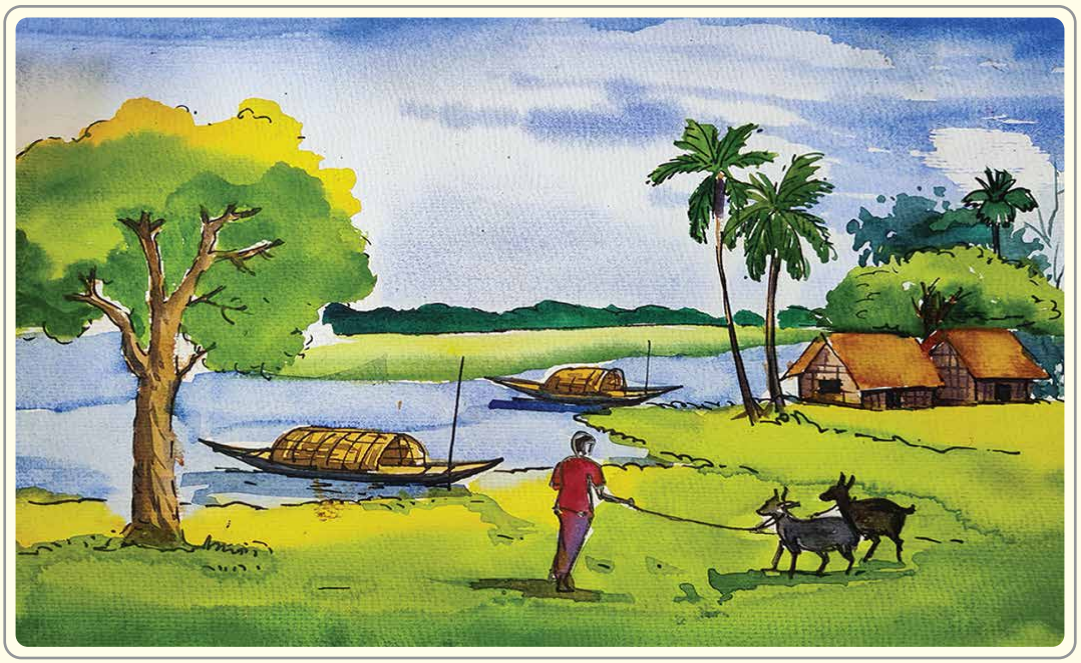

মো. রাতুল হাওলাদার

শ্রেণি: অষ্টম, শাখা: ড্যাফোডিল

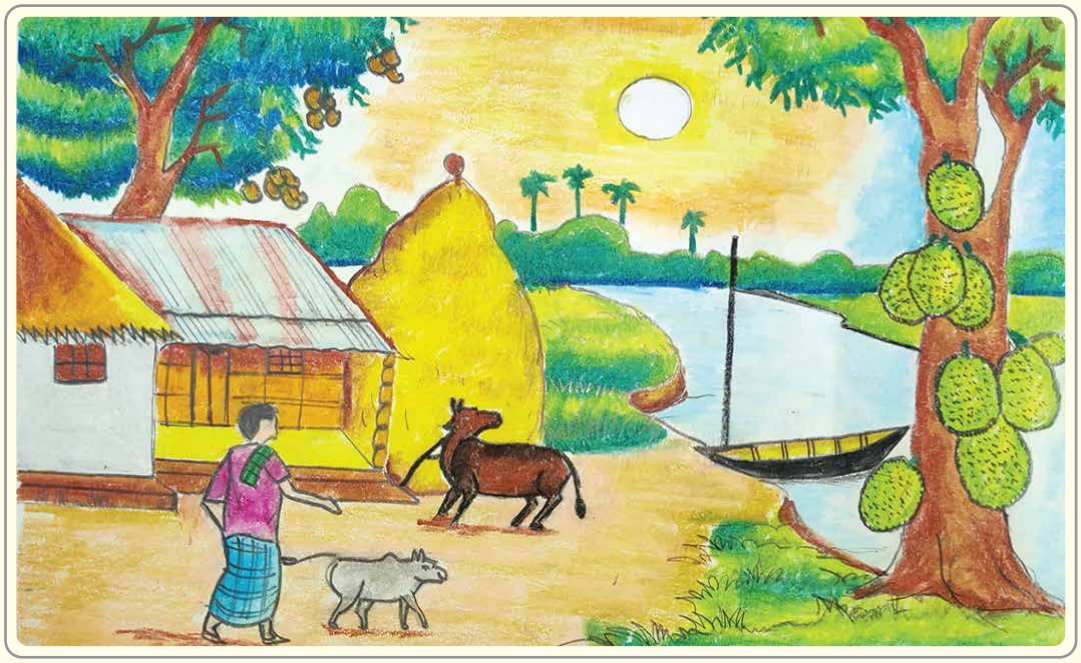

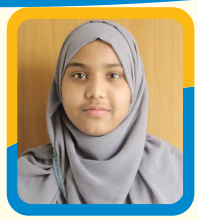

ফাহমিদা হুমায়রা
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া

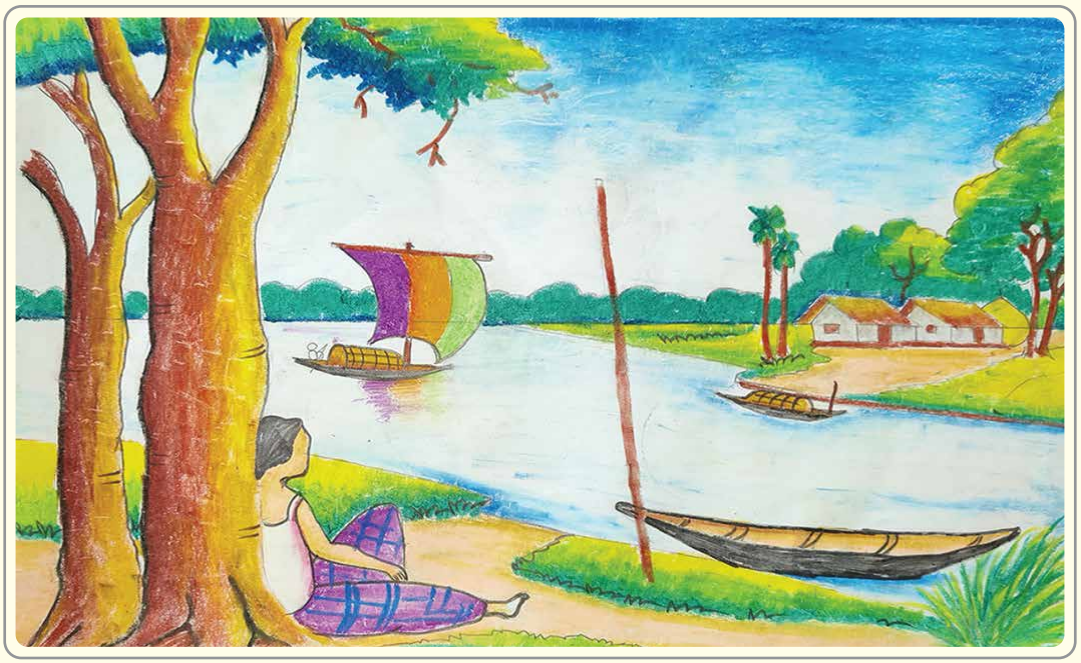

আফসানা আক্তার
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া

আসমাউল হুসনা অনু
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ড্যাফোডিল

তাহসিন রহমান মৌরী
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া

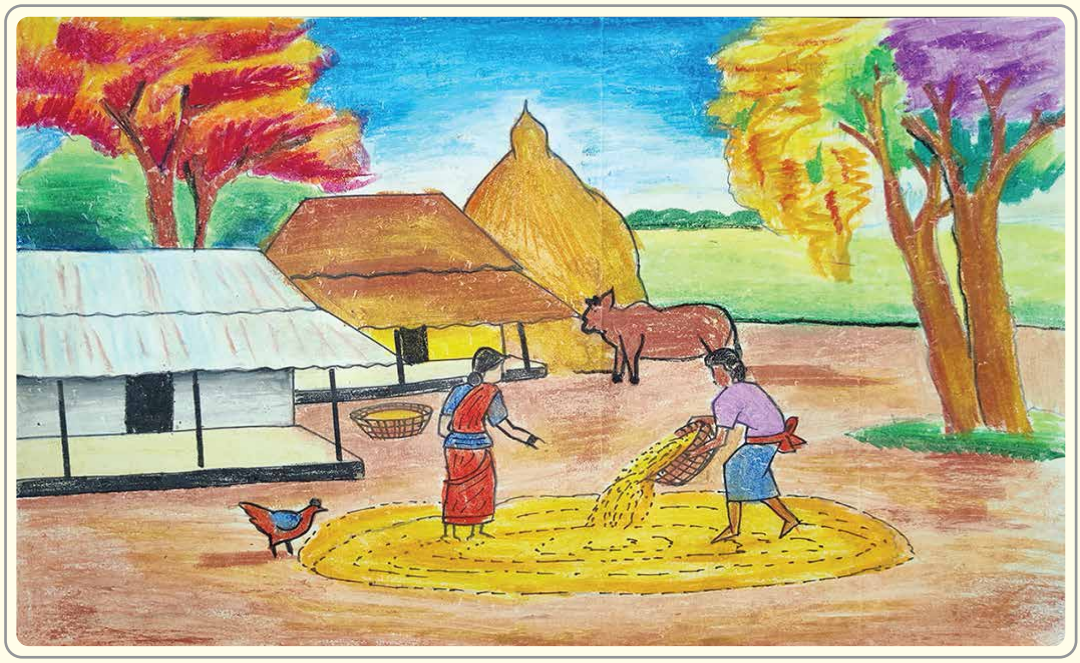

সাফিয়াহ্ রহমান হিয়া
শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: ডালিয়া

মিহির সরকার

সহকারী শিক্ষক

চারু ও কারুকলা

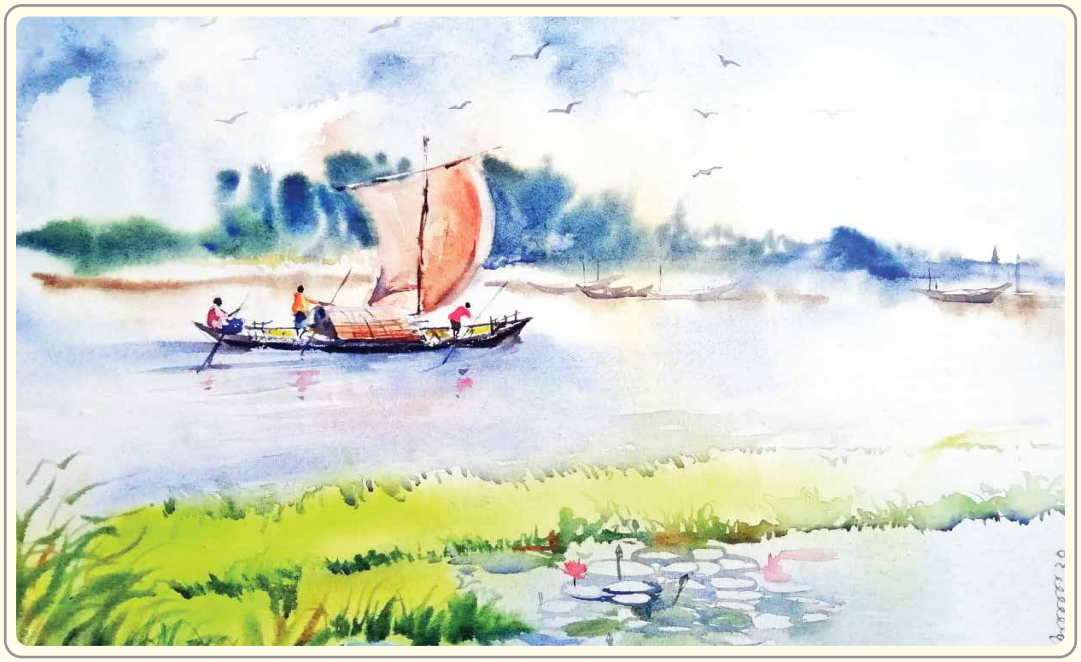

মাধ্যম: জল রঙ, সাইজ: ১৫ ইঞ্চি x ২২ ইঞ্চি

মাধ্যম: জল রঙ, সাইজ: ১৫ ইঞ্চি x ২২ ইঞ্চি

স্মৃতির পাতারা...

পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রভাতফেরি

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে নৃত্য পরিবেশন

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

বার্ষিক ক্রীড়া উদ্‌যাপন-২০২৩

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের একাংশ

প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের খেলা-ধুলার একাংশ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সভাপতি মহোদয়কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

একুশে পদকপ্রাপ্ত নন্দিত কথা সাহিত্যিক
ইমদাদুল হক মিলনকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

গোয়েন্দা লেখক অরুণ কুমার বিশ্বাস মহোদয়ের পক্ষ হতে
অধ্যক্ষ মহোদয়কে বই উপহার

গোয়েন্দা লেখক অরুণ কুমার বিশ্বাস এর আগমনে নৃত্য পরিবেশন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর ১৬২ তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনে নৃত্য পরিবেশন

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোচনায় কুইজ বিজয়ী শিক্ষার্থীসহ অতিথি, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ মহোদয়

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোচনায় কুইজ বিজয়ী শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান

ক্লাস পার্টি-২০২২

বই উৎসব-২০২৩

বই উৎসব-২০২৩ এ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর একাংশ

কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

একাদশ শ্রেণির নবীনবরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সম্মাননা

নবীনবরণ অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন

নবীনবরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষার্থীবৃন্দ

অভিভাবক সমাবেশ

পহেলা বৈশাখ-১৪৩০ উদ্‌যাপন

পহেলা বৈশাখ-১৪৩০ উদ্‌যাপন

পহেলা বৈশাখ-১৪৩০ উদ্‌যাপন

পিঠা উৎসব-২০২৩

পিঠা উৎসব-২০২৩

সভাপতি মহোদয়ের সঙ্গে আলোচনা

এইচএসসি-২০২৩ ব্যাচের বিদায়

ছাত্র সংসদ-২০২৩

মাদক বিষয়ে সচেতনতা

শিক্ষক প্রশিক্ষণ-২০২২

এক নজরে এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ

অ্যাসেম্বলি

বিতর্ক ক্লাব

হাতের লেখা প্রশিক্ষণ ক্লাব

নৃত্য ক্লাব

সংগীত ক্লাব

বিজ্ঞান ল্যাব

আইসিটি ল্যাব

কার্ড পাঞ্চ

শিশু পার্ক

লাইব্রেরি

বঙ্গবন্ধু কর্ণার

গার্ডিয়ান শেড

ক্যান্টিন

EIIN-138400

School Code: 6457, College Code: 6011

এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ

কলেজ রোড, উত্তর হরিণ সিংহা, গাইবান্ধা-৫৭০০

ফোন: +৮৮-০২৫৮৮৮৭৭৬৩৩, মোবাইল: ০১৭৩০-০৭২৫০০, ০১৭৩০-০৭২৫৭৬

www.skssc.edu.bd